প্রাচীন ভারতের সম্পদ্ অন্বেষণে
যাঁরা আত্ম-নিবেদিত
তাঁদের করকমলে

মুদ্রা রাক্ষস

প্রথম অঙ্ক

নাট্য-পরিচালক, সুবেশা, চাণক্য, শার্ঙ্গরব, নিপুণক, শোনোত্তরা,
সিদ্ধার্থক ও চন্দনদাস

[ধুতি-পাঞ্জাবী পরিহিত, চোখে চশমা, হাতে একখানা সৌখীন বেতের লাঠি, পায়ে পাম্পসু বা অতি-আধুনিক কোনও স্যাণ্ডাল—এই বেশে নাট্য-পরিচালক মঞ্চের ঠিক কেন্দ্রস্থলে বেশ স্বাভাবিক অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবেন। যবনিকা উত্তোলিত হতে থাকলে ঠিক যখন তাঁর মাথার উপর উঠবে তখন তিনি বেতের লাঠি দু'হাতের মধ্যে রেখে দর্শকবৃন্দের উদ্দেশে নমস্কার জানাবেন। তারপর কয়েক পা ডান দিকে গিয়ে আবার নমস্কার করবেন, তারপর আবার বাঁ দিকে এসে নমস্কার করবেন।]

নাট্য-পরিচালক। নমস্কার! নমস্কার!! নমস্কার!!! [নমস্কার পর্ব শেষ হ'লে বক্তার ভঙ্গীতে অভিনয় করবেন] পরম করুণাময় জগদীশ্বর আপনাদের সকলের মঙ্গল করুন। আমাদের এই সন্ধ্যার আরব্ধ কার্য ভগবানের আশীর্বাদে এবং আপনাদের শুভেচ্ছা ও সাহচর্যে সুসম্পন্ন হোক!

এই প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস খুবই প্রাচীন। ভারতের মাটি এবং মন সেই প্রাচীন ইতিহাসেরই অঙ্গ।

ভদ্র মহোদয়গণ! আপনারা জানেন, হাজার হাজার বছর আগের সেই বিশ্ববিখ্যাত রাজা উপরিচর বসুকে। সমাজ সংস্থাপনে, প্রজাপালনে, জ্ঞাননিষ্ঠায়, তপশ্চর্যায় আজও তাঁর নাম অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। আজও আমরা তাঁকে স্মরণ করি আমাদের সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিতে—অন্নপ্রাশনে, উপনয়নে, বিবাহে বসুধারা বর্ষণ করে।

আপনারা জানেন তাঁ'র পরবর্তী বহু পরাক্রমশালী ক্ষত্র নৃপতিকে, যাঁ'র

তাঁ'দের জ্ঞানে চারিত্রিক উৎকর্ষে ভারতবর্ষকে উন্নত ক'রে গেছেন, পবিত্র থেকে পবিত্রতর হয়েছে এই দেশের মাটি। নহুষ, যযাতি, পুরুরবা, হরিশ্চন্দ্র, দিলীপ, রঘু, রামচন্দ্র, দুষ্মন্ত, ভরত, শান্তনু, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি অসংখ্য নৃপ-শিরোমণিদের কাহিনী উজ্জ্বল হয়ে আছে। আসুন, আমরা নমস্কার করি, সেই সব দেবচরিত্র রাজর্ষিদের উদ্দেশে। [পুনরায় ভক্তি ও শ্রদ্ধার অভিনয় করে নমস্কার]

আসুন, আমরা আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করি আজীবন ব্রহ্মচারী, ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রজ্ঞ ভীষ্মদেবকে; আসুন, আমরা প্রণাম করি নৃপকুলাগ্রগণ্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে। নমস্কার! নমস্কার!! নমস্কার!!! [পুনরায় অভিনয়]

(তারপর আবার ধীরে ধীরে গম্ভীর কণ্ঠে)

আপনাদের মধ্যে যাঁ'রা ভারত-ইতিহাসে অভিজ্ঞ, তাঁ'রা জানেন মহাভারতের অষ্টাদশ দিন ব্যাপী প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে আজ থেকে ঠিক পাঁচ হাজার তেত্রিশ বছর আগে। [পরিচালক এই সংখ্যাটি বাংলা সনের সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন। বর্তমানে ১৩৭১ সাল, সুতরাং এর পর থেকে যত বছর হবে তত বছর যোগ ক'রে বলবেন)

সম্রাট যুধিষ্ঠির, পরীক্ষিৎ এবং জনমেজয় রাজার পরবর্তী সাতাশ শো বছরের ইতিহাস আজ আর আমাদের স্মৃতিতে তেমন উজ্জ্বল হয়ে নেই।

আমাদের এই আধুনিক ভারতের ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মগধ-সিংহাসনে আরোহণ, গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ এবং মহামতি কৌটিল্যের রাজ্য শাসনের ইতিহাস থেকে।

আজ এই সন্ধ্যায় আধুনিক ভারতের সেই গোড়াকার ইতিহাসেরই একটি ছোট্ট অধ্যায় আপনাদের সমক্ষে নিবেদনের প্রয়াসী হয়েছি।

আজকের সন্ধ্যায় আমরা আপনাদের নিয়ে যেতে চাই দু'হাজার তিন শো বছর আগের সেই কয়েকটি দিনের দৃশ্যে, যখন পিতা মহাপদ্ম নন্দ এবং ভ্রাতৃবর্গ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে, দাসীগর্ভজাত সুদর্শন, অমিতবিক্রম জ্যেষ্ঠপুত্র চন্দ্রগুপ্ত আশ্রয় নিয়েছেন মহাপদ্ম-ভ্রাতা পর্বতেশ্বর বিশ্বকেতুর আশ্রয়ে, চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রণাদাতা গুরু পরম জ্ঞানী, কূটনীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ চাণক্য তাকে সাহায্য করছেন সর্ববিষয়ে।

চাণক্যের শাস্ত্রীয় অভিচার-ক্রিয়ায় নন্দবংশীয় সমস্ত পুরুষের আকস্মিক

অকালমৃত্যু ঘটেছে, আর সেই মহাবিনাশে শোকাচ্ছন্ন মহামাত্য রাক্ষস গোপনে রাজধানী পরিত্যাগ ক'রে বাইরে গিয়ে চন্দ্রগুপ্তের বিরোধিতা করছেন পূর্ণোদ্যমে।

চাণক্যের বুদ্ধি-কৌশলে পর্বতেশ্বর বিশ্বকেতু নিহত হয়েছেন, তার পুত্র মলয়কেতু মগধরাজ্যের অর্ধাংশ লাভের আশায় মহামন্ত্রী রাক্ষসের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়ে বিরাট সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে চন্দ্রগুপ্তকে উৎখাত করবার চেষ্টা করেছেন।

আমাদের আজিকার কাহিনী ঠিক সেই সময় থেকে—এই কাহিনীর নাট্যরূপ দাতা হলেন প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত নাট্যকার বিশাখ দত্ত, যিনি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিশাখ দত্তের সেই সুপ্রসিদ্ধ "মুদ্রা রাক্ষস" নাটকখানিকেই আজ আমরা আপনাদের সমক্ষে এই মঞ্চে পরিবেষণের অভিলাষী হয়েছি। আপনাদের শুভেচ্ছা আমাদের একান্ত কাম্য।

এই নাটকাভিনয়ে হয়ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটবে, আমার ব্যবস্থাপনাতেও হয়ত ভুলভ্রান্তি থেকে যাবে। আশা করি, আপনারা তা ক্ষমা করবেন।

এই নাটকের প্রধান তিনটি চরিত্র হচ্ছে : প্রথম, অশেষ শাস্ত্রাভিজ্ঞ রাষ্ট্রনীতিপারঙ্গম চাণক্য, যিনি ছিলেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের গুরু ও মন্ত্রী।

দ্বিতীয়, মহাপদ্মনন্দের মন্ত্রী রাক্ষস, যিনি রাষ্ট্র-পরিচালনা বিষয়ে মন্ত্রণা দানে ছিলেন অদ্বিতীয় অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ।

তৃতীয়, সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত।

এ ছাড়া, এই নাটকে কতকগুলি পার্শ্বচরিত্র রয়েছে যেমন : শার্ঙ্গরব—চাণক্যের শিষ্য; নিপুণক—চাণক্যের গুপ্তচর; সিদ্ধার্থক—জনৈক রাজকর্মচারী; চন্দনদাস—কুসুমপুরের বণিক সভার সভাপতি, অতুল ঐশ্বর্যশালী বণিক; বিরাধগুপ্ত—সাপুড়ের ছদ্মবেশী রাক্ষসের গুপ্তচর; কঞ্চুকী জাজলি—মলয়কেতুর অন্তপুরবাসী জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ; প্রিয়ংবর—মন্ত্রী রাক্ষসের দ্বারপাল; শকটদাস—রাক্ষসের বন্ধু, রাজকীয় দলিল-পত্রাদির লেখক; কঞ্চুকী বৈহীনরি—চন্দ্রগুপ্তের অন্তঃপুরবাসী জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ; করভক—রাক্ষসের গুপ্তচর; দৌবারিক—রাক্ষসের অপর একজন দ্বারপাল; মলয়কেতু—পর্বতেশ্বর বিশ্বকেতুর পুত্র নন্দবংশীয় রাজকুমার; ভাগুরায়ন—মলয়কেতুর কপট-সুহৃৎ

চাণক্যের গুপ্তচর; ভাসুরক—মলয়কেতুর দ্বারপাল; সিদ্ধার্থক—চন্দ্রগুপ্তের রাজকর্মচারী; বজ্রসেন ও বেনুবর্তক—দুজন ঘাতক; পুত্র—চন্দনদাসের পুত্র এবং একজন দেহরক্ষক ও একজন গুপ্তচর।

এই নাটকে স্ত্রীচরিত্র রয়েছে চারটি : সুবেশা—নাট্য পরিচালকের পত্নী; শোনোত্তরা চন্দ্রগুপ্তের দ্বাররক্ষিকা; বিজয়া—মলয়কেতুর দ্বাররক্ষিকা; কুটুম্বিনী—বণিক চন্দনদাসের পত্নী।

[পরিচালক বক্তার ভঙ্গীতে মঞ্চে দাঁড়িয়েই এই নামগুলি পাঠ করে যাবেন। তারপর মঞ্চোপরি টেবিলের উপর থেকে অনুষ্ঠান সূচীগুলি হাতে নিয়ে বলবেন]

হ্যাঁ, এই নাটকে অভিনেতা, অভিনেত্রী রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন…শ্রী……, শ্রী……, শ্রী……, শ্রী……, এবং আরও অনেকে।

এই নাটক পরিচালনা করছি আমি·· ···, আর বাংলা ভাষায় এই নাটক পরিবেষণ করেছেন শ্রীরামজীবন ভট্টাচার্য।

'আমি আমাদের এই অনুষ্ঠান-সূচী আমার সহকারীদের হাতে দিচ্ছি আপনাদের হাতে পৌঁছে দেবার জন্যে। [মঞ্চের সন্নিকটে দণ্ডায়মান সহকারীদের হাতে দেবেন, কিন্তু তারা বিতরণ আরম্ভ করবেন না।]

আচ্ছা, তাহ'লে আপনাদের অনুমতিক্রমে আমরা অনুষ্ঠান আরম্ভ করছি। নমস্কার! নমস্কার !! নমস্কার !!!

[অভিনয়ের ভঙ্গীতে পরিচালকের প্রস্থান। অনুষ্ঠান-সূচীগুলি বিতরণ। মঞ্চের যে দিকে পরিচালক প্রস্থান করেছিলেন, তার উল্টো দিক থেকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত বেশে পরিচালকের পুনঃ প্রবেশ। যেন নিজের গৃহের অভ্যন্তরে কর্মনিয়তা পত্নীকে ডাকছেন এমনি অভিনয় ক'রে]

পরিচালক। গিন্নি! ও গিন্নি!……আরে, ওগো! এখনও শোনো নি পাড়ায় নাটক হচ্ছে? কীসে এত ব্যস্ত হয়ে পড়লে গো? নাচ গান যাত্রার নাম শুনলে দেখি তুমি একেবারে ধেই ধেই ক'রে নাচতে থাকো। আজ কি হ'ল গো? পাড়ায় নাটক হচ্ছে—ড্রামা, ড্রামা হচ্ছে গো!

এবার আর পাড়ার বাচ্চারা নয়, একেবারে বড়রাই সব নেমে পড়েছেন। ·· ···অ্যা, একি? (প্রচুর খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হচ্ছে, এমন অভিনয় করে) এত সব খাবার দাবারের ব্যবস্থা কেন গো?···এ যেন মনে হচ্ছে, এক বিরাট ভোজের

ব্যাপার! পুণ্যির জন্যে ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন করলে না কি?···ব্যাপারটা কি একবার বল তো? নাটক ছেড়ে দিয়ে রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত? একটা, ···কেমন, কেমন যেন মনে হচ্ছে!

[রন্ধন কার্যে নিযুক্ত রয়েছে এমন বেশে
সুবেশার প্রবেশ]

সুবেশা। নাটক, নাটক ক'রে এত হৈ হুল্লোড় হচ্ছে কেন? চারদিকে শুনছোনা, আজ চন্দ্রগ্রহণ? চূড়ামণি যোগ? গঙ্গাচানে তো যেতে দেবেনা ভিড় বলে। তাই ব'লে এমন একটা যোগেও কি আমি কোনও পুণ্যিই করব না? ···শুনেছি, পূর্ণ চন্দ্রকে রাহু গ্রাস করলে স্নান ক'রে ব্রাহ্মণদের নিজহাতে রেঁধে খাওয়ালে নাকি অক্ষয় পুণ্যি লাভ হয়। তাই তো, চান করে এসে রান্নাটা সেরে রাখছি। গ্রহণ চলে গেলে ব্রাহ্মণদের খাওয়াব। পাঁচজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণও করেছি।···

পরিচালক। (মঞ্চের উপরে রক্ষিত আসনে উপবেশন ক'রে···পত্নী সুবেশাও কাছাকাছি উপবেশন করল)
উহুঁ···গৃহিণী, কথাটা তো বিশেষ ভালো হচ্ছে না। আমি নিজেও চোষট্টি অঙ্গের জ্যোতিঃশাস্ত্র পাঠ করেছি।···হাঁ, ব্রাহ্মণদের খাওয়াবে, খাওয়াও। কোনই আপত্তির কারণ নেই।···কিন্তু, ঐ যে পূর্ণচন্দ্রকে রাহু গ্রাস করবে, কথাটা বললে না—ওটাতে কিন্তু আমি মোটেই সায় দিতে পারছি না।···মনে হচ্ছে, তোমাকে কেউ ভুল কথা বলে দিয়েছে। দেখ···

চাণক্য। (নেপথ্যে) আঃ! কে হে? কার এত সাহস, আমি থাকতে আমার চন্দ্রগুপ্তকে পরাজিত করতে চায়? কা'র, কা'র এত বল?···হ্যাঁ, ক্রুর গ্রহ রাহু আজ রাত্রিতে পূর্ণ মণ্ডল চন্দ্রকে বলপূর্বক গ্রাস করতে চাইছে!···হ্যাঁ কথাটা ঠিক। কিন্তু রাহুকেও মনে রাখতে হবে, অপরিমিত জ্ঞানশালী বুধ আজ চন্দ্রের সহায়,······চন্দ্রের চালক!

সুবেশা। ও গো! লোকটা তো বড় অদ্ভুত! পৃথিবীর মানুষ হয়ে লোকটা রাহুর আক্রমণ থেকে ঐ আকাশের চন্দ্রকে রক্ষা করতে চাইছে! লোকটা পাগল, না মাথাখারাপ? ···নিশ্চয়ই ভীষণ ছিট আছে। তাই না? নইলে ··

পরিচালক। গিন্নি! ব্যাপারটাতো ঠিক ঠাহর করতে পারছি না। আওয়াজ

শুনে মনে হচ্ছে, কোনও নাঙ্গা সন্ন্যেসী ঠন্ন্যেসী হবে বোধ হয়। দেখি, একবার লোকটা কে—কোথায় যাচ্ছে!

[আসন থেকে উঠে বাইরের দিকে লক্ষ্য করার অভিনয় ক'রে]

চাণক্য। (পুনরায় নেপথ্যে) কা'র কা'র এত সাহস, কার এত বল? আমি থাকতে চন্দ্রগুপ্তকে পরাজিত করতে চায়? (নেপথ্য থেকে ঠক ঠক্ খড়মের আওয়াজ)...রাহুকে মনে রাখতে হবে, অপার জ্ঞানশালী বুধ আজ চন্দ্রের সহায়—চন্দ্রের চালক।

পরিচালক। গিন্নি! ওগিন্নি! গলার আওয়াজটা শুনে বুঝতে পারনি?... রাজমন্ত্রী চাণক্য! ঐ যে এদিকেই আসছেন যে!

সুবেশা। অ্যাঁ...অ্যাঁ......চা-চাণক্য? [ভয়ের অভিনয় ক'রে]

পরিচালক। হ্যাঁ গো, হ্যাঁ—চাণক্য। কুটিল-বুদ্ধি ভীষণ ব্রাহ্মণ চাণক্য? ক্রোধের আগুনে রাজা নন্দের বংশ একেবারে ছারখার ক'রে দিয়েছেন!

সুবেশা। সেই চাণক্য?...একেবারে আমাদের এই পাড়ায়?

পরিচালক। তুমি চিৎকার ক'রে ক'রে আমাকে চন্দ্রের গ্রহণের কথা বলছিলে না? কথাটা বোধ হয় ওর কানে গিয়েছে।

সুবেশা। অ্যাঁ বলো কি? চাণক্য আমার কথা শুনতে পেয়েছেন?

পরিচালক। মনে তো হচ্ছে তাই। উনি ধ'রে নিয়েছেন, শত্রু চন্দ্রগুপ্তকে আক্রমণ করবে, তুমি এরকম একটা ইচ্ছাই প্রকাশ করেছো!

সুবেশা। সে কি গো?...সে কথা আবার কখন বললাম গো?...আমি তো রাজা চন্দ্রগুপ্তের কথা বলিই নি।...ওগো! কি হবে গো!

[পুনরায় ভয়ের অভিনয়]

পরিচালক। ঐ যে চাণক্য আসছে!...চলো, চলো, ঘরে চলো—দরজা বন্ধ ক'রে দিই গে। ঐ যে এক্ষুণি এদিকে এসে পড়ছে। [সভয়ে দুজনেরই প্রস্থান]

[খোলা টিকিতে হাত বুলাতে বুলাতে চাণক্যের প্রবেশ]

চাণক্য। কোথা কোন্ দুর্মদ রহিয়াছে আজও অবশেষ,
করিবারে চাহে পরাজিত চন্দ্রকে আমার?
কাহার,—কাহার এ সাহস, এত পরাক্রম?
হস্তীর রুধির পানে রক্তমাখা আনন যাহার,
সেই সিংহ মুখ থেকে দন্তপঙ্ক্তি উৎপাটন

করিবারে চাহে ? কাহার—কাহার এ সাহস,
এত পরাক্রম ? অনলের কৃষ্ণশিখা-রূপা আমার এই
উন্মুক্তা, উত্তুঙ্গা শিখা আজও লেলিহান—হয় নি
আজিও বদ্ধ ! জানেনা সে এ ভয়ঙ্করী কাল-সর্পী
তীব্র বিষে জর্জরিত করি নন্দবংশের করেছে উচ্ছেদ !
আজও কোন্ মৃত্যুকামী চাহেনা আমার এই শিখার বন্ধন ?
যে আগুনে নন্দবংশ হ'ল ছারখার, ভস্মীভূত হ'ল নন্দবন
আমার সেই ক্রোধের প্রতাপ এখনও কি রয়েছে অজ্ঞাত ?

……শার্ঙ্গরব ! শার্ঙ্গরব ! [শিষ্যের প্রবেশ]

শার্ঙ্গরব। গুরুদেব ! আদেশ করুন।

চাণক্য। বৎস। এখানে আসনের ব্যবস্থা কর।

শার্ঙ্গরব। গুরুদেব। ঐ তো, আপনার বসবার আসনটি পেতে রেখে দিয়েছি। ঐ আসনেই বিশ্রাম গ্রহণ করুন।

চাণক্য। দেখ বৎস। আমার এই ক্রুদ্ধ ব্যস্ততায় মোটেই ভয় পেয়ো না। ছাত্রদের উপর আমার প্রীতি ছাড়া আর কিছুই নেই।…অসংখ্য কার্যে আমাকে গুরুতর ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে, তাই এতটা অসুস্থ হয়ে পড়েছি।…আচ্ছা যাও। [অভিনয়ের ভঙ্গীতে উপবেশন] (স্বগত) হ্যাঁ, কথাটা বেশ চারিদিকেই রাষ্ট্র হয়ে গেছে দেখছি।…আমি নন্দবংশ ধ্বংস করায় অমাত্য রাক্ষস ক্রুদ্ধ হয়েছেন, পর্বতেশ্বর বিশ্বকেতুর বিনাশে পুত্র মলয়কেতুও রুষ্ট হয়েছে। অমাত্য রাক্ষস এখন সমস্ত নন্দরাজ্য মলয়কেতুর হাতেই সমর্পণ করবেন, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। আর সেই জন্যেই মলয়কেতুকে দিয়ে বিরাট সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ ক'রে চন্দ্রগুপ্তকে আক্রমণ করতে চাইছেন। হাঃ হাঃ হাঃ… বটে ? কিন্তু… [চিন্তার অভিনয় ক'রে] এত বড় রাজসভার মধ্যে দাঁড়িয়ে সকলের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করলাম, নন্দবংশ ধ্বংস না ক'রে এই শিখা আর বন্ধন করব না।… তারপর সেই দুস্তর প্রতিজ্ঞা-নদী অনায়াসে অতিক্রম করেছি। অথচ !…অথচ এই সামান্য বিষয়টাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না ?……

……আমি, আমিই না সেই ব্রাহ্মণ যাঁর ক্রোধের অগ্নি থেকে অবিচ্ছিন্ন শোকের ধূম নির্গত হয়ে শত্রু-স্ত্রীদের মুখ চন্দ্রমা মলিন ক'রে দিয়েছে ?…যাঁর

কূটনীতির শীতল বায়ুতে নন্দের মন্ত্রীরা মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে?...আর ব্যতিব্যস্ত প্রজাবৃন্দ একে একে নন্দবন পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে?...সেই ক্রোধের অগ্নি নন্দবংশের অঙ্কুরগুলিকে পর্যন্ত দগ্ধ ক'রে এখন দাহ্য পদার্থের অভাবে দাবানলের ন্যায় নিবৃত্ত হয়ে আছে।......মহাপদ্ম নন্দের ভয়ে আমাকে রাজসভায় শ্রেষ্ঠ আসন থেকে পতিত হতে দেখেও যা'রা ধিক্ শব্দটি উচ্চারণ পর্যন্ত করতে সাহস পান নি, তা'রাই কি এখন দেখছেন না—সিংহ যেমন পর্বত শৃঙ্গ থেকে হস্তি শ্রেষ্ঠকে নিপাতিত করে, আমিও ঠিক তেমনি ভাবেই মহাপদ্মকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে সবংশে নিপাতিত করেছি?...আর আজও সেই আমিই না চন্দ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠার জন্যেই দণ্ডধারণ ক'রে আছি?......

......রাজ্যবাসীরা কি এখন বোঝেনি, চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যলক্ষ্মীকে আমি চিরস্থায়ী করবই?...তাদের জানা উচিত, চাণক্যের নীতিশাস্ত্রে ক্রোধ এবং অনুরাগ দুয়েরই সমান আসন, শত্রুর প্রতি ক্ষমাহীন ক্রোধ আর মিত্রের প্রতি পরিপূর্ণ অনুরাগ চাণক্যের নীতিশাস্ত্রে দুয়েরই সমান ব্যবস্থা।......
(পুনরায় চিন্তার অভিনয় ক'রে) হুঁ ...মহামাত্য রাক্ষস যদি চন্দ্রগুপ্তের বশীভূত না হন, তাহলে নন্দবংশের আর কি উৎখাত হ'ল? চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বই বা স্থায়ী হবে কি ক'রে?...আশ্চর্য। নন্দবংশের প্রতি মহামাত্য রাক্ষসের আজও কি অপরিসীম অনুরাগ? নন্দবংশের একটি মাত্র বংশধরও যদি জীবিত থাকে তাহলে কিছুতেই মহামাত্য রাক্ষসের এই অসীম আনুগত্য বিন্দুমাত্রও ম্লান হবেনা, আর চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্বও তাঁ'কে দিয়ে গ্রহণ করানো যাবেনা। সেই জন্যেই তো গৃহত্যাগ করে তপোবনবাসী হ'লেও নন্দবংশের সর্বার্থসিদ্ধিকে নিধন করিয়েছি। সর্বার্থসিদ্ধির নিধনের সংবাদ পেয়েই অমাত্য রাক্ষস মলয়কেতুকেই প্রভু স্বীকার ক'রে নিয়ে আমাদের উচ্ছেদের জন্য সচেষ্ট হয়েছে।......[প্রত্যক্ষের মত শূন্যে রাক্ষসের উদ্দেশে] সাধু, মহামাত্য রাক্ষস, সাধু! মন্ত্রিবৃহস্পতি সাধু! সাধু, বিচক্ষণ কূটনীতিক। সাধু।

...শুনুন, মহামাত্য রাক্ষস! কেন আপনাকে এই সাধুবাদ জানাচ্ছি।
এই পৃথিবীতে সমস্ত লোকই আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রভুর সেবা করে। যা'রা প্রভুর ধন-সম্পদ নষ্ট হলে বা নষ্ট হবার আশঙ্কা দেখা দিলেও সে প্রভুর প্রতি

অনুগত থাকে, তা'দের আশা থাকে প্রভু আবার তাঁ'র ধন-সম্পদ ফিরে পাবেন। কিন্তু যা'রা প্রভুর মৃত্যুর পরেও পূর্ব উপকার স্মরণ ক'রে নিঃস্বার্থ আনুগত্যের সঙ্গে প্রভুর সঙ্কল্পিত কার্য সম্পাদন ক'রে চলে, আপনার মত সেইরূপ কৃতী লোক এই পৃথিবীতে একান্ত দুর্লভ।......এজন্যই, মহামাত্য রাক্ষস, আপনাকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। মহামাত্য! এজন্যই আপনার মত অনুগত মন্ত্রীকে আমরা চাই। ......মহামাত্য! আমাদের একান্ত অভিপ্রায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ক'রে আপনি চন্দ্রগুপ্তকে অনুগৃহীত করুন।... (পুনরায় চিন্তার অভিনয় ক'রে)......ওঃ, সেই দিকটা আমি ভেবে দেখিনি, সেই কথা? আমি কি জানিনা, নির্বোধ কিংবা দুর্বল কর্মচারী অনুরক্ত হ'লেও তার দ্বারা প্রভুর কোন উপকারই হয় না? আবার বুদ্ধিমান্, বলবান্ হয়েও কোনও কর্মচারী আনুগত্য শূন্য হলে তার কাছ থেকেও প্রভুর কোনও আশা থাকেনা?......বুদ্ধি, বিক্রম এবং অনুরাগ এই তিনটি গুণই যাদের সমানভাবে থাকে তা'রাই সত্যিকারের রাজপুরুষ, তারাই বিধান করতে পারে রাজার মঙ্গল, বৃদ্ধি করতে পারে রাজ্যশ্রী।......তাই তো মহামাত্য রাক্ষস! আপনাকে আমাদের চাই...চাই......চাই।......আপনি নিশ্চয়ই জানেন না, কী সুন্দর, কী সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা আমি এর জন্য করে চলেছি! চন্দ্রগুপ্ত বা পর্বতেশ্বর বিশ্বকেতু—এঁদের একজনকে সরাতে পারলেও চাণক্যের অপকার হবে, এ রকম ভেবে আপনিই বিষকন্যা পাঠিয়ে বিশ্বকেতুকে হত্যা করিয়েছেন—এ কথাটা আমি সযত্নে রটিয়ে দিয়েছি। আর এদিকে, মলয়কেতুকে নির্জনে ডেকে নিয়ে ভাগুরায়ণ ভয় দেখিয়েছে—"চাণক্যই তোমার পিতাকে হত্যা করিয়েছেন," ফলে সে ভয়ে নগর থেকে চলে গিয়েছে।...হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ...এখন ঐ মলয়কেতুই রাক্ষসের বুদ্ধিতে পরিচালিত হয়ে আমাদের আক্রমণ করবে? .....হাঃ হাঃ হাঃ।......বুদ্ধি কার বেশী, আমার না ঐ রাক্ষসের? বিশ্বকেতুর হন্তা রাক্ষস—এ অখ্যাতি, এ অপবাদ সে মুছে ফেলবে কেমন ক'রে?......তাহলে চাণক্য? তোমার ক্ষুরধার কূটবুদ্ধি কোথায় গেল? তোমার সেই অমূল্য কূটনীতির প্রয়োগ কি অক্ষম হয়ে গেল?......চাণক্যের বহু ভাষাভিজ্ঞ, বহু বেশধারী গুপ্তচরদের কার্যও কি নিষ্ফল হয়ে যাবে?...আর সেই বিষ্ণুশর্মা? আমার সেই সহাধ্যায়ী মিত্র? যিনি শুক্রপ্রণীত দণ্ডশাস্ত্র এবং চতুঃষষ্টি জ্যোতিঃশাস্ত্রে অপার নৈপুণ্যের

অধিকারী? তিনি এখন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর বেশধারী, নন্দের মন্ত্রিগণের একান্ত বিশ্বাসভাজন। মহামন্ত্রী রাক্ষসও এখন তা'কে বিশ্বাস করছেন!
...মহামাত্য রাক্ষস! এই বিষ্ণুশর্মাকে আপনি এড়াবেন কি ভাবে? আমার কুটনীতির জালে—আমার বুদ্ধির পাশে, আজ আপনি আবদ্ধ! হাঃ হাঃ হাঃ।

[একখানি যম পট হাতে গুপ্তচর নিপুণকের প্রবেশ। নিপুণক মঞ্চের কোণে দাঁড়িয়ে এমনভাবে অভিনয় করবে যেন সে চাণক্যের গৃহদ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছে। অদূরে মঞ্চের অপর পার্শ্বে উপবিষ্ট চিন্তামগ্ন চাণক্য]

নিপুণক। হে গৃহস্থগণ! তোমরা যমের চরণে নমস্কার কর। যম ছাড়া আর কোন দেবতা তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করতে পারেন? অন্য দেবতার পূজা করলেও যম তাদের প্রাণ হরণ ক'রে থাকেন। সুতরাং, হে গৃহস্থগণ! তোমরা যমের চরণে নমস্কার কর।...
আচ্ছা, এ বাড়ীর গেরস্তকেই না হয় যমপটখানা দেখিয়ে ছড়াটা শুনিয়ে দিই:

ভীতির কারণ হলেও তাকে
ভক্তি দিয়ে করবে জয়
ভক্তি থেকে শক্তি আসে
জেনো সবাই অসংশয়।
যম দেবতার করি পূজা
(যিনি) বিনাশ করেন সর্বভূত
তাঁরই কৃপায় বাঁচি মোরা
যমের মোরা অগ্রদূত।

[অপর দিক থেকে শার্ঙ্গরবের প্রবেশ। উপবিষ্ট চাণক্যের পশ্চাদ্ ভাগ দিয়ে মঞ্চের কোণে দণ্ডায়মান নিপুণকের সমক্ষে গমন।]

শার্ঙ্গরব। কে হে তুমি? এ বাড়ীর সামনে এ সব ছড়া আওড়াচ্ছ কেন?
নিপুণক। ওহে ব্রাহ্মণ! এ বাড়ী কা'র?
শার্ঙ্গরব। আমাদের প্রাতঃ স্মরণীয় গুরুদেব পূজনীয় অধ্যাপক চাণক্যের।
নিপুণক। (সহাস্যে) তাহলে বামুন ঠাকুর! এ যে আমার ধর্মভাইয়ের বাড়ী!

দাও, আমায় ছেড়ে দাও। বাড়ীতে ঢুকে আমার এই যমপটখানা দেখিয়ে তোমার অধ্যাপক মশাইকে কিছু ধর্মের কথা শুনিয়ে যাই!

শার্ঙ্গরব। (ক্রোধ অভিনয় ক'রে) ধিক্, ধিক্ মূর্খ! আমাদের অধ্যাপকের চেয়েও তুমি বেশী ধর্মজ্ঞ? তোমার সাহস তো কম নয়? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা?

নিপুণক। আহা, হা, চটে যাচ্ছো কেন? চটে যাচ্ছো কেন? সকল লোকেই সকল কথা জানে? এই ধর, কোনও কোনও বিষয় তোমার অধ্যাপক ভালো জানেন, আবার আমার মত লোকেরাও কোনও কোনও বিষয় ভালই জানে।

শার্ঙ্গরব। মূর্খ! তুমি বোঝাতে চাইছো, আমাদের অধ্যাপক সর্বজ্ঞ নন, তাই না?

নিপুণক। ওহে ব্রাহ্মণ! তুমি তো দেখছি তোমার অধ্যাপক মশাইকে একেবারে সর্বজ্ঞ ঠাউরে বসে আছ! তাহ'লে একবার জিজ্ঞেস করে আসো দেখি চন্দ্রকে কে চায় না? দেখি, তিনি জানেন কিনা?

শার্ঙ্গরব। একেবারে মহা পণ্ডিত দেখতে পাচ্ছি! আরে মূর্খ! এটা জানায় বা না জানায় ক্ষতিবৃদ্ধি কি আছে হে?

নিপুণক। তোমার অধ্যাপককেই জিজ্ঞেস করো না গিয়ে এতে কি হয়, বা না হয়। তোমার বুদ্ধি সরল কিনা তাই এই টুকুই মাত্র জানো যে, পদ্মেরা চন্দ্রকে চায় না। কিন্তু মনে রেখ, পদ্ম মনোহর বটে কিন্তু তাদের আকৃতির সঙ্গে স্বভাবের মিল নেই। তাই পূর্ণিমার চাঁদের প্রতিও তাদের বিরাগ।

চাণক্য। (স্বগত, অদূরে) "আমি চন্দ্রগুপ্তের প্রতি বিরক্ত লোকদের জানি," লোকটি এই কথাটাই বলতে চাইছে।

শার্ঙ্গরব। মূর্খ! এ সব বাজে বকছো কেন?

নিপুণক। আরে বামনা, আমার কথা বাজে, না কাজের তা—বুঝবার লোক চাইতো?

চাণক্য। ভদ্র এসো, এদিকে এসো। বুঝবার লোক এখানে আছে।

নিপুণক। (নিকটে এসে) প্রণাম, আর্য প্রণাম।

[প্রণাম অভিনয়]

[শার্ঙ্গরবের প্রস্থান]

চাণক্য। (স্বগত) একি! এ যে নিপুণক! একেইত পাঠিয়েছিলাম প্রজাদের মনোবৃত্তি জানবার উদ্দেশ্য নিয়ে। (প্রকাশ্যে) ভদ্র! তোমার পথে কোনও কষ্ট হয় নি ত? বস—বস।

নিপুণক। (উপবেশন ক'রে) আর্য! আপনার আশীর্বাদে কোনই কষ্ট হয় নি।

চাণক্য। ভদ্র! তোমাকে যে জন্যে পাঠিয়েছিলাম, এখন সেই সংবাদ বল। প্রজাবর্গ চন্দ্রগুপ্তের প্রতি অনুরক্ত আছে তো?

নিপুণক। আর্য, সমস্ত সংবাদই শুভ। প্রজাবর্গের বিরাগের কারণ আপনার হস্তক্ষেপে বিদূরিত হবার পর তা'রা সকলেই এখন প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের প্রতি গাঢ় অনুরক্ত হয়েছে। কিন্তু তিনটি লোক চন্দ্রগুপ্তের প্রতি বিরাগ, গোড়া থেকেই মহামাত্য রাক্ষসের সঙ্গে তাদের প্রণয় লক্ষ্য ক'রে আসছি।

চাণক্য। (সক্রোধে) ভদ্র! তুমি তাদের নাম জান? নিশ্চয়ই তা'রা বেঁচে থাকতে চাইছে না?

নিপুণক। আর্য! নাম না জানলে তাদের কথা বললাম কি ভাবে?

চাণক্য। বলো, বলো তাদের পরিচয়। আমি চিনে রাখতে চাই এদের।

নিপুণক। তা হ'লে শুনুন, আর্য। এদের মধ্যে একজন হচ্ছে বৌদ্ধসন্ন্যাসী জীবসিদ্ধি। সে আপনার শত্রুপক্ষের প্রতি একান্ত অনুরক্ত।

চাণক্য। (সহর্ষ স্বগত) ক্ষপণক আমার শত্রুপক্ষে দৃঢ় অনুরক্ত! (প্রকাশ্যে) —হ্যাঁ, ক্ষপণক। হাঃ হাঃ হাঃ।...আচ্ছা তারপর—বলো ব'লে যাও।

নিপুণক। এই জীবসিদ্ধি বেটাই অমাত্য রাক্ষসের প্রেরিত সেই বিষকন্যাটিকে মহারাজ পর্বতেশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়ে দিয়েছিল।

চাণক্য। (স্বগত) এই জীবসিদ্ধি ত আমাদেরই গুপ্তচর! (প্রকাশ্যে) ভদ্র! অপর কে?

নিপুণক। আর্য! অপর একজন হচ্ছে শকটদাস, অমাত্য রাক্ষসের কায়স্থকুলোদ্ভব প্রিয় সুহৃদ্।

চাণক্য। (সহাস্যে স্বগত) শকটদাস, এতো ক্ষুদ্র বিষয়। তথাপি, সামান্য শত্রুকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। তাই, আমি তার কাছে সিদ্ধার্থককে রেখে

দিয়েছি। (প্রকাশ্যে) ভদ্র! দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা ত শুনলাম, এবার তৃতীয়টি কে শুনি?

নিপুণক। (সহাস্যে) তৃতীয় ব্যক্তিটিও পুষ্পপুর নিবাসী, মণিকার চন্দনদাস —মহামাত্য রাক্ষসের সঙ্গে একেবারে অভিন্ন-হৃদয়। এরই বাড়ীতে রাক্ষস আপন ভার্যাকে রেখে নিজে নগর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গিয়েছেন।

চাণক্য। (স্বগত) চন্দনদাস যে রাক্ষসের পরম বন্ধু তাতে আর সন্দেহের অবকাশ দেখছি না। নিজের একান্ত বিশ্বস্ত না হ'লে রাক্ষস নিশ্চয়ই আপন ভার্যাকে তাঁর কাছে গচ্ছিত রেখে যেতেন না। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, ভদ্র! রাক্ষস আপন ভার্যাকে চন্দনদাসের বাড়ীতে রেখে গেছেন, কথাটা তুমি জানলে কি ভাবে?

নিপুণক। আর্য! আপনি প্রমাণ চাইছেন? প্রমাণ? এই অঙ্গুরীমুদ্রাই তার প্রমাণ। [অঙ্গুরীমুদ্রা চাণক্যের হাতে অর্পণ]

চাণক্য। [মুদ্রাটি গ্রহণ ক'রে রাক্ষসের নাম পাঠ করলেন] হ্যাঁ···মহামাত্য রাক্ষসের অঙ্গুরীমুদ্রাই বটে! (সহর্ষ স্বগত) তাহলে এখন নিশ্চয়ই বলা যায়, রাক্ষস আমাদের হস্তগতই হয়ে গেছেন! (প্রকাশ্যে) ভদ্র! এই মুদ্রাটির প্রাপ্তি রহস্যটি জানতে চাইছি।

নিপুণক। আর্য! তাহ'লে বলছি, শুনুন। আপনার বোধ হয় মনে আছে, পুরবাসিবর্গের মনের ভাব জানবার জন্য আপনি আমাকে নিযুক্ত করেছিলেন। আমি সেই কার্যভার গ্রহণ ক'রে এই যমপটখানি হাতে ক'রে বাড়ী বাড়ী ঘুরে গান গাইতে থাকি। এবং এ ভাবেই একদিন ছদ্মবেশে মণিকার চন্দনদাসের বাড়ী প্রবেশ করি।

চাণক্য। বাঃ, তারপর? তারপর?

নিপুণক। তারপর, একটা পর্দার ভেতর থেকে অত্যন্ত সুন্দর চেহারার বছর পাঁচেক বয়সের একটি ছেলে বেরিয়ে আসছিল। আনন্দে ও কৌতূহলে শিশুটির নয়নযুগল বিহ্বল। ঠিক সেই সময়ই পর্দার ভিতরে শুনলাম কোলাহল উঠেছে—"হায়! হায়! বেরিয়ে গেল, বেরিয়ে গেল!" যেন একটা আতঙ্ক, একটা আশঙ্কায় তা'রা বিহ্বল হয়ে পড়েছে! ঠিক সেই মুহূর্তেই একটি স্ত্রীলোক বাইরে সামান্য একটু মুখ বার ক'রে ধমক দিয়ে ছেলেটিকে ধরে ফেলল। ব্যস্ততা-বশতঃ স্ত্রীলোকটির হাতের আঙুল থেকে তার অজ্ঞাতেই

এই অঙ্গুরীমুদ্রাটি খুলে দেওয়ালের কাছে পড়ে যায়, তারপর গড়িয়ে এসে আমার ঠিক পায়ের কাছে এসে থামে। আমিও মুদ্রাটি মহামাত্য রাক্ষসের নামাঙ্কিত দেখে সযত্নে আপনার চরণ-সমীপে নিয়ে এসেছি।

চাণক্য। ভদ্র! তোমার মঙ্গল হোক। অচিরকাল মধ্যেই তোমার এই পরিশ্রমের পুরস্কার লাভ করবে।

নিপুণক। আর্য! যাহা আদেশ করেন [প্রস্থান]

চাণক্য। শার্ঙ্গরব। শার্ঙ্গরব।

[শার্ঙ্গরবের প্রবেশ]

শার্ঙ্গরব। গুরুদেব। আদেশ করুন।

চাণক্য। বৎস, কাগজ ও দোয়াত-কলম আন।

[শার্ঙ্গরব কাগজ ও দোয়াত কলম আনিল]

চাণক্য। (কাগজ ও দোয়াত কলম গ্রহণ ক'রে স্বগত) হুঁ! এই পত্র দিয়েই রাক্ষসকে জয় করতে হবে।

[শোনোত্তরার প্রবেশ]

প্রতীহারী শোনোত্তরা। আর্য! জয় হোক।

চাণক্য। (সানন্দে স্বগত) চমৎকার এই "জয়" শব্দটি। অবশ্যই জয় করতে হবে। (প্রকাশ্যে) শোনোত্তরে! তোমার বিশেষ দরকার আছে কিছু?

শোনোত্তরা। আর্য! মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত আপনাকে করজোড়ে নিবেদন করেছেন, আপনার অনুমতি পেলে তিনি মহারাজ পর্বতেশ্বরের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করবেন এবং পর্বতেশ্বরের অলঙ্কারগুলি ব্রাহ্মণগণকে দান করবেন।

চাণক্য। (সানন্দে স্বগত) বেশ! বেশ! চন্দ্রগুপ্ত। আমার মনের ইচ্ছেটিই তুমি ধরতে পেরেছ।

(প্রকাশ্যে) শোনোত্তরে! তুমি চন্দ্রগুপ্তকে বলগে "গুরুদেব, আপনাকে আশীর্বাদ ক'রে বলেছেন, আপনি লোকাচার বিষয়ে সত্যই অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছেন, সুতরাং ইচ্ছানুসারে কার্য করুন। কিন্তু পর্বতেশ্বরের অলঙ্কারগুলি উৎকৃষ্ট, সুতরাং উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণকেই তা দেওয়া উচিত। তাই গুরুদেব নিজেই উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ নির্বাচিত ক'রে আপনার কাছে তিনি পাঠিয়ে দিচ্ছেন।"

শোনোত্তরা। আর্য। আপনার আদেশ শিরোধার্য। [প্রস্থান]

চাণক্য। শার্ঙ্গরব। তুমি বিশ্ববসুদের তিন ভাইকে বলে এসো—"আপনারা

চন্দ্রগুপ্তের নিকট থেকে অলঙ্কারগুলি গ্রহণ ক'রে গুরুদেবের সঙ্গে এসে দেখা করুন।"

শার্ঙ্গরব। গুরুদেব। এখনই ব'লে আসছি। [প্রস্থান]

চাণক্য। (স্বগত) এইটিই হবে পত্রের উপসংহার, কিন্তু আরম্ভটা—আরম্ভটা কি হবে? (চিন্তা করিয়া) ওঃ। মনে পড়েছে। আমার গুপ্তচররা খবর দিয়েছে না—ম্লেচ্ছসৈন্যদের মধ্যে প্রধান পাঁচ জন রাজা অমাত্য রাক্ষসের একান্ত অনুগত, যেমন কুলুতরাজ চিত্রবর্মা, পুরুষ-শ্রেষ্ঠ মলয়রাজ সিংহনাদ, কাশ্মীররাজ পুষ্করাক্ষ, শত্রুদমন সিন্ধুরাজ সিন্ধুষেণ এবং বিশাল অশ্বারোহী সৈন্যের অধিপতি পারস্যরাজ। এদের নামই পত্রে লিখে ফেলব, যমরাজ সমর্থ হনতো এঁদের বাঁচান।···(পুনরায় চিন্তা করিয়া) না না, আগে এসব লিখব না। এ পত্র আগে গোপন রাখাই ভাল (প্রকাশ্যে) শার্ঙ্গরব। শার্ঙ্গরব।

শার্ঙ্গরব। গুরুদেব! আদেশ করুন!

চাণক্য। বৎস! বেদবিৎ ব্রাহ্মণের হস্তাক্ষর সযত্নে লিখিত হ'লেও স্বভাবতঃই অস্পষ্ট হয়ে থাকে। সুতরাং সিদ্ধার্থকের কাছে যাও। তাকে বল···(কানে কানে ফিস্ ফিস্ ক'রে কিছু ব'লে) কোনও লোক নিজে অন্য কোনও লোকের কাছে এই পত্রখানি পাঠ করবে, সুতরাং কোনও শিরোনাম না দিয়ে শকটদাসকে দিয়ে পত্রখানা লিখিয়ে নিয়ে সিদ্ধার্থক যেন আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়।···কিন্তু দেখবে, সিদ্ধার্থক যেন এমন কথা ব'লে না বসে যে, চাণক্য এই পত্র লেখাচ্ছেন।

শার্ঙ্গরব। অধ্যাপক মশাই যা আদেশ করেন।

[প্রস্থান]

চাণক্য। (স্বগত) তাহ'লে মলয়কেতুকেও জয় করলাম।

[চিন্তার অভিনয় ক'রে চাণক্যের মঞ্চোপরি পায়চারি]

[পত্র হস্তে সিদ্ধার্থকের প্রবেশ]

সিদ্ধার্থক। আর্যের জয় হোক। আর্য! এই সেই শকটদাসের নিজের হাতে লেখা পত্র।

চাণক্য। (পত্র গ্রহণ ক'রে পাঠ আরম্ভ করার অভিনয় ক'রে) বাঃ। চমৎকার হস্তাক্ষর তো! (পত্রখানি আগা গোড়া পাঠের অভিনয় করে) শোন! সিদ্ধার্থক, এই পত্রখানার উপর এই সীলটি মেরে দাও।

সিদ্ধার্থক। (সীলটি মেরে) আর্য! পত্রে সীলটি মেরেছি, আর কি করতে হবে আদেশ করুন।

চাণক্য। ভদ্র! অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে সঙ্গোপনে একটা কাজ তোমাকে করতে হবে।

সিদ্ধার্থক। (আনন্দ প্রকাশ ক'রে) আর্য! কৃতার্থ হ'লাম। আপনি আদেশ করুন, এই দাস আপনার কি কার্য সম্পন্ন করবে?

চাণক্য। তুমি প্রথমে বধ্যভূমিতে গিয়ে কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করবে, তারপর চোখের ইসারায় জল্লাদদের সঙ্কেত বুঝিয়ে দেবে। জল্লাদগণ সঙ্কেত বুঝে কৃত্রিম ভয়ে ইতস্ততঃ পালিয়ে গেলে তুমি শকটদাসকে বধ্যভূমি থেকে নিয়ে গিয়ে একেবারে রাক্ষসের নিকট উপস্থিত করবে। বন্ধুর প্রাণ রক্ষা করায় রাক্ষস অত্যন্ত সন্তুষ্ট হবেন এবং তোমাকে নিশ্চয়ই পারিতোষিক দেবেন। তুমি সেই পুরস্কার খুব আনন্দের সহিত গ্রহণ করে কিছুকাল রাক্ষসেরই সেবা করবে। তারপর শত্রুগণ নিকটবর্তী হলে এই কাজটি তোমাকে করতে হবে (কানের কাছে মুখ নিয়ে)…বুঝলে, ঠিক এভাবে এভাবে।

সিদ্ধার্থক। আর্য! বিশ্বস্ততার সঙ্গে এই কর্তব্য পালনের ভার নিচ্ছি।

চাণক্য। শার্ঙ্গরব! শার্ঙ্গরব! [শার্ঙ্গরবের প্রবেশ]

শার্ঙ্গরব। গুরুদেব! আদেশ করুন।

চাণক্য। কালপাশিক ও দণ্ডপাশিককে বল, মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত আদেশ দিয়েছেন, জীবসিদ্ধি নামে যে বৌদ্ধসন্ন্যাসী রাক্ষসের গোপন নির্দেশে বিষকন্যা দ্বারা পর্বতেশ্বর বিশ্বকেতুকে হত্যা করিয়েছে, তার এই অপরাধের কথা ঘোষণা ক'রে তাকে রাজধানী থেকে বহিষ্কৃত করা হোক।

শার্ঙ্গরব। গুরুদেব! যা আজ্ঞা করেন। [প্রস্থানের উপক্রম]

চাণক্য। দাঁড়াও, দাঁড়াও বৎস! আরও একটা কথা আছে। ঐ শকটদাসও রাক্ষসের গোপন নির্দেশে সর্বদাই আমাকে হত্যা করবার চেষ্টা করছে। তার এই অপরাধও ঘোষণা ক'রে তাকে শূলে দাও, এবং তার পরিজনদের কারাগারে আবদ্ধ কর।

শার্ঙ্গরব। আজ্ঞে, ঠিক তাই করছি। [প্রস্থান]

চাণক্য। (চিন্তার অভিনয় ক'রে স্বগত)…দুরাত্মা রাক্ষসকে ধরতে পারব কি?

সিদ্ধার্থক। আর্য! ধরতে পেরেছি।

চাণক্য। (স্বগত) ভাল, রাক্ষসকে ধরতে পারা যাবে। (প্রকাশ্যে) ভদ্র! তুমি কি ধরতে পেরেছ বল্লে?

সিদ্ধার্থক। আপনি যা আদেশ করেছেন সেটা ধরতে পেরেছি। তাহলে, আর্য! আমি যেতে পারি কি?

চাণক্য। (রাক্ষসের অঙ্গুরীমুদ্রা দ্বারা ছাপ মারা পত্র সিদ্ধার্থকের হস্তে সমর্পণ করে) ভদ্র! যাও, তোমার কার্যসিদ্ধি হোক।

সিদ্ধার্থক। আর্য! যথা আজ্ঞা। [পদধূলি গ্রহণ ও প্রস্থান]

[পুনরায় চিন্তার অভিনয় ক'রে চাণক্যের মঞ্চের উপর পায়চারি]

[শার্ঙ্গরবের প্রবেশ]

শার্ঙ্গরব। গুরুদেব! কালপাশিক ও দণ্ডপাশিক আপনাকে জানিয়েছে, মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের আদেশ তারা পালন করছে।

চাণক্য। শুভ সংবাদ, বৎস! শুভ সংবাদ।...হ্যাঁ, এখন আর একটা কাজ তোমায় করতে হবে। মণিকার বণিক চন্দনদাসকে তোমাকে এখানে নিয়ে আসতে হবে।

শার্ঙ্গরব। আচ্ছা, নিয়ে আসছি। (প্রস্থান ও একটু পরে পুনরায় চন্দন-দাসের সঙ্গে প্রবেশ)। ...এই যে বণিকপ্রবর! এই পথে, এই পথে এসো।

চন্দনদাস। (স্বগত) চাণক্য যাঁর উপর নির্দয়, হঠাৎ তাঁর ডাক পড়লে অপরাধী না হলেও তাঁর আশঙ্কা বেড়ে যায়।...আমি তো অপরাধী। আমার আর বলবার কি আছে? আর চাণক্যের কাছ থেকে আমার যে ডাক পড়বে তাতো একরকম জানাই ছিল! ভাগ্যিস্, ধনসেন প্রভৃতি বণিকদের আগে বলে দিয়েছিলাম প্রভু রাক্ষসের পরিজনদের রক্ষা করতে! আমার ভাগ্যে যা আছে, হোক।

শার্ঙ্গরব। ওহে বণিক! এই পথে, এই পথে এসো!

চন্দনদাস। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসছি, আসছি।

[দুই জনেই পাদক্ষেপ ক'রে চাণক্যের নিকটে গিয়ে]

শার্ঙ্গরব। গুরুদেব! এই যে বণিকপ্রবর চন্দনদাস।

চন্দনদাস। (নিকটে গিয়ে) আর্যের জয় হোক।

চাণক্য। [অভিনয়ের ধরনে দৃষ্টিপাত ক'রে] বণিকপ্রবর চন্দনদাস? বণিক-

প্রবর! আপনার পথে কোনও কষ্ট হয় নিত? এই যে আসন, এখানে বসুন।
(নিজের পাশের আসনখানা দেখিয়ে দিলেন)

চন্দনদাস। (প্রণাম ক'রে) আর্য! আপনি তো জানেন, আমার মত অযোগ্যের ঐ আসনে উপবেশন করাটা মোটেই শোভা পায় না। আমার উপযুক্ত এই মাটি, আমি মাটিতেই বসছি।

চাণক্য। না, না বণিকপ্রবর! তা কি হয়? আপনার আসনও আমারই মত। সুতরাং এই আসনেই আপনি বসুন।

চন্দনদাস। (স্বগত) বোধ হয় ইনি আমার কোনও দোষ লক্ষ্য ক'রে থাকবেন। (প্রকাশ্যে) আর্যের আদেশই পালন করছি। [আসনে উপবেশন]

চাণক্য। বণিকপ্রবর চন্দনদাস! আপনাদের ব্যবসায়ে যথোপযুক্ত মুনাফা হচ্ছে তো?

চন্দনদাস। (স্বগত) এই গুরুতর আদরের আশঙ্কা করতে হয়। (প্রকাশ্যে) হঁা, আপনার আশীর্বাদে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ভালই চলছে।

চাণক্য। আচ্ছা, বণিকপ্রবর! চন্দ্রগুপ্তের ক্রটিবিচ্যুতিগুলি প্রজাদের অসন্তোষের কারণ হয়ে উঠছেনা ত? তারা প্রাচীন রাজাদের গুণ স্মরণ ক'রে আক্ষেপ করছেনা ত?

চন্দনদাস। [কানে হাত চাপা দিয়ে] ও রকম কথা বলবেন না, ও রকম কথা বলবেন না। চন্দ্রগুপ্ত শারদীয়া রাত্রির পূর্ণচন্দ্র, তাঁ'র রাজ্যে অসন্তোষ, আক্ষেপ? ও রকম কথা বলবেন না, বলবেন না, আর্য!

চাণক্য। বণিকপ্রবর! আপনার কথা যদি সত্যই হয়ে থাকে, তাহলে রাজাও সন্তুষ্ট প্রজাবর্গের নিকট থেকে উপযুক্ত প্রতিদান লাভ করতে চান।

চন্দনদাস। আর্য! আদেশ করুন। এই সেবকের কাছ থেকে কি পরিমাণ, কি প্রকার প্রতিদান লাভ করতে চান। আমি মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের কোষাগার বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে প্রস্তুত।

চাণক্য। বণিক প্রবর! এটা চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য, নন্দের নয়। অর্থলোলুপ নন্দ আপন কোষাগার বৃদ্ধিতেই কেবল আনন্দ লাভ করত। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের ধনবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা নেই, আপনাদের কোনও প্রকার কষ্ট না হ'লেই রাজ্যশাসকরূপে তিনি আনন্দিত হবেন।

চন্দনদাস। (আনন্দের সঙ্গে) আর্য! কৃতার্থ হ'লাম।

চাণক্য। বণিক প্রবর! আমি আশা করেছিলাম, আপনি জিজ্ঞাসা করবেন প্রজাদের কষ্ট না হওয়াটা কি।

চন্দনদাস। আর্য! হ্যাঁ, সেটা অবশ্যই জানতে চাইছি।

চাণক্য। রাজার স্বার্থের প্রতিকূলতা না করলেই প্রজাদের কোনও কষ্টের কারণ উপস্থিত হয়না। সেটাই আপনাকে মনে রাখতে বলছি।

চন্দনদাস। আর্য! এ রাজ্যে এমন কোনও পাপী আছে কি, যে রাজার বিরুদ্ধে?

চাণক্য। বণিকপ্রবর! সে কথাটি যদি সত্যই জানতে চান তাহ'লে শুনুন—আপনি সকলের প্রথম।

চন্দনদাস। (কাণে হাত চাপা দিয়ে, জিভ্ দাঁতে কেটে) ছিঃ ছিঃ ছিঃ···ও কথা বলবেন না, আর্য, ও কথা বলবেন না। আগুনের সঙ্গে তৃণের বিরোধ? তা কি হয়?

চাণক্য। আপনি কিভাবে এই বিরোধ সৃষ্টি করেছেন, একবার দেখুন। আপনি এখনও রাজার অমঙ্গলকামী মন্ত্রী রাক্ষসের পরিজনবর্গকে স্বগৃহে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন।

চন্দনদাস। আর্য! নিশ্চয়ই কোনও দুরভিসন্ধিপরায়ণ দুর্জন আপনার নিকট এই মিথ্যা কথাটা জানিয়ে গিয়েছে।

চাণক্য। বণিক প্রবর! আপনি কোনও আশঙ্কা করবেন না। কারণ আমি জানি, পূর্ববর্তী রাজপুরুষগণ ভীত হ'য়ে পুরবাসীদের সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক রকম জোর করেই তাদের ঘরে পরিজনদের গচ্ছিত রেখে নিজেরা স্থানান্তরে চলে গিয়েছেন। এখন, পুরবাসীরা যদি এই পরিজনদের কথা গোপন রাখেন একমাত্র তাহ'লেই তাদের অপরাধ হ'তে পারে, তা না হ'লে অপরাধ হবে কেন?

চন্দনদাস। হ্যাঁ, সত্য। অমাত্য রাক্ষসের পরিজনগণ সে সময় আমার ঘরে ছিল বটে।

চাণক্য। (মৃদু হাস্যে) বেশ বণিকপ্রবর! প্রথম বল্লেন 'মিথ্যা', এখন বলছেন 'ছিল'—কথা দুইটি একেবারে উল্টোপাল্টা নয় কি?

চন্দনদাস। স্বীকার করছি আর্য! আমার কথায় কিছুটা অসামঞ্জস্য ঘটেছে।

চাণক্য। বণিক! চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে শঠতার স্থান নেই। সুতরাং আপনি রাক্ষসের পরিজনবর্গকে অর্পণ ক'রে স্বয়ং দোষমুক্ত হউন।

চন্দনদাস। আর্য! রাক্ষসের পরিজনবর্গ এক সময়ে আমার ঘরে ছিল, আমি স্বীকার করছি। কিন্তু এখন তারা নেই।

চাণক্য। এখন তা'রা কোথায় গিয়েছে?

চন্দনদাস। জানিনা।

চাণক্য। (মৃদু হেসে) আপনি জানেন না, কেমন? বণিকপ্রবর! ভয় একেবারে কাছে, কিন্তু সে ভয়ের প্রতীকার অনেক দূরে, কথাটা একবার ভেবে দেখবেন কি?

চন্দনদাস। (স্বগত) আকাশে দেখছি বর্ষণশীল মেঘ, অথচ প্রিয়তমা রয়েছে অনেক দূরে। আর এদিকে, মাথার উপরে আরোহণ করেছে দংশনোদ্যত সর্প কিন্তু বিষ দূরীকরণের ওষধি রয়েছে হিমালয়ে। এ কি হ'ল? এ কি হ'ল?

চাণক্য। হ্যাঁ, বণিক প্রবর! আরও একটা কথা ভেবে দেখবেন। চাণক্য যেমন নন্দবংশের উচ্ছেদ করেছেন, মন্ত্রীরাক্ষসও তেমনি চন্দ্রগুপ্তের উচ্ছেদ করবেন, এ রকম ভাববেন না। মনে রাখবেন—মহাপদ্মনন্দের জীবিতকালে চঞ্চলা রাজলক্ষ্মীকে স্থির রাখতে পারেন নি এমন কি বক্রনাস প্রভৃতি মন্ত্রিগণও। অথচ তাঁদের মত পরাক্রান্ত এবং নীতিজ্ঞ মন্ত্রী আর দেখেছেন কি? সেই রাজলক্ষ্মী এখন চন্দ্রগুপ্তকে আশ্রয় করেছেন। কা'র সাধ্য চন্দ্র থেকে চন্দ্রিকাকে বিচ্ছিন্ন করে?

চন্দনদাস। (স্বগত) পণ্ডিত! ফলের সঙ্গে মিলে গেছে, তাই তোমার এই আত্মশ্লাঘা শোভা পাচ্ছে!

[নেপথ্যে রাজপথ থেকে লোক সরিয়ে দেবার কোলাহল]

চাণক্য। শার্ঙ্গরব! জেনে আসোত ব্যাপারটা কি।

শার্ঙ্গরব। গুরুদেব! এই যাচ্ছি। [প্রস্থান ও অল্পক্ষণ মধ্যে পুনঃ প্রবেশ] গুরুদেব! নগররক্ষকেরা রাজদ্রোহী বৌদ্ধসন্ন্যাসী জীবসিদ্ধিকে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের আদেশে বহিষ্কৃত ক'রে দিচ্ছে।

চাণক্য। হায়! ক্ষপণক! যাক্, বেটা রাজদ্রোহিতার ফল অনুভব করুক। বণিক চন্দনদাস! দেখুন, রাজদ্রোহী হ'লে রাজা এরূপ তীব্র দণ্ডাদেশই দিয়ে থাকেন। তাই...বলছিলাম, হিতকারী এই বন্ধুর বাক্য রক্ষা করুন, রাক্ষসের পরিজনবর্গকে সমর্পণ ক'রে চিরদিন রাজানুগ্রহ ভোগ করুন।

চন্দনদাস। আমার গৃহে মন্ত্রী রাক্ষসের পরিজনবর্গ নেই।

[নেপথ্যে পুনরায় কোলাহল]

চাণক্য। শার্ঙ্গরব! দেখে আসোত আবার এই কোলাহল কেন?

শার্ঙ্গরব। আচ্ছা যাচ্ছি, গুরুদেব। (প্রস্থান ও ক্ষণকাল পরে পুনঃ প্রবেশ) এও রাজদ্রোহী শকটদাসকে মহারাজের আদেশে শূলে দেবার জন্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

চাণক্য। শকটদাস? হতভাগা আপন কর্মফল ভোগ করুক। বণিক-প্রবর! রাজদ্রোহীদের প্রতি এই রাজা এরূপ তীব্র দণ্ডাদেশই দিয়ে থাকেন। আপনাকে এখনও বলছি আপনি সাবধান হোন। রাক্ষসের স্ত্রীকে আপনি গোপন করেছেন, রাজা কিছুতেই এটা সহ্য করবেন না। সুতরাং আর অনাবশ্যক বিলম্ব না ক'রে আপনি রাক্ষসের স্ত্রীকে সমর্পণ করুন, নিজের স্ত্রী ও জীবন রক্ষা করুন।

চন্দনদাস। আর্য! আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন কেন? মন্ত্রী রাক্ষসের স্ত্রী আমার ঘরে থাকলেও আমি তাঁকে সমর্পণ করতাম না। কিন্তু এখন ত নেইই, সমর্পণ করব কাকে?

চাণক্য। (সক্রোধে) চন্দনদাস...বণিক! এই কি তোমার প্রতিজ্ঞা?

চন্দনদাস। অবশ্যই। এই-ই আমার স্থির প্রতিজ্ঞা।

চাণক্য। (স্বগত) সাধু চন্দনদাস! সাধু! তুমি যদি আজ রাক্ষসের স্ত্রীকে সমর্পণ করতে তাহ'লে তোমার অর্থলাভ অনায়াস সাধ্য হত, আর সমর্পণ না করলে এখন তোমার যাতনার অবধি থাকবেনা। অথচ তুমি সমর্পণ করতে চাইছো না। আশ্চর্য! সেই পুরাকালের শিবি রাজা ভিন্ন এখন কোন্ ব্যক্তি এরূপ দুষ্কর কার্য করতে পারে, বা করতে চায়?

(প্রকাশ্যে) চন্দনদাস! এটাই কি তোমার স্থির প্রতিজ্ঞা?

চন্দনদাস। আমার প্রতিজ্ঞার একটুও নড়চড় নেই, মন্ত্রী চাণক্য।

চাণক্য। (সক্রোধে) দুরাত্মা! দুষ্ট বণিক! তবে রাজদ্রোহিতার ফল ভোগ কর্!

চন্দনদাস। (বাহু যুগল প্রসারিত ক'রে) আমিও প্রস্তুত হয়ে আছি, মন্ত্রী চাণক্য। আপনি আপনার পদের বাহাদুরি দেখাতে পারেন।

চাণক্য। (সক্রোধে) শার্ঙ্গরব! আমার আদেশ—কালপাশিক ও দণ্ড-পাশিককে বলো, সত্বর এই দুষ্ট বণিকের দণ্ড বিধান করুক। না থাক্,

দুর্গপাল ও বিজয়পালকে বলো, এর ঘরের সমস্ত উৎকৃষ্ট ধন ক্রোক ক'রে স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে একে বেঁধে আটক রাখুক। চন্দ্রগুপ্তকে আমিই বলছি, রাজা স্বয়ং এর সর্বস্বনাশক ও প্রাণনাশক দণ্ডের আদেশ করবেন।

শার্ঙ্গরব। গুরুদেব! যথা আজ্ঞা। [বণিকের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে] বণিক! আর এখানে নয়, চলো, আমার সঙ্গে চলো।

চন্দনদাস। (আসন ত্যাগ ক'রে) মন্ত্রী চাণক্য! তাহ'লে আসছি। (স্বগত) ভাগ্যবশতঃ বন্ধুর জন্যেই আমাকে আজ মৃত্যু বরণ করতে হচ্ছে। স্বকৃত কর্মদোষে নয়। [শার্ঙ্গরবের সঙ্গে প্রস্থান]

চাণক্য। (আনন্দের সঙ্গে) বেশ! তাহ'লে রাক্ষস হস্তগত হ'ল। কারণ, এই বন্ধুবৎসল চন্দনদাস রাক্ষসের বিপদে যেমন স্বীয় প্রাণ বিসর্জনে উদ্যত হয়েছে, রাক্ষসের কাছেও তেমনি এর প্রাণ নিশ্চয়ই প্রিয় হবে।

[নেপথ্যে পুনরায় কোলাহল]

চাণক্য। শার্ঙ্গরব! শার্ঙ্গরব! [শার্ঙ্গরবের প্রবেশ]

শার্ঙ্গরব। গুরুদেব, আদেশ করুন।

চাণক্য। পুনরায় এ কোলাহল কীসের? জেনে আসো তো।

শার্ঙ্গরব। [প্রস্থান ও ব্যতিব্যস্ত অবস্থায় পুনঃ প্রবেশ] গুরুদেব! শকটদাসকে শূলে দেওয়া হচ্ছিল, ঠিক এমনি সময় সিদ্ধার্থক তাকে বধ্যস্থান থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে চলে গেল।

চাণক্য। (স্বগত) ভাল, সিদ্ধার্থক! তাহ'লে তুমি কাজ আরম্ভ করেছ। (প্রকাশ্যে) জোর করেই কি নিয়ে গেল? (সক্রোধে) বৎস! তাহ'লে এক্ষুণি ভাগুরায়ণকে বল, শীগগির ওকে ধরে ফেলুক।

শার্ঙ্গরব। [প্রস্থান ক'রে এবং বিষাদের সঙ্গে পুনঃপ্রবেশ ক'রে] গুরুদেব! বড়ই দুঃখের বিষয়, ভাগুরায়ণও পালিয়েছে।

চাণক্য। (স্বগত) কার্যসিদ্ধ হোক। (প্রকাশ্যে সক্রোধে) বৎস! দুঃখ কোরো না, এখনই গিয়ে ভদ্রভট, পুরুষদত্ত, বলগুপ্ত, রাজসেন, রোহিতাক্ষ এবং বিজয়বর্মাকে বল কালমাত্র বিলম্ব না ক'রে তা'রা যেন ভাগুরায়ণকে গ্রেপ্তার করে।

শার্ঙ্গরব। গুরুদেব, যথা আজ্ঞা। [প্রস্থান ও বিষাদের সঙ্গে পুনঃপ্রবেশ] গুরুদেব! অদ্ভুত একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, রাজপুরুষেরা কেউই

নেই—ভদ্রভট প্রভৃতিও রাত্রি প্রভাত না হ'তেই আগেই চলে গিয়েছে।

চাণক্য। (স্বগত) সকলেরই পথ মঙ্গলময় হোক। (প্রকাশ্যে) বৎস! বিষণ্ণ হোয়ো না। যাদের মনে কোনও বিষয় ছিল তা'রা আগেই গিয়েছে, আর যাদের যাবার ইচ্ছা তারাও উদ্‌যোগী হোক। কিন্তু কার্য সম্পাদনে শত শত সৈন্য অপেক্ষাও যিনি শক্তিমান্‌, নন্দবংস ধ্বংস করায় যাঁ'র শক্তি লোকে প্রত্যক্ষ করেছে তাঁর বুদ্ধি যেন কেবল না যায়।

······এই আমি (শূন্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে) দুরাত্মা ভদ্রভট প্রভৃতিকে আনছি···(স্বগত) দুরাত্মা রাক্ষস! এখন তুমি কোথায় যাবে? তোমাকে বন্য হস্তীর মত আয়ত্তে এনে চন্দ্রগুপ্তের কাজেই তোমায় লাগাবো! হাঃ হাঃ হাঃ··· মন্ত্রী রাক্ষস···হাঃ হাঃ হাঃ।

[সকলের প্রস্থান]

—প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত—

দ্বিতীয় অঙ্ক

বিরাধগুপ্ত, রাক্ষস, প্রিয়ংবদ, জাজলি পুরুষ,
শকটদাস, সিদ্ধার্থক,

[সাপুড়িয়ার বেশে বিরাধগুপ্তের প্রবেশ]

আহিতুণ্ডিক বিরাধগুপ্ত। শোনো পুরবাসি! তোমরা নিশ্চয়ই অনেক সাপখেলা দেখেছো। কিন্তু সাপ নিয়ে যা'রা খেলে, সেই সাপুড়িয়াদের কথা জান কি? তোমরা নিশ্চয়ই মনে করছ, সাপুড়িয়াদের চিনিনা! এই যা'রা ঝাঁপি মাথায় নিয়ে লাউয়ের ভেঁপু বাজিয়ে বাড়ী বাড়ী এসে ঝাঁপি থেকে সাপ বার ক'রে নানান রকমের সাপের খেলা দেখায়, তারাই তো সাপুড়িয়া!···বাঃ চমৎকার জ্ঞান দেখছি তোমাদের।······আসল সাপুড়িয়া কা'রা শুনবে? যারা সাপকে বশ করবার ঔষধ জানে, সত্যমিথ্যার জটপাকিয়ে অনুগ্রহ এবং নিগ্রহ দুরকম কাজই করতে পারে, সাপের মন্ত্র এবং মন্ত্রণা মনে রেখে গোপন রাখতে পারে এবং সর্বোপরি সকল প্রকার সর্পের সঙ্গে মিশে—কোনটার বিষ আছে, আর কোনটার বিষ নেই ভালো করে জেনে শুনে সর্পকুণ্ডলী এঁকে প্রভুর কাছে লিখে জানাতে পারে। তারাই হচ্ছে আসল সাপুড়িয়া।···
(শূন্যে) আর্য! আপনি কি বললেন? আমার পরিচয় জানতে চাইছেন? আমি জীর্ণবিষ নামে এক সামান্য সাপুড়িয়া।···আবার কি বললেন?··· আপনিও সাপ নিয়ে খেলা করতে চাইছেন? কিন্তু আপনার পেশা কি?··· কি বললেন, আপনি রাজকর্মচারী? তাহ'লে আপনিও তো সাপুড়িয়া! কেননা, মন্ত্র-না-জানা সাপুড়িয়া, অঙ্কুশহীন মাহুত এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ অহঙ্কারী রাজকর্মচারী এদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।···(একজন অভিনেতা মঞ্চের দক্ষিণ থেকে বামে চলে যাবেন)···আর্য! আপনি আবার কি বললেন? এই ঝাঁপির ভিতর কি আছে, সেই কথা? এর ভেতরে আছে সর্প—যাদের খেলিয়ে আমি জীবিকানির্বাহ করি।···কি বললেন? আপনি খেলা দেখতে চাইছেন?···কিন্তু এটাতো সাপ খেলাবার জায়গা নয়।···তাহ'লে আসুন,

এই বাড়ীটাতে দেখাবো। ··ওঃ, প্রভু মন্ত্রী রাক্ষসের বাড়ী ? বলতে চাইছেন, আমাদের মত লোকের প্রবেশের অধিকার নেই ?···যাক, আপনি যেতে পারেন, আপনার মত লোকের আমার দরকার নেই।···জীবিকার জন্যে এ বাড়ীতে আমি অবশ্যই প্রবেশ করতে পারি।···আরে এ লোকটাও যে চলে গেল।

[আর একজন অভিনেতা মঞ্চের দক্ষিণ থেকে বামে চলে যাবেন]

···আশ্চর্য চাণক্যের কূটবুদ্ধি ! আরও
আশ্চর্য সেই কূটবুদ্ধিচালিত চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যশ্রী !
···কিন্তু মন্ত্রী রাক্ষসই বা কম কীসে !
অমাত্য রাক্ষস পরিচালিত মলয়কেতুকে দেখে
মনে হচ্ছে, চন্দ্রগুপ্তের এই রাজ্যশ্রীও দীনা—
মলিনা—হতপ্রায়া। আশ্চর্য ! সত্যিই আশ্চর্য !
এঁরাই তো যথার্থ সাপুড়িয়া !
···আচ্ছা দেখি, মন্ত্রী রাক্ষসের সঙ্গে
একবার দেখা করি।

[ধীর পদক্ষেপে কিছুটা অগ্রসর হ'য়ে দণ্ডায়মান]

[চিন্তিত অবস্থায় দ্বারপাল প্রিয়ংবদের সঙ্গে রাক্ষসের প্রবেশ]

রাক্ষস। (বাষ্পাকুল লোচনে) হায় ! হায় ! ওঃ ! অসহ্য, অসহ্য।
অহো ! কি দুর্ভাগ্য আমার !
বিরূপ দৈবের কাছে নন্দবংশ হত প্রাণ আজি !
অতুল্য কৌশল আর অমিত বিক্রমে
শত্রুগণ শান্ত হ'ত যে বিশাল যদুকুল থেকে,
তাদেরই তো সমতুল্য এঁরা। অথচ, রাজলক্ষ্মী সম্পূর্ণ বিমুখ।
অহর্নিশ জাগরণে বিক্ষিপ্ত হয়েছে মোর নীতি-দীপ্ত কূটবুদ্ধি।
কল্পনার তুলি দিয়ে এঁকেছি যে ছবি,
প্রাচীর আশ্রয়হীন সে ছবি আমার শূন্যে বিলীয়মান।
ওঃ ওঃ···কি দুর্ভাগ্য আমার !
রাজভক্তি হইনি বিস্মৃত, বিষয়ের আকর্ষণে হারাইনি কর্তব্যের জ্ঞান,
প্রাণভয়ে হই নাই ভীত, চাহি নি কখনও আমি নিজের গৌরব।

শুধু ভেবেছিনু, স্বর্গগত প্রভু মোর শত্রু বধে লভিবেন প্রীতি
...শুধু,...শুধু সেই হেতু, নীচ, ঘৃণ্য এ দাসত্ব করেছি স্বীকার।
করেছি সঙ্কল্প—সুনিপুণ, কূটনীতি করিব প্রয়োগ।
কিন্তু হায়!...(অশ্রুপাত ও শূন্যে দৃষ্টিক্ষেপ)
ভগবতি! লক্ষ্মীদেবি! তুমি অগুণজ্ঞা।
হে চঞ্চলে! তোমার আনন্দের স্থির উৎস যিনি,
সেই গুণী, পরাক্রমী মহারাজ নন্দকে ত্যজিয়া
আজি কেন ভজিয়াছ তাহার বৈরীকে?
সত্যই কি ভাবিতে হবে চন্দ্রগুপ্তে অনুরক্তা তুমি?
গন্ধ হস্তী মৃত হলে তারই মদধারা সম
মৃত নন্দে কেন তুমি হইলে না লীন?...
হে অকুলীনে! হে পাপিষ্ঠে!
ভজিবার মত কোথাও পাওনি তুমি কুলীন কুমার?
কুলহীন, গোত্রহীন, দাসীপুত্র, মুরার তনয়
চন্দ্রগুপ্তে বরষিলে আপনার প্রীতি ভালোবাসা?
চঞ্চলা রমণী তুমি, তাই তব মন কাশপুষ্প অগ্রভাগ সম,
বুঝিবারে একান্ত অশক্ত—তারতম্য পুরুষের গুণ ও অগুণে।
অয়ি অশিক্ষিতে! বর্বরে! মূঢ়ে!
জেনে রেখো, আমি মন্ত্রী নন্দকুল অনুরক্ত কুটিল রাক্ষস।
নিশ্চয়ই করিব বিনাশ আজিকার নতুন আশ্রয়,
ব্যর্থতার শোকাগ্নিতে তোমা করিব মজ্জিত।

[পুনরায় চিন্তার অভিনয় ক'রে]

হ্যাঁ, যা করেছি সমস্ত নির্ভুল, অতি সুসঙ্গত।
বন্ধুবর চন্দনের ঘরে রাখিয়া এসেছি মোর প্রিয় পরিজন ;
সঙ্গোপনে রাজধানী ত্যজি চলিয়া এসেছি হেথা।
নন্দ-অনুরাগী যাঁরা তাঁরা সবাই জানেন
কুসুমপুর আক্রমণই স্থির লক্ষ্য মোর।
......সুতরাং...নিশ্চয়, নিশ্চয় তাদের উদ্যম কভু হবে না শিথিল।
আর ওদিকে প্রক্ষিপ্ত আছে ধনবশে বশী শকটদাস, ভেদসৃষ্টি পারঙ্গম।

চন্দ্রগুপ্ত লক্ষ্য তা'র অহর্নিশ। আর সখা জীব সিদ্ধি!
শত্রুপক্ষে ঐক্যের বিনাশে সিদ্ধহস্ত অমিত কৌশলী।
......হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ......
প্রিয়পুত্র জ্ঞানে মহারাজ নন্দ যা'রে করেছে পালন
সেই হিংস্র ব্যাঘ্র চন্দ্রগুপ্ত!
মর্ম তার বিদীর্ণ করিব আমি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বাণে,
শুধু দৈব যদি না হয় বিমুখ!

[বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কঞ্চুকী জাজলির প্রবেশ]

জাজলি। (কথঞ্চিৎ তদ্‌গতভাবে) চাণক্যের নীতি আজ মহারাজ নন্দকে বিধ্বস্ত ক'রে কুসুমপুরে প্রতিষ্ঠিত করেছে চন্দ্রগুপ্তকে। ঠিক তেমনি আমার এই বার্ধক্যও সমস্ত বাসনা কামনাকে বিধ্বস্ত ক'রে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে ধর্মকে। আবার মলয়কেতুর মন্ত্রীরূপে রাজসেবার সুযোগ পেয়ে রাক্ষস যেমন আবার চন্দ্রগুপ্তকে জয় করবার চেষ্টা করছেন, অথচ তার শক্তির প্রাবল্য হেতু সেটা পেরে উঠছেন না, আমারও ঠিক তেমনি রাজকুলের সেবায় সুযোগ পেয়ে একটা লোভ সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই লোভ ধর্মকে জয় করতে চাইছে, কিন্তু বার্ধক্যের ধর্মবোধ অতি প্রবল, অতি প্রবল...জয় করতে পারছেনা। (দৃষ্টি নিক্ষেপ করে)...আরে! এ যে মহামাত্য রাক্ষস! (নিকটে গিয়ে) অমাত্য! আপনার মঙ্গল হোক।

রাক্ষস। আর্য! জাজলি! আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। প্রিয়ংবদক! যাও এক্ষুণি যাও, সত্বর মাননীয় এই কঞ্চুকী মহোদয়ের জন্য আসন নিয়ে এসো।

প্রিয়ংবদক। (আসন নির্দেশ করে) এই আসন, আর্য! এখানে উপবেশন করুন।

জাজলি। (অভিনয়ের ধরনে উপবেশন) অমাত্য! কুমার মলয়কেতু আপনাকে নিবেদন করেছেন, আপনি দীর্ঘকাল যথোপযুক্ত শরীর সংস্কারে বিরত রয়েছেন, সে জন্য কুমারের মন খুবই সন্তপ্ত।...কুমার বলেছেন, যদিও প্রভুর গুণ হঠাৎ বিস্মৃত হওয়া যায় না, তথাপি আপনি আমার নিবেদন পালন করতে পারেন। ...(অলঙ্কার সকল প্রদর্শন ক'রে) অমাত্য! কুমার স্বীয় শরীর থেকে উন্মুক্ত ক'রে এই অলঙ্কারগুলি পাঠিয়েছেন, আপনি স্বীয় অঙ্গে ধারণ করুন।

রাক্ষস। আর্য ! জাজলি ! কুমার মলয়কেতুকে আমার এই কথাটা যেন অবশ্যই নিবেদন করেন, আমি তাঁর গুণে আকৃষ্ট হয়ে প্রভু নন্দরাজের গুণ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছি। কিন্তু, যে পর্যন্ত শত্রুকুলকে নির্মূল ক'রে কুমারের সিংহাসন রাজ-প্রাসাদে স্থাপিত করতে না পারছি, ততদিন এই পরাভব-ক্লিষ্ট অঙ্গের অণুমাত্র সংস্কারও সাধন করব না।

জাজলি। মহামাত্য ! আপনার নায়কত্বে কুমারের পক্ষে এটা অনায়াস লভ্যই হবে। তাই বলছি, আপনি কুমারের এই প্রথম প্রার্থনাটি রক্ষা করুন।

রাক্ষস। আর্য ! কুমারের ন্যায় আপনার বাক্যও অলঙ্ঘনীয়। সুতরাং কুমারের আদেশই পালন করছি।

জাজলি। (অভিনয়ের ধরনে অলঙ্কারগুলিকে পরিধান করিয়ে) আপনার মঙ্গল হউক। আমি যাই।

রাক্ষস। আর্য ! আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

জাজলি। আমিও আমার কর্তব্য সম্পাদন করছি। [প্রস্থান]

রাক্ষস। প্রিয়ংবদক ! দেখ দেখি, আমার দর্শনার্থী দ্বারে কে আছে ?

প্রিয়ংবদক। যে আজ্ঞে। (পাদক্ষেপ, ও সাপুড়িয়াকে দেখে) মশায় ! আপনি কে ? কোত্থেকে আসছেন ?

বিরাধগুপ্ত। ভদ্র ! আমি সাপুড়িয়া, আমার নাম জীর্ণবিষ, আমি মন্ত্রী মহোদয়কে আমার সাপ খেলানোর কুশলতা দেখাতে চাইছি।

প্রিয়ংবদক। একটু অপেক্ষা কর, মন্ত্রী মহাশয়কে বলে আসছি। (রাক্ষসের নিকটে গিয়ে) মহামাত্য ! একটি সাপুড়ে দ্বারে অপেক্ষা করছে, সে আপনাকে সাপ খেলা দেখাতে চায়।

রাক্ষস। (বামনয়ন স্পন্দন অভিনয় ক'রে স্বগত) হায় ! প্রথমেই সর্পদর্শন। (প্রকাশ্যে) প্রিয়ংবদক ! আমার সাপের খেলা দেখবার কৌতূহল নেই, সুতরাং ওকে সন্তুষ্ট ক'রে বিদায় কর।

প্রিয়ংবদক। যে আজ্ঞে। (মঞ্চের কোণে অপেক্ষমাণ সাপুড়ের নিকট গিয়ে) ওহে সাপুড়ে ! মন্ত্রী মশায় সাপ খেলা দেখতে চাননা, কিন্তু তা হলেও তোমাকে পুরস্কার দিয়েছেন।

বিরাধগুপ্ত। আপনি মন্ত্রী মহোদয়কে বলুন, আমি শুধু সাপুড়ে নই, একজন প্রাকৃত-কবিও বটে। যদি তিনি দর্শন দ্বারা আমাকে অনুগ্রহ না করেন,

তাহ'লে আমার এই পত্রখানা পাঠ ক'রে তিনি যেন প্রসন্ন হন। (পত্র অর্পণ)

প্রিয়ংবদক। (পত্র গ্রহণ ক'রে রাক্ষসের নিকটে গিয়ে) মহামান্য! এই সাপুড়েটি বলছে, আমি কেবল সাপুড়ে নই, প্রাকৃত ভাষার কবিও বটে। মন্ত্রী মহোদয় যদি দর্শন দ্বারা অনুগ্রহ না করেন, তবে অন্ততঃ এই পত্রখানা পাঠ ক'রে যেন অনুগ্রহ করেন।

রাক্ষস। (পত্র গ্রহণ ও পাঠ) কি? কি লিখেছে?

"আপন নৈপুণ্যবশে করি পান কুসুমের রস
উদগিরণ করে অলি পর হিতে মধুর পায়স।"

(চিন্তার অভিনয় ক'রে স্বগত) ওঃ, এর গূঢ় অর্থ হচ্ছে, "আমি কুসুমপুরের বৃত্তান্ত জানি এবং আমি আপনারই গুপ্তচর।"

হুঁ, তাই হবে। নিশ্চয়ই ইনি সাপুড়ের ছদ্মবেশে কুসুমপুর থেকে আগত বিরাধগুপ্ত। (প্রকাশ্যে) প্রিয়ংবদক! এঁকে নিয়ে এসো। ইনি একজন সুকবি, সুতরাং এঁর কাছে কাব্য শুনতে হবে।

প্রিয়ংবদক। যে আজ্ঞে। (সাপুড়িয়ার নিকটে গিয়ে) ও হে সাপুড়ে, এসো, এসো,। মন্ত্রী মহোদয় কৃপা করেছেন।

বিরাধগুপ্ত। (অভিনয়ের ধরনে নিকটবর্তী হয়ে, রাক্ষসের দিকে নজর ক'রে স্বগত) এই তো, মন্ত্রী রাক্ষস এখানে অবস্থান করছেন। (প্রকাশ্যে) মন্ত্রী মহোদয়ের জয় হোক।

রাক্ষস। (সাপুড়ের দিকে তাকিয়ে) ও! বিরাধ! (এই অর্ধোক্তির পরে স্মরণ হ'লে)···প্রিয়ংবদক! আমি এখন সাপ খেলা দেখে স্ফূর্তি করব। কর্মচারী-দের এখন বিশ্রাম করতে বলগে, তুমিও নিজের কাজে মন দাও গে!

প্রিয়ংবদক। যে আজ্ঞে। [প্রস্থান]

রাক্ষস। সখে! বিরাধগুপ্ত! এই আসন, এখানে বোসো।

বিরাধগুপ্ত। মন্ত্রী মহোদয়ের যথা আজ্ঞা। (অভিনয়ের ধরনে উপবেশন)

রাক্ষস। (বিষাদের সঙ্গে) হায়! মহারাজাধিরাজের আশ্রিত ব্যক্তির এই অবস্থা! হায়! হায়! (অশ্রুমোচন)

বিরাধগুপ্ত। মন্ত্রী মহোদয়! শোক করবেন না। অল্পকাল মধ্যেই আপনি আমাদের সকলকে পূর্বের অবস্থায় নিশ্চয়ই ফিরিয়ে আনতে পারবেন।

রাক্ষস। সখে! বল, কুসুমপুরের বৃত্তান্ত শুনি।

বিরাধগুপ্ত। শুনুন, বলছি। চন্দ্রগুপ্ত ও পর্বতেশ্বরের শক, যবন, কিরাত, কম্বোজ, পারসীক এবং বাহ্লীক প্রভৃতি দেশবাসী সৈন্যগণ চাণক্যের বুদ্ধিতে পরিচালিত হয়ে সকলদিক থেকে কুসুমপুর অবরুদ্ধ করল, ঠিক যেমন প্রলয়কালে উদ্বেলিত জলসমুদ্র সমূহ চারিদিক থেকে ভূমণ্ডল ঘিরে ফেলে।

রাক্ষস। (অস্ত্র ধারণ ক'রে ব্যস্ততার সঙ্গে) অ্যাঁ, এত বড় স্পর্ধা! আমি থাকতে কুসুমপুর অবরোধ। প্রবীরক! প্রবীরক! শীগ্‌গির এসো। আমার আদেশ জানিয়ে দাও—

ধনুর্ধারী সৈন্যগণ প্রাচীরের উপরিভাগে সত্বর স্থান গ্রহণ করুক।
বিপক্ষ হস্তী বিনাশে সমর্থ হস্তিগণ সকল দ্বারে অবস্থান করুক,
আর যাহাদের যশই অভীষ্ট, সে যুযুৎসু যোদ্ধারা মৃত্যুভয় ত্যাগ ক'রে
সকলে আমার সঙ্গে দুর্বল শত্রুসৈন্য মধ্যে ঝাপিয়ে পড়ুক।

বিরাধগুপ্ত। মহামাত্য! আপনি ব্যস্ত হবেন না, ব্যস্ত হবেন না। আমি অতীতের ঘটনা বলছি।

রাক্ষস। (নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে) ও! এটা অতীত ঘটনা? আমি কিন্তু বুঝেছিলাম, ওরা এখনই আক্রমণ করেছে! ও! (অস্ত্রত্যাগ ক'রে) হা মহারাজ নন্দ! রাক্ষসের উপর আপনার কী বিশ্বাস, কী অনুগ্রহই না মনে পড়ছে। এ রকম যুদ্ধ যখন শুরু হ'ত, মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ বিপক্ষ হস্তিসমূহ যেখানে বিচরণ করছে রাক্ষস ঠিক সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হ'ত। জলতরঙ্গের ন্যায় উল্লম্ফনকারী অশ্বে বাহিত সৈন্যযুথের মধ্যে রাক্ষস ঝাপিয়ে পড়ত, অমিতবিক্রমে তাদের নিবারণ করত, যুযুৎসু পদাতিক সৈন্যগণকে বিনষ্ট করবার ভারও রাক্ষসই গ্রহণ করত। এই ভাবে প্রীতিবশতঃ আপনি প্রত্যেক বিষয়ে আমার উপরই ভার দিতেন, মনে করতেন যেন আপনার মন্ত্রী রাক্ষস একজন নন, অনেক···অনেক···শত···সহস্র।

বিরাধগুপ্ত। তারপর মহারাজ সর্বার্থসিদ্ধি অবরুদ্ধ কুসুমপুরের পুরবাসীদের সেই অবরোধের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তাদের মঙ্গলের জন্যই সুড়ঙ্গ পথে তপোবনে পালিয়ে গেলেন। তখন আপনাদের সৈন্যগণ রাজার অভাবে নগর রক্ষার চেষ্টা শিথিল ক'রে ফেলল। তথাপি বিপক্ষের বিজয়ঘোষণায় বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকায় আপনি নগর মধ্যে রয়েছেন লোকে এটাই অনুমান করছিল।

এরপর আপনিও সুড়ঙ্গ পথে নগর থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'লেন। তারপর, চন্দ্রগুপ্তকে হত্যার জন্য আপনারই প্রেরিত বিষকণ্যা শোচনীয়ভাবে পর্বতেশ্বরকেই হত্যা করল।

রাক্ষস। সখে! আশ্চর্য ঘটনা দেখ—

পূর্বকালে মহাবীর কর্ণ অর্জুনকে বধ করবার জন্য যে অনিবার্য এক পুরুষ-ঘাতিনা শক্তিটি রক্ষা করেছিলেন, তা যেমন শ্রীকৃষ্ণেরই অত্যন্ত মঙ্গলের জন্য, শ্রীকৃষ্ণেরই বধ্য ঘটোৎকচের উপর পড়ে ঘটোৎকচকে বধ করেছিল এ ঘটনাও যেন ঠিক তাই। হায় অদৃষ্ট! আমি চন্দ্রগুপ্তকে বধ করবার জন্য এক পুরুষ ঘাতিনী যে বিষকন্যাকে পালন করেছিলাম, সেও তেমনি দুরাত্মা চাণক্যেরই অত্যন্ত মঙ্গলের জন্য চাণক্যেরই বধ্য রাজা পর্বতেশ্বরকেই বধ ক'রে বসল। হায়! অদৃষ্ট! হায়!

বিরাধগুপ্ত। মহামাত্য! দৈবের যেখানে স্বেচ্ছাচারিতা, মানুষ সেখানে কি করবে?

রাক্ষস। তারপর? তারপর?

বিরাধগুপ্ত। তারপর পিতার বধে নিজেরও ভয় হ'ল, তাই কুমার মলয়কেতু পলায়ন করলেন। তারপরে পর্বতেশ্বরের ভ্রাতা বিরোচকের বিশ্বাস জন্মানো হ'ল এবং নন্দভবনে চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশের ঘোষণা করা হ'ল। তদনন্তর দুরাত্মা চাণক্য কুসুমপুরবাসী সকল সূত্রধরকে ডেকে বলে দিল, জ্যোতিষ শাস্ত্রীদের পরামর্শ ক্রমে অর্ধরাত্র সময়ে নন্দভবনে চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ হবে, অতএব পূর্বদ্বার থেকে আরম্ভ ক'রে রাজবাড়ী সুশোভিত কর। জবাবে সূত্রধরগণ জানাল —আর্য! মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের নন্দভবনে প্রবেশ হবে, একথা পূর্বেই জানতে পেরে সূত্রধর দারুবর্ম স্বর্ণ তোরণ স্থাপন প্রভৃতি দ্বারা প্রথমেই রাজভবনের দ্বারটিকে সুশোভিত করেছে। এখন ভিতরে মাত্র সংস্কার সাধন বাকি রয়েছে।" দারুবর্মার কার্যে যেন চাণক্য সন্তুষ্ট হয়েছেন, এরূপ ভাব দেখিয়ে তিনি তার ভূয়সী প্রশংসা করলেন, বললেন, "দারুবর্মা! অচিরকালমধ্যেই এই নৈপুণ্যের যথাযোগ্য পুরস্কার পাবে।"

রাক্ষস। (উদ্বেগের সঙ্গে) সখে! চাণক্য বেটার সন্তোষ কোথায়? দারুবর্মার এই চেষ্টার ফল খারাপ বলেই আমি মনে করি। কেননা, বুদ্ধি বৈকল্যবশতঃ অথবা রাজভক্তির উৎকর্ষ দেখাবার জন্য আদেশের সময় পর্যন্ত প্রতীক্ষা না

করাতেই চাণক্যের মনে গুরুতর সন্দেহ সৃষ্টি ক'রে দিয়েছে। আচ্ছা, তারপর? তারপর?

বিরাধগুপ্ত। তারপর, দুরাত্মা চাণক্য "শুভলগ্ন হেতু অর্ধরাত্র সময়ে নন্দভবনে চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ হবে" একথা ঘোষণা ক'রে সেই সময়েই পর্বতেশ্বরের ভ্রাতা বৈরোচককে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে রাজ্যবিভাগ করল।

রাক্ষস। পর্বতকের ভ্রাতা বৈরোচককে রাজ্যের অর্ধভাগ দিয়েছে কি?

বিরাধগুপ্ত। হ্যাঁ।

রাক্ষস। (স্বগত) ধূর্ত চাণক্য বৈরোচকেরও কোনও গুপ্তহত্যা মনে মনে স্থির ক'রে পর্বতক বিনাশ নিবন্ধন অযশ দূর করবার উদ্দেশ্য নিয়ে লোকসমাজে এই প্রসিদ্ধি জন্মিয়েছে। (প্রকাশ্যে) তারপর, তারপর?

বিরাধগুপ্ত। তারপর, নন্দভবনে রাত্রিতে চন্দ্রগুপ্ত প্রবেশ করবেন এরূপ ঘোষণা করা হ'ল। বৈরোচকের অভিষেক করা হ'ল নির্মল মুক্তাখচিত বিচিত্র বস্ত্রময় বর্ম দ্বারা বৈরোচকের দেহ আবৃত করা হ'ল, মুকুট, সুগন্ধ পুষ্পমালা প্রভৃতিতে তার অঙ্গশোভা বর্ধন করা হ'ল, বিশেষ পরিচিত লোকেরাও এখন আর বিরোচককে চিনতে পারছিল না। এরপর দুরাত্মা চাণক্যের আদেশে বৈরোচক চন্দ্রগুপ্তের বাহন চন্দ্রলেখা নাম্নী হস্তিনী পৃষ্ঠে আরোহণ করে মহারাজ নন্দের ভবনে প্রবেশ করতে লাগলেন। চন্দ্রগুপ্তের অনুচর রাজকুমারগণ তার অনুগমন করতে লাগল। আপনার নিযুক্ত সূত্রধর দারুবর্মা মনে করল, ইনিই চন্দ্রগুপ্ত। তাই সে যন্ত্রতোরণ ধারণ করল চন্দ্রগুপ্তের উপর পাতিত করবার সঙ্কল্প নিয়ে, এদিকে আপনারই নিযুক্ত চন্দ্রগুপ্তের মাহুত বর্বরক ছুরিকা সংযুক্ত স্বর্ণদণ্ড ধারণ করল।

রাক্ষস। দুজনেই ভুল করল।

বিরাধগুপ্ত। তারপর সেই হস্তিনী যখন হেলে দুলে, বেগে এগুতে থাকল দারুবর্মা তখন তার গতি না বুঝেই যন্ত্রতোরণ ধ'রে ছেড়ে দিল, ফলে তা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে গেল। কিন্তু তাতে নিহত হ'ল বর্বরক। দারুবর্মা আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে তাড়াতাড়ি উচ্চ তোরণে আরোহণ ক'রে সেই যন্ত্র চালক লৌহশঙ্কু ধারণ করে তা দ্বারা হস্তিনী পৃষ্ঠে আরূঢ় বৈরোচককে হত্যা করল।

রাক্ষস। হায় কি কষ্ট! দুটি অনিষ্টই একসঙ্গে উপস্থিত হ'ল। কারণ, দৈব

চন্দ্রগুপ্তকে মারল না, মারল বৈরোচক ও বর্বরককে! সূত্রধর দারুবর্মা কোথায় গেল ?

বিরাধগুপ্ত। বৈরোচকের সম্মুখবর্তী পদাতিকরা ঢিল ছুড়ে দারুবর্মাকে মেরে ফেলল।

রাক্ষস। (সাশ্রুনয়নে) হায়! কি কষ্ট! হায়! অত্যন্ত স্নেহশীল বন্ধু দারুবর্মার সঙ্গেও বিচ্ছিন্ন হলাম! তারপর, সেখানে সেই চিকিৎসক অভয় দত্ত কি করেছেন ?

বিরাধগুপ্ত। মহামাত্য! তিনি সবই করেছেন।

রাক্ষস। (সানন্দে) তাহলে দুরাত্মা চন্দ্রগুপ্ত মরেছে ?

বিরাধগুপ্ত। মহামাত্য! কেবল দৈববশে রক্ষা পেয়েছে।

রাক্ষস। (বিষাদের সঙ্গে) তাহলে আত্ম-সন্তুষ্টের মত এ সব কি বলছ, "তিনি সবই করেছেন।"

বিরাধগুপ্ত। মহামাত্য! অভয় দত্ত চন্দ্রগুপ্তের জন্য বিষচূর্ণ মিশ্রিত ঔষধ তৈরি করেছিলেন। কিন্তু স্বর্ণপাত্রে অন্য বর্ণ ধারণ করায় দুরাত্মা চাণক্য প্রত্যক্ষ ক'রে চন্দ্রগুপ্তকে বলল—"চন্দ্রগুপ্ত! এই ওষুধে বিষ মেশানো আছে, সুতরাং এই ওষুধ খেয়ো না।"

রাক্ষস। ওই বিটলে বামুনটা বড়ই ধূর্ত! তারপর, সে চিকিৎসক কি অবস্থায় আছেন ?

বিরাধগুপ্ত। ওরা সেই ঔষধই তাঁকে পান করিয়েছিল, এবং তাতেই তিনি মারা যান।

রাক্ষস। (বিষাদের সঙ্গে) হায়! বিশাল বিজ্ঞানরাশি মরে গেল! তারপর, সেই শয়নগৃহে নিযুক্ত প্রমোদকের কি হ'ল ?

বিরাধগুপ্ত। অন্যদের যা হয়েছে।

রাক্ষস। (সোদ্বেগে) কেমন ?

বিরাধগুপ্ত। সেই মূর্খ আপনাদের প্রদত্ত বিশাল ধনরাশি লাভ ক'রে প্রচুর ব্যয় ক'রে আপন লোভ চরিতার্থ করেছিল। এত ধন কোথায় পেলে, এই প্রশ্ন করা হ'লে সে যখন নানান রকমের বিরুদ্ধ উত্তর করল তখন দুরাত্মা চাণক্য বিচিত্রভাবে তা'কে বধ করল।

রাক্ষস। (সোদ্বেগে) হায়! কি দুর্ভাগ্য! তারপর নিদ্রিত অবস্থায় চন্দ্রগুপ্তকে প্রহার করবার জন্য যাদের নিয়োগ করেছিলাম, যারা রাজগৃহে সুড়ঙ্গের মধ্যে

বাস করত, সেই বীভৎসক প্রভৃতির খবর কি ?

বিরাধগুপ্ত। মহামাত্য! সে এক ভয়ঙ্কর বৃত্তান্ত!

রাক্ষস। (আবেগের সঙ্গে) কি, কি বললে? ভয়ঙ্কর বৃত্তান্ত? সুড়ঙ্গে থাকা অবস্থায় দুরাত্মা চাণক্য তাদের জানতে পারেনি ত ?

বিরাধগুপ্ত। হ্যাঁ, পেরেছিল।

রাক্ষস। কি ভাবে জানতে পারল ?

বিরাধগুপ্ত। চন্দ্রগুপ্ত শোবার ঘরে ঢুকবার আগেই কুটবুদ্ধি চাণক্য সেখানে এসে চারদিক খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে থাকে। চাণক্য লক্ষ্য করল, দেওয়ালের ছিদ্র দিয়ে এক সারি পিঁপড়ে মুখে ভাতের কণা নিয়ে বেরিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠল, "এই ঘরের ভেতরে মানুষ আছে!"

রাক্ষস। তারপর? তারপর?

বিরাধগুপ্ত। সে এক বীভৎস ব্যাপার! দুরাত্মা তখ্‌খুনি হুকুম দিল, ঘরের ভেতরটায় আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেল। চাণক্যের অনুচরেরা কথাটা পড়তে না পড়তেই ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল—সব কিছু পুড়ে যেতে লাগল। আর সৃষ্টি হল এক রাশ ধোঁয়া। বীভৎসকদের পক্ষে আর কিছুই দেখা সম্ভব হল না। আর এদিকে সুড়ঙ্গ পথের দুয়ার খোলা না পেয়ে যেই তা'রা অন্য একটা দুয়ার খুলে সামনে এগুলো, অমনি আগুনের লেলিহান শিখা এসে তাদের গ্রাস করল।

রাক্ষস। (চোখের জল মুছতে মুছতে) হায়! হায়! ওঃ, কি কষ্ট! বন্ধু, দুরাত্মা চন্দ্রগুপ্তের ভাগ্যের বহরটা একবার দেখ।...চন্দ্রগুপ্তকে বিনষ্ট করবার জন্যে গোপনে বিষকণ্যা পাঠালাম, আর সে কিনা মেরে ফেলল চন্দ্রগুপ্তেরই অর্ধরাজ্যের দাবিদার পর্বতককে। অস্ত্রাঘাতে ও বিষপ্রয়োগে চন্দ্রগুপ্তকে মারবার জন্য যাদের নিয়োগ করলাম, তারা নিজেরাই নিজেদের বধ করেছে! ওঃ! ভাগ্যের কি ভয়ঙ্কর পরিহাস! আমারই নীতি আজ আমারই বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হচ্ছে! চারদিক থেকে চন্দ্রগুপ্তেরই মঙ্গল সাধিত হচ্ছে!...ওঃ, কি কষ্ট! কি জ্বালা!

বিরাধগুপ্ত। *মহামাত্য! তাই বলে কি আপনি আপনার আরম্ভ করা কাজ* ছেড়ে দেবেন? না, তা হতে পারে না।

তা'রা কাজে হাত দেয় বটে, কিন্তু বিঘ্ন ঘটলে আর ভয়ে এগোয় না। কিন্তু আপনার মত যা'রা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর, তা'রা বারবার বিঘ্নের সম্মুখীন হয়েও আরব্ধ কার্য সম্পন্ন না ক'রে নিরস্ত হন না।

আর দেখুন, এই বিপুলা পৃথ্বীকে ধারণ ক'রে আছে অনন্তনাগ। তার কি একটুও পরিশ্রম হচ্ছে না? কিন্তু হ'লেও সে পৃথিবীকে কাঁধ থেকে ফেলে দিয়ে পালাচ্ছে না। সূর্যও অহোরাত্র ঘুরছে, তাতে কি তার পরিশ্রম হচ্ছে না? কিন্তু সেও নিশ্চল হয়ে দিন ও রাত্রির আগমন নির্গমন বন্ধ করে দিচ্ছে না! তাই আরম্ভ করা কাজ কিছুতেই বন্ধ ক'রে দেওয়া যায় না। তাছাড়া আরব্ধ কার্য সম্পন্ন করাই সজ্জনের কৌলিক নিয়ম।

রাক্ষস। সখে, আমি আরব্ধ কার্য যে পরিত্যাগ করিনি, তাতো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। মনে রেখ, আমি সে পাত্র নই। ...কিন্তু, বল—তারপর কি ঘটল?

বিরাধগুপ্ত। এর পর থেকেই চাণক্য সম্পূর্ণ সাবধান হয়ে গেছে। তা'র ধারণা হয়ে গেছে, এই ধরনের লোকেরাই চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করবার চেষ্টা করবে। তাই নগরবাসীদের মধ্যে থেকে খুঁজে খুঁজে সে আপনার পক্ষের লোকদের বার করছে, আর তাদের উপর অকথ্য পীড়ন ও নির্যাতন করছে।

রাক্ষস। (উদ্বেগের সঙ্গে) অ্যাঁ, কি বলছ? আমার বিশ্বস্ত লোকদের নির্যাতন করছে? কাকে কাকে নির্যাতন করেছে ওরা?

বিরাধগুপ্ত। প্রথমে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী জীবসিদ্ধিকে তিরস্কার ক'রে নগর থেকে নির্বাসিত করেছে।

রাক্ষস। এই নির্বাসনের কারণ কিছু ঘোষণা করেছে?

বিরাধগুপ্ত। হ্যাঁ, ওরা বলেছে—জীবসিদ্ধিই রাক্ষস প্রেরিত বিষকণ্যা দ্বারা পর্বতেশ্বরকে হত্যা করেছে।

রাক্ষস। (স্বগত) সাধু চাণক্য! সাধু!

আজ তুমি নিজের অযশ দূর ক'রে তা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে! আর এদিকে চন্দ্রগুপ্তের অর্ধরাজ্যের যে দাবিদার তাকেও সরিয়ে দিলে ইহধাম থেকে! তোমার কুটিল নীতিরই জয় হচ্ছে, ফলবতী বৃক্ষের মত ভারে নুয়ে পড়ছে।

(প্রকাশ্যে) তারপর, তারপর?

বিরাধগুপ্ত। তারপর শকটদাসই চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করবার জন্য দারুবর্মা প্রভৃতিকে নিয়োগ করেছিল, কুসুমপুরে এই কথা রটনা ক'রে দিয়ে শকটদাসকে শূলে দিয়েছে !

রাক্ষস। (আবার চোখের জল মুছতে মুছতে) হায়, সখা, শকটদাস ! আজ তোমাকে প্রভুর জন্যে মৃত্যু বরণ করতে হ'ল ! তুমি ধন্য। কিন্তু নন্দ বংশ ধ্বংস হয়ে গেলেও আমরা এখনও বেঁচে থাকতে চাইছি !

বিরাধগুপ্ত। মহামাত্য ! আপনি তো সর্বপ্রযত্নে প্রভুর কার্যই সম্পন্ন করতে চাইছেন, আর সেই জন্যেই তো জীবনধারণ ক'রে আছেন।

রাক্ষস। সখে ! বিরাধগুপ্ত ! প্রভুর কার্য সম্পাদন করতে হবে, এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি পরলোকগত রাজার অনুগমন করিনি। নিজেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্য আমার নেই।...

বল, বলে যাও, বিরাধগুপ্ত। বিশ্বস্ত বন্ধুগণের আরও আরও বিপদ শুনবার জন্যে মনকে প্রস্তুত করে রেখেছি।

বিরাধগুপ্ত। শকটদাসের সংবাদ পেয়ে আপনার বিশ্বস্ত অনুরাগী চন্দনদাস আপনার স্ত্রীকে অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছেন।

রাক্ষস। বন্ধু চন্দনদাস কিন্তু ভালো করেন নি। নিষ্ঠুর চাণক্যবটু ওঁকে ক্ষমা করবে না।

বিরাধগুপ্ত। মহামাত্য ! মিত্রদ্রোহ যে আরও সাংঘাতিক !

রাক্ষস। তারপর, বল, চন্দনদাসের কি ঘটল ?

বিরাধগুপ্ত। চাণক্য চন্দনদাসকে ডাকিয়ে নিয়ে আপনার স্ত্রীকে সমর্পণ করবার জন্য অনুরোধ করলে। কিন্তু চন্দনদাস কিছুতেই রাজী হ'ল না। তখন চাণক্যবটু ক্রুদ্ধ হয়ে...

রাক্ষস। চন্দনদাসকে মেরে ফেললে ?

বিরাধগুপ্ত। না মেরে ফেলেনি। কিন্তু তা'র ঘরের যা কিছু ভালো জিনিসপত্র ছিল সবই কেড়ে নিয়েছে, এবং স্ত্রী পুত্রের সঙ্গেই তা'কে বেঁধে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে !

রাক্ষস। তবে, সন্তুষ্টের ন্যায় কি বলছ, চন্দনদাস রাক্ষসপত্নীকে অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছে ! আসলে তো দেখতে পাচ্ছি, চাণক্যবটু সস্ত্রীক রাক্ষসকেই আবদ্ধ করে ফেলেছে।

প্রিয়ংবদক (হঠাৎ প্রবেশ ক'রে) মহামাত্যের জয় হোক! শকটদাস দ্বারদেশে উপস্থিত!

রাক্ষস। প্রিয়ংবদক! একথা সত্য কি?

প্রিয়ংবদক। আপনার পা ছুঁয়ে যারা বেঁচে আছে, তা'রা কি মিথ্যা বলতে পারে?

রাক্ষস। সখে! বিরাধগুপ্ত! এটা কি করে সম্ভব হ'ল?

বিরাধগুপ্ত। মহামাত্য! এটা অসম্ভব নয়, কারণ নিয়তিই কুশলী ব্যক্তিকে রক্ষা করেন।

রাক্ষস। প্রিয়ংবদক! যাও, এক্ষুণি ওকে নিয়ে এসো।

প্রিয়ংবদক। যে আজ্ঞে, মহামাত্য। [প্রস্থান]

[শকটদাসের প্রবেশ, পিছনে পিছনে সিদ্ধার্থক]

শকটদাস। (স্বগত) একদিকে সেই ভীষণ শূল, আর অন্যদিকে গলায় সেই বধ্যমালা আর সঙ্গে সঙ্গে সেই দুঃশ্রাব্য বাদ্যধ্বনি—এতেও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয় নি! আমি এখনো বেঁচে আছি!

[যেন বিশেষভাবে দেখছে এইরূপ অভিনয় ক'রে আনন্দের সঙ্গে স্বগত] এই যে মহামাত্য রাক্ষস! প্রভু নন্দের বংশ ধ্বংস হলেও এঁর প্রভুভক্তি এতটুকু ম্লান হয় নি, এখনও উদ্যমের সঙ্গে প্রভুর কাজ ক'রে যাচ্ছেন! পৃথিবীতে রাজানুগত লোকদের মধ্যে ইনি শীর্ষ স্থানীয় সন্দেহ নেই। (রাক্ষসের নিকটে গিয়ে, প্রকাশ্যে) মহামাত্যের জয় হোক!

রাক্ষস। সখে! শকটদাস! চাণক্যবটুর কোপানলে পড়েছিলে। তোমার এই বাঁচা পরম সৌভাগ্যের ফলই বলতে হবে। এসো, এসো, আমায় আলিঙ্গন কর। [শকটদাসের আলিঙ্গন]

রাক্ষস। (অনেকক্ষণ আলিঙ্গন অবস্থায় থেকে) এই আসন, এখানে বসো।

শকটদাস। মহামাত্যের যে আদেশ!

[এই ব'লে অভিনয়ের ভঙ্গিতে উপবেশন]

রাক্ষস। সখে! শকটদাস! কে তোমায় এভাবে রক্ষা করল? কি ভাবে তুমি ছাড়া পেলে?

শকটদাস। [সিদ্ধার্থকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে] এই প্রিয় বন্ধু সিদ্ধার্থক। ইনিই ঘাতকদের তাড়িয়ে দিয়ে বধ্যভূমি থেকে আমায় উদ্ধার ক'রে এখানে নিয়ে এসেছেন!

রাক্ষস। (আনন্দের সঙ্গে) ভদ্র! সিদ্ধার্থক! তুমি যা করেছ তা'র তুলনা নেই, প্রতিদানও নেই। তবু, আমার এই পুরস্কার গ্রহণ করো।

[এই ব'লে আপন গাত্র থেকে অলঙ্কার খুলে নিয়ে সিদ্ধার্থককে দান করলেন]

সিদ্ধার্থক। [পুরস্কার গ্রহণ ক'রে রাক্ষসের চরণে প্রণত হয়ে, স্বগত] আর্য চাণক্যের উপদেশেই একাজ আমাকে করতে হবে (প্রকাশ্যে) মহামাত্য! আপনার এই মহামূল্য উপহার আমার জীবনের এক পরম সম্পদ। কিন্তু, কোথায় এটি গচ্ছিত রাখি? প্রথম এখানে এলাম—কাউকেই চিনি না। (রাক্ষসের দিকে চেয়ে একটি মুদ্রা বার করে) এই মুদ্রাঙ্কিত ক'রে আমার এই জিনিসটি আপনার কোষাগারেই রেখে দেওয়া যায় না? তাহ'লে, আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। যখন আমার দরকার হবে, তখন এটি চেয়ে নেবো।

রাক্ষস। ভদ্র! আচ্ছা তাই হোক, ক্ষতি কি! শকটদাস! এই ব্যবস্থাই করে দাও।

শকটদাস। যে আজ্ঞা! মহামাত্য! (মুদ্রার দিকে লক্ষ্য ক'রে, রাক্ষসের উদ্দেশে) মহামাত্য! এযে আপনার নামাঙ্কিত মুদ্রা!

রাক্ষস। (মুদ্রা দেখে নিয়ে, স্বগত) সত্য বটে! আমি রাজধানী পরিত্যাগ করে চলে আসবার সময় আমার স্ত্রী উৎকণ্ঠা নিবারণের জন্যে আমার হাত থেকে এটি নিয়েছিলেন। এর হাতে গেল কি করে? (প্রকাশ্যে) ভদ্র! সিদ্ধার্থক! এই মুদ্রাটি তুমি কোথায় পেলে?

সিদ্ধার্থক। কুসুমপুরে চন্দনদাস নামে একজন মণিব্যবসায়ী বৈশ্য আছেন। তারই গৃহদ্বারের এক প্রান্তে এটি পড়েছিল। আমি তুলে নিয়ে এসেছি।

রাক্ষস। হ্যাঁ, তা সম্ভব। মহাধনীর ঘরে এরূপ বস্তু যদি যায়, তাহলে সেটা এভাবেই পাওয়া যেতে পারে।

শকটদাস। সখে! সিদ্ধার্থক! এই মুদ্রাটি অমাত্যের নামাঙ্কিত। এটি তুমি তাঁকে দান কর। এর চেয়ে অনেক বেশী ধন দিয়ে মন্ত্রী মহোদয় তোমাকে সন্তুষ্ট করবেন।

সিদ্ধার্থক। মহাশয়! অমাত্য এই মুদ্রা গ্রহণ করবেন, এতো বিরাট অনুগ্রহ!

রাক্ষস। সখে! শকটদাস! এই মুদ্রা দিয়েই তুমি তোমার কর্তব্য সম্পাদন করবে।

শকটদাস। মহামাত্যের যে আদেশ!

সিদ্ধার্থক। মহামান্য মহামাত্যের পায়ে আমার একটা নিবেদন আছে।

রাক্ষস। সম্পূর্ণ নির্ভয়ে বলতে পার।

সিদ্ধার্থক। মহামাত্য জানেন, দুরাত্মা চাণক্যবটুর অপ্রিয় আচরণ করে পাটলিপুত্রে প্রবেশ করি, সে অধিকার আর আমার নেই। তাই আমি মহামাত্যের সুপ্রসন্ন চরণ দুখানির সেবা করতে ইচ্ছা করি।

রাক্ষস। ভদ্র! সিদ্ধার্থক! এতো অত্যন্ত আনন্দের কথা! তুমি নিজেই এই প্রস্তাব করায় আমাদের আর অনুরোধ করতে হল না। তুমি স্বচ্ছন্দে এখানে থেকে যাও।

সিদ্ধার্থক। (আনন্দ প্রকাশ ক'রে) আপনার অনুগ্রহে ধন্য হলাম।

রাক্ষস। শকটদাস! সিদ্ধার্থকের বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দাও।

শকটদাস। মহামাত্যের যে আদেশ! [সিদ্ধার্থকসহ প্রস্থান]

রাক্ষস। সখে! বিরাধগুপ্ত! এখন কুসুমপুরের বৃত্তান্তের বাকীটুকু শুনতে চাইছি। চন্দ্রগুপ্তের প্রজাবর্গ আমাদের প্রযুক্ত ভেদনীতি গ্রহণ করছে তো?

বিরাধগুপ্ত। মহামাত্য! ভেদনীতি যে কার্যকরী হচ্ছে তাতে আর সন্দেহ নেই। প্রজাবর্গ আপনার ভেদনীতিই অনুসরণ করছে।

রাক্ষস। তার কি প্রমাণ দেখতে পেয়েছো?

বিরাধগুপ্ত। মহামাত্য! মলয়কেতু চলে আসবার পর থেকেই চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের উপরে ক্রুদ্ধ হয়েছে। আবার চাণক্যবটুও অহঙ্কারে প্রমত্ত। তিনিও চন্দ্রগুপ্তকে সহ্য করতে পারছেন না। চন্দ্রগুপ্ত যখনই কোনও আদেশ দিচ্ছে, তখনই তিনি তা ভঙ্গ করছেন। ফলে চন্দ্রগুপ্তের মনঃপাড়াই সৃষ্টি হচ্ছে। এটাই আমার অনুমান।

রাক্ষস। (সানন্দে) সখে! বিরাধগুপ্ত! তুমি এই সাপুড়ের ছদ্মবেশেই পুনরায় কুসুমপুরে ফিরে যাও। কুসুমপুরে স্তনকলশ নামে এক স্তুতিপাঠক বাস করেন। আমার বিশেষ বন্ধু সে। আমার আজ্ঞায় তুমি তাকে গিয়ে বল, চাণক্য যখনই চন্দ্রগুপ্তের আদেশ লঙ্ঘন করবে, তখনই সে চন্দ্রগুপ্তকে উত্তেজিত করার মত স্তুতি পাঠ করবে। আর এর ফল কি হয় তা অতি গোপনে করভকের হাতে পত্র দিয়ে জানাবে।

বিরাধগুপ্ত। মহামাত্যের আদেশ শিরোধার্য। [প্রস্থান]

প্রিয়ংবদক। (প্রবেশ করে) অমাত্য! শকটদাস জানাচ্ছেন, তিনখানা উৎকৃষ্ট অলংকার নাকি বিক্রী হচ্ছে। আপনাকে একবার দেখতে বলেছেন।

রাক্ষস। (অলঙ্কার দেখার অভিনয় ক'রে, স্বগত) কি আশ্চর্য! অলঙ্কারগুলি যে মহামূল্য! (প্রকাশ্যে) ভদ্র! শকটদাসকে বল, বিক্রেতাকে সন্তুষ্ট করে এই অলঙ্কারগুলি কিনে নিক্।

প্রিয়ংবদক। মহামাত্যের যে আদেশ। [প্রস্থান]

রাক্ষস। (স্বগত) তাহলে এবার করভককে কুসুমপুরে পাঠিয়ে দেওয়া যাক। (গাত্রোত্থান করে) দুরাত্মা চাণক্য থেকে চন্দ্রগুপ্ত পৃথক্ হবে কি? যেন মনে হচ্ছে, আমরা অভীষ্টের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি। কারণ, দেখছি—প্রতাপের দিক থেকে চন্দ্রগুপ্ত আজ আদৌ ন্যূন নয়। আবার চাণক্যও গর্বের সঙ্গে ভাবছে—আমারই বুদ্ধিবলে চন্দ্রগুপ্ত আজ রাজত্ব লাভ করেছে! একজন রাজ্যলাভে কৃতার্থ আর অপরজন আপন প্রতিজ্ঞাসাগর থেকে সমুত্তীর্ণ হয়ে কৃতার্থ। এই কৃতার্থতাই ওদের প্রণয়ের বন্ধন ছিন্ন করবে না কি?

[খুসীর ভাব নিয়ে রাক্ষসের প্রস্থান, অন্য সকলেও নিষ্ক্রান্ত]

তৃতীয় অঙ্ক

কঞ্চুকী বৈহীনরী, রাজা চন্দ্রগুপ্ত, প্রতীহারী শোনোত্তরা,
চাণক্য, নেপথ্যে স্তুতিপাঠকদ্বয়

[কঞ্চুকী বৈহীনরীর প্রবেশ]

বৈহীনরী। (নিজের সম্পর্কে খেদ প্রকাশ ক'রে)

ম্লান, ম্লান হয়ে গেছে আমার সেই রূপতৃষ্ণা !

দৃষ্টিশক্তি আজ ক্ষীণ, শ্রবণশক্তি দুর্বল···

জরা আমায় আক্রমণ করেছে।

সেই তৃষ্ণা, সেই আশা, সেই আকাঙ্ক্ষা আজ কোথায় ?··· কোথায় ?

[মঞ্চের উপর কয়েকবার পাদক্ষেপ ক'রে শূন্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে]

ওহে, ওহে সুগাঙ্গ অট্টালিকার কর্মচারীর দল !

তোমরা শুনতে পাওনি মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের আদেশ ?

শোনোনি, মহারাজ বলেছেন রাজধানী কুসুমপুরকে তিনি আলোকমালায় সুসজ্জিত দেখতে চান ?

শোনোনি মহারাজের ঘোষণা—কৌমুদী মহোৎসব পালিত হবে সমগ্র নগরীতে ?

কোথায়, কোথায় তোমরা কর্মচারীর দল ?

সুগাঙ্গ অট্টালিকার সংস্কার কর, একে সুসজ্জিত ক'রে মহারাজের দর্শনযোগ্য ক'রে তোলো !

[শূন্য থেকে প্রত্যুত্তর এসেছে, এমন ভাব ক'রে]

অ্যাঁ ! কি বললে ! মহারাজের কৌমুদী মহোৎসবের নিষেধাজ্ঞা আমি এখনও শুনিনি ?

···আঃ, কি বলতে চাইছ তোমরা ?

নিয়তির কঠোর কবলে পড়তে তোমাদের শঙ্কা হচ্ছে না ?

এমন কথা মুখে উচ্চারণ করবার সাহসও তোমাদের হচ্ছে ?

···আঃ ; কি করছ তোমরা ? এখনও চুপচাপ বসে রয়েছ ?

এসো, এসো, শীগগির এসো—সুগাঙ্গ অট্টালিকার স্তম্ভগুলিকে
ধূপের সৌরভে সৌরভান্বিত কর, পুষ্পে মাল্যে আচ্ছাদিত কর,
চামর ব্যজনে চারদিক স্নিগ্ধ ক'রে তোলো,
ফুল-চন্দনের জল ছিটিয়ে অট্টালিকার মেঝেকে মালিন্যমুক্ত কর।
[আবার শূন্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে]
…আঃ, আবার কি বলছ? ওঃ—বলছ যে, মহারাজের আদেশ
সুসম্পন্ন করছি! সাধু! সাধু!
ভদ্রগণ! সত্বর হও, মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত আসছেন, এই যে এসে পড়লেন!
[প্রস্থান—ও নেপথ্যে] মহারাজ, এই, এই পথ দিয়ে আসুন।

[মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত ও প্রতীহারীর প্রবেশ]

রাজা। (স্বগত) উঃ! কি ভীষণ এই রাজ্য আর রাজত্ব! কি দুরূহ এই রাজধর্ম পালন! নিজের বলতে কিছু নেই! নেই প্রেম, প্রণয়, প্রীতি—নেই নিজের জন্যে এতটুকু ভোগ! নিজের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দই যদি না থাকল তাহলে কীসের জন্যে এই রাজ্য, এই রাজত্ব?

…কেবল পরার্থেই যদি জীবন উৎসর্গ করতে হয়, স্বার্থের চেয়ে পরার্থ সাধনই যদি রাজার একমাত্র কর্তব্য হয়, তাহলে রাজা তো সম্পূর্ণ পরাধীন! হায়, পরাধীন মানুষের জীবনে সুখ কোথায়? স্বস্তি কোথায়? শান্তি কোথায়?… আর এই রাজলক্ষ্মী—ইনি সদা চঞ্চলা। মুহূর্তের জন্যেও স্থিরতা নেই। ঐকান্তিক সেবা ও যত্ন পেলেও ইনি কিছুতেই যেন তুষ্টা নন। এই মহীমণ্ডলে কোন ক্ষিতিপতি পরম নিশ্চিন্ততায় বলতে পেরেছেন, তা'র রাজলক্ষ্মী অচঞ্চলা?…রাজা উগ্রস্বভাব হ'লে তিনি উদ্বিগ্না, আর কোমল স্বভাব হ'লে তিনি সংশয়াচ্ছন্না—তার ভয়, সুযোগ এলেই রাজা তার অনাদর করবেন। মূর্খ, নির্বোধ নৃপতির তো তিনি কাছেই যান না—ঘৃণায় তা'কে সরিয়ে দেন। আবার বিদ্বান, বুদ্ধিমান নৃপতির উপরেও তিনি অনুরক্তা নন। বীর, পরাক্রমশালী রাজার ভয়ে তিনি ভীতা, আবার কাপুরুষ, ভীরু রাজা তার উপহাসের পাত্র।…উঃ, কি অদ্ভুত এই রাজলক্ষ্মী! ইনি যেন কামুক পুরুষদের নিয়ে ক্রীড়ারতা হাস্যলাস্যে মুখরা বারাঙ্গনা! কোনও পুরুষই এর তুষ্টি বিধান করতে পারছে না।

…হ্যাঁ, স্বাধীনতা চাই! রাজার স্বাধীনতা অবশ্যই চাই। পূজনীয় চাণক্যের

কাছে আমি তা স্বীকারও করেছি।…হঁ্যা, স্বাধীনভাবেই আমি চলব। গুরুদেবের আদেশই আমার শিরোধার্য। স্বাধীনভাবে রাজকার্য সাধনের আদেশ তিনি আমায় দিয়েছেন।

গুরুদেব বলেছেন, তাঁর সঙ্গে আমার মতের বিরোধ হয়েছে, এই ভান ক'রে কিছুকাল স্বাধীনভাবে আমাকে রাজকার্য চালনা করতে হবে…আমি তাই করব।…গুরুদেবের আদেশই আমার শিরোধার্য।

…হঁ্যা, আমি স্বাধীন। বাইরে—প্রজাবর্গের কাছে। গুরুদেবের আদেশে আমি সেই ভাবেই চলব। আমার এই স্বাধীনতা তাঁরই ইচ্ছায় পরিচালিত হবে।…হঁ্যা, আমি বুঝতে পারছি গুরুদেবের আদেশের মর্মবাণী।…আমার চিন্তা মালিন্যমুক্ত হয়ে যাচ্ছে, আমি দূরে, দূরে—এর সূক্ষ্ম তাৎপর্য উপলব্ধি করছি। গুরুদেব! আপনাকে প্রণাম! আমার বুদ্ধি অপরিপক্ক ছিল, তাই আপত্তি করেছিলাম আপনার কাছ থেকে বিচ্যুত হয়ে স্বাধীন হ'তে। না-না-আমি আপনার কাছ থেকে একটুও বিচ্যুত হই নি। আমি আপনারই আদেশ শিরোধার্য ক'রে স্বাধীনভাবে রাজকার্য করব।…

সৎ কার্য করলে গুরু কখনই তা'কে বারণ করেন না।…কিন্তু ভুল পথে পরিচালিত হয়ে কেউ যদি সৎ কার্য থেকে বিরত হয় তা হ'লে গুরু তাঁকে অবশ্যই বারণ করেন। তাই পূজনীয় চাণক্য আমাকে স্বাধীনভাবে চলতে বলেছেন! আমি তাই চলব।

(প্রকাশ্যে) মাননীয় বৈহীনরী! কোন পথে যেতে হবে সেই সুগাঙ্গ-প্রাসাদে?

[কঞ্চুকীর পুনঃ প্রবেশ]

বৈহীনরি। মহারাজ! এই, এই পথ দিয়ে আসুন। (অভিনয় প্রণালীতে পাদক্ষেপ ক'রে) এই এই হচ্ছে সুগাঙ্গ-প্রাসাদ। মহারাজ, ধীরে ধীরে উঠে যান।

রাজা। (অভিনয়ের প্রণালীতে আরোহণ, তারপর চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে)
কি রমণীয় এই শরৎকাল!
শান্ত, সমাহিত, কি মধুর—আজ এই প্রকৃতি!
ঐ শুভ্র শারদ মেঘ আকাশের গায়ে যেন নদীর
বালুকাময় চড়ার মত দেখাচ্ছে! কি রমণীয় এই দৃশ্য!
ঐ সারস পক্ষীগুলির কেমন সুললিত কণ্ঠস্বর!

ঐ যে নক্ষত্ররাজি—যেন সরোবরে প্রস্ফুটিতা
অসংখ্য কুমুদ-কলিকা আপন শোভায় যেন দশটা দিককেই উদ্ভাসিত ক'রে
তুলেছে !
মনে হচ্ছে, আকাশ থেকে যেন নেমে আসছে অমৃত ধারা !
আর কি আশ্চর্য ! বর্ষার সমাগমে যে জলরাশির ঘটেছিল
অনমনীয় প্রসার ও বৃদ্ধি, এই শরৎকাল যেন তাকে সঙ্কুচিত
করে দিয়েছে ! ঐ দেখুন, জলের আর সে উদ্দামতা নেই,
কেমন স্থির, কেমন অচঞ্চল, কেমন সীমায়িত হয়ে গেছে সে !
আর ঐ দেখুন, বর্ষার যে ধান গাছগুলি শ্যামল যৌবনের গর্বে
বুক ফুলে দাঁড়িয়েছিল তারা কেমন শস্যভারে অবনত হয়ে পড়েছে ?
মেঘ সমাগমে ময়ূরগুলি যে ভীষণ গর্বে উদ্বেল হয়ে উঠত, শরৎকাল
তাদের সে গর্বও যেন হরণ করেছে !
ঐ দেখুন গঙ্গা ! দুরন্ত বর্ষায় বহু কামুক, লম্পট যেন ওকে কলুষিতা ক'রে দিয়ে
গেছে, আজ সে ক্ষীণা। কিন্তু এই শরৎ এসেছে তার স্বামীর মত,
তাকে যেন হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে সমুদ্র স্নানে !
কি আশ্চর্য ! এই এক শরৎকালই যেন সকল রকম শিক্ষাই দিচ্ছে !

[অভিনয়ের প্রণালীতে সকল দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে]

ও হে ! কুসুমপুরে কৌমুদী মহোৎসব যে আরম্ভ হয় নি দেখছি। আর্য ! বৈহীনরী ! আপনি আমার আদেশে কুসুমপুরে কি কৌমুদী মহোৎসবের কথা ঘোষণা করেন নি ?

বৈহীনরী। আজ্ঞে, আমি যথাসাধ্য ঘোষণা করেছি।

রাজা। তবে কি পুরবাসীরা আমার আদেশ গ্রাহ্য করে নি ?

বৈহীনরী। (দুই কান হাত দিয়ে ঢেকে) মহারাজ ! ও কথা বলবেন না, ও কথা বলবেন না। মহারাজের আদেশ পূর্বে কোনওদিনই স্খলিত হয় নি, আজ পুরবাসীদের কাছে স্খলিত হবে কেন ?

রাজা। তাহ'লে, কৌমুদী মহোৎসবের কোনও চিহ্নই দেখতে পাচ্ছি না কেন ? কোথায় সেই সুন্দরী বারাঙ্গনাগণ ? সুসজ্জিতা বারাঙ্গনাদের মৃদুমন্দ পাদ-সঞ্চালনে আমার এই রাজধানীর রাজপথ তো অলঙ্কৃত হয় নি ? আমি তো কোথাও বারাঙ্গনাদের পিছু পিছু সুবেশধারী লম্পটদের চলতে দেখছি না ?

আর ধনী পুরবাসীরাই বা কেন আপন আপন ধনসম্পদের বড়াই ক'রে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে হাসি ও আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়ে আমাদের চিরাচরিত কৌমুদী মহোৎসব করছেন না ?

বৈহীনরী। তা, মহারাজ, কথাটা ঠিকই বটে।

রাজা। কেন, এরূপ হ'ল ?

বৈহীনরী। মহারাজ !...হ্যাঁ, তা ঠিক—এই...কোনও একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে।

রাজা। আর্য ! স্পষ্ট ক'রে বলুন, কারণটা কি।

বৈহীনরী। মহারাজ ! রাজধানীতে কৌমুদী মহোৎসব উদ্‌যাপন নিষিদ্ধ হয়েছে।

রাজা। (ক্রোধের সঙ্গে) আঃ, কে নিষেধ করেছে, স্পষ্ট করে বলুন।

বৈহীনরী। যা বলেছি তার বেশী আমরা মহারাজকে জানাতে পারব না।

রাজা। এমন সুন্দর মহোৎসব থেকে পুরবাসীদের নিরস্ত করার সাহস হল কা'র ? আর্য চাণক্য এ নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন নি ত ?

বৈহীনরী। মহারাজ ! মহামতি চাণক্য ভিন্ন আর কোনো ব্যক্তি জীবিত থাকবার ইচ্ছা থাকলে মহারাজের আদেশ লঙ্ঘন করতে পারে ?

রাজা। শোনোত্তরে ! আমি একটু বসতে চাইছি।

শোনোত্তরা। মহারাজ ! এই যে সিংহাসন, বসুন।

রাজা। (অভিনয়ের প্রণালীতে উপবেশন) আর্য ! বৈহীনরী ! পূজ্যপাদ চাণক্যের দর্শন লাভ কামনা করছি।

বৈহীনরী। যথা আজ্ঞা, মহারাজ। (বৈহীনরীর প্রস্থান)

[যেন নিজের বাড়ীতেই রয়েছেন এমনভাবে উপবিষ্ট চাণক্যের প্রবেশ। এখানে চাণক্যের বাড়ীর দৃশ্য থাকবে, দ্বিতীয় পর্দার আড়ালে। পর্দা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে চাণক্যকে দেখা যাবে।]

চাণক্য। (কৃত্রিম ক্রোধের অভিনয় ক'রে)

(স্বগত) দুরাত্মা রাক্ষস আজও আমার সঙ্গে স্পর্ধা করবার সাহস করছে ! রাক্ষস কি আজও ভীত শঙ্কিত, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছেনা ?

সে আজও বুঝতে পারছেনা এই কালভুজঙ্গ চাণক্যের স্বরূপ ? সে মনে করছে, নন্দকুলকে উচ্ছেদ ক'রে আমি যেমন চন্দ্রগুপ্তকে রাজা করেছি, ঠিক তেমনি ভাবেই আমি চন্দ্রগুপ্তকেও একদিন সরিয়ে দেব। আর এরকম

মনোভাব নিয়েই রাক্ষস আমার বুদ্ধিকেও ম্লান ক'রে দেবার সাহস দেখাচ্ছে। [প্রত্যক্ষের ন্যায় শূন্যে লক্ষ্য ক'রে] রাক্ষস! এই দুঃসাহস থেকে বিরত হও। তুমি কি একবারও ভেবে দেখছনা—মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত নন্দ নয়, আর তুমিও চাণক্য নও? তুমি কি জাননা, নন্দরাজ ছিল অহঙ্কারী, আত্মাভিমানী আর তা'র মন্ত্রীরা ছিল একেবারে নিকৃষ্ট?...তা হ'লে বলতে পার, তোমার এই দুঃসাহসের কারণ কি?...যাক্...তোমার ব্যাপার নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না।

তবে, হঁ্যা, রাক্ষস—প্রভুভক্ত নন্দমন্ত্রী শোনো, মলয়কেতুর চারদিকেই এখন আমার অনুচরেরা সক্রিয় রয়েছে, সিদ্ধার্থক ও অন্যান্য গুপ্তচরগণ আমার আদেশ পালন করবার জন্যে সর্বদা প্রস্তুত হয়ে আছে। মলয়কেতুর কাছ থেকে তোমাকে আমি সরিয়ে দেবো—এতে কোনও সন্দেহ নেই, সেজন্যেই চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে কলহের এই ফাঁদ পেতেছি।

[কঞ্চুকী বৈহীনরীর প্রবেশ]

বৈহীনরী। উঃ, কি জীবন আমার! পরের দাসত্ব কি ভয়ঙ্কর!
ভয়, কেবল ভয়—আমার মত এই দাসদের।
রাজাকে ভয়, তা'র মন্ত্রীকে ভয়, রাজার প্রিয় লোকদের ভয়।
শুধু কি তাই? যে সব ধূর্ত রাজ-অনুগ্রহ লাভ ক'রে
রাজপুরীতে বাস করছে, তাদেরও ভয় না করলে উপায় নেই।
আহা! ধিক্ এই দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ জীবনকে।
দারিদ্র্যের জ্বালায় দু-মুঠো অন্নের জন্যে আজ এই দাসত্ব
বরণ করতে হচ্ছে, সত্য গোপন করে খোসামোদ করতে
হচ্ছে! কি ঘৃণ্য, কি জঘন্য এই কুক্কুরবৃত্তি!

[মঞ্চের উপর কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে] এই তো দেখছি মাননীয় চাণক্যের বাড়ী। দেখি, বাড়ীর ভিতরে ঢুকে। [অভিনয়ের প্রণালীতে বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ ক'রে] কি আশ্চর্য! রাজাধিরাজের প্রধানমন্ত্রীর নাকি এই ঐশ্বর্য! ঐ যে ওখানে গোময়, ওখানে কুশরাশি। মহামতি চাণক্যের ছাত্রেরা নিশ্চয়ই জড় ক'রে রেখেছে। আঃ কি ছিরি এই ঘরখানির! চালের উপর শুষ্ক সমিধ—ভারে যেন ভেঙে পড়ছে! আর, দেওয়ালগুলোও যে কত পুরানো তার ইয়ত্তা নেই।

…এই জন্যেই ইনি মহারাজ চন্দ্রগুপ্তকে ‘শূদ্র’ বলে ডেকে থাকেন। তা ডাকবেন নাই বা কেন? যারা দরিদ্র তারা ধন লাভের আশাতেই ধনীর স্তব করেন, রাজাদের যে সকল গুণ নেই, সেই সকল গুণ আরোপ ক’রে থাকেন। কিন্তু চাণক্য? একেবারে নিস্পৃহ—ধনলাভের কোনও আকাঙ্খাই তার নেই। [উপবিষ্ট চাণক্যকে লক্ষ্য ক’রে সভয়ে] ও! এই যে মাননীয় চাণক্য!

এঁরই বুদ্ধিতে নন্দরাজের অনুচরেরা আজ অভিভূত!

নন্দকুল আজ সমূলে উৎপাটিত!

আর চন্দ্রগুপ্তের রাজলক্ষ্মীও অচঞ্চলা।

সূর্য তেজের মত ইনি যেন শীত ও গ্রীষ্ম সৃষ্টি ক’রে চলেছেন,

আবার নিজে সেই তেজকেও অভিভূত করেছেন!

[জানুযুগল দিয়ে ভূমিস্পর্শ ক’রে প্রণাম] আর্যের জয় হোক।

চাণক্য—(অভিনয়ের প্রণালীতে দর্শন ক’রে) বৈহীনরী! আপনার আগমনের কারণ?

বৈহীনরী—আর্য! যাঁর চরণ যুগলকে বন্দনা করবার জন্যে আজ ভারতের রাজকুল সর্বদা ব্যস্ত, সেই মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত আপনার চরণ যুগলে শতকোটি প্রণিপাত জানিয়ে বলেছেন, অন্য কার্যরূপ বিঘ্ন যদি না থাকে তা হলে মাননীয় গুরুদেবের দর্শন লাভ প্রার্থনা করছি।

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত আমার দর্শন যাজ্ঞা করছে! বৈহীনরী! আমি যে কৌমুদী মহোৎসবের নিষেধ করেছি, তা চন্দ্রগুপ্তের কানে যায় নি ত?

বৈহীনরী। আর্য! হ্যাঁ, গিয়েছে।

চাণক্য। (সক্রোধে) আঃ! কে এই মূঢ়ের কাজ করেছে? কে এই বৃত্তান্ত চন্দ্রগুপ্তকে বলেছে?

বৈহীনরী। (সভয়ে) আর্য! প্রসন্ন হোন। এ ব্যাপারে কারুরই দোষ নেই। মহারাজ নিজেই সুগাঙ্গ প্রাসাদে গিয়ে দেখে এসেছেন, কুসুমপুরে কৌমুদী—মহোৎসব আরম্ভ হয় নি।

চাণক্য। ও! বুঝেছি। তা হ’লে আপনারাই ভিতরে ভিতরে চন্দ্রগুপ্তকে উত্তেজিত ক’রে ক্রুদ্ধ করেছেন। এ ছাড়া, আর কি হতে পারে?

বৈহীনরী। (ভয় অভিনয় ক’রে অধোবদনে নীরব রইলেন।)

চাণক্য। কি আশ্চর্য! আজ রাজপরিজনবর্গ চাণক্যের উপরেই রুষ্ট হয়ে পড়ল!

বৈহীনরী! চন্দ্রগুপ্ত কোথায়?

বৈহীনরী। (ভয় অভিনয় ক'রে) আর্য! মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত স্বয়ং সুগাঙ্গ প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে আপনার চরণ সমীপে আমাকে প্রেরণ করেছেন।

চাণক্য। (গাত্রোত্থান ক'রে) কঞ্চুকি! সুগাঙ্গ প্রাসাদের পথ দেখিয়ে দাও।

বৈহীনরী। আর্য! এই যে! এই পথ দিয়ে আসুন (পথ প্রদর্শনের অভিনয়)।

[চাণক্য ও কঞ্চুকি পাদক্ষেপ করতে লাগলেন]

বৈহীনরী। এই সুগাঙ্গ প্রাসাদ। আর্য! আস্তে আস্তে উঠুন।

চাণক্য। (অভিনয়ের প্রণালীতে আরোহণ ক'রে দৃষ্টি নিক্ষেপ) ওঃ! চন্দ্রগুপ্তকে দেখছি। রাজ-সিংহাসনে বসে আছে। ভাল, ভাল।

এই সিংহাসনেই উপবেশন ক'রে গেছে রাজধর্ম লঙ্ঘনকারী নন্দকুল।

আজ তা'রা কোথায়? এই সিংহাসন কি তা'দের যোগ্য?

রাজশ্রেষ্ঠ চন্দ্রগুপ্ত আজ এখানে সমাসীন, এই সিংহাসন তারই উপযুক্ত।

আজ বড়ই আনন্দের দিন। পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ,

উপযুক্ত সিংহাসনে আজ যোগ্য সম্রাট সমাসীন।

(চন্দ্রগুপ্তের নিকটবর্তী হ'য়ে) জয়তু, জয়তু, চন্দ্রগুপ্ত।

রাজা। (আসন থেকে সসম্মানে গাত্রোত্থান ক'রে) আর্য! চন্দ্রগুপ্তের প্রণাম গ্রহণ করুন। (চাণক্যের চরণ যুগলে মস্তক স্থাপন)।

চাণক্য। (চন্দ্রগুপ্তের হাত ধ'রে তুলে) বৎস। ওঠো, ওঠো। আশীর্বাদ করছি। পৃথিবীর অগণিত রাজকুল তোমার বশীভূত হোন, তাঁদের মুকুটমণির কিরণ-জালে তোমার চরণযুগল রঞ্জিত হোক।

রাজা। ভগবন্! আপনার অনুগ্রহে সেটা অনুভব করতে পারছি, তাই ওর জন্যে কোনও আকাঙ্খা পোষণ করিনা। আর্য! আসন গ্রহণ করুন। (দুই জনের যথাস্থানে উপবেশন)।

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত! আমায় ডেকে পাঠিয়েছ কেন জানতে পারি কি?

রাজা। আপনার দর্শনলাভে নিজেকে অনুগৃহীত করবার জন্যে।

চাণক্য। (ঈষৎ হাস্য ক'রে) চন্দ্রগুপ্ত! এ বিনয়ের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন না থাকলে প্রভুরা কখনও ভৃত্যকে ডেকে পাঠান না। সুতরাং, কি জন্য ডেকেছ, বল।

রাজা—আর্য ! আপনি কৌমুদী মহোৎসব বন্ধ হওয়ার কি ফল দেখলেন ?

চাণক্য—(ঈষৎ হাস্য) চন্দ্রগুপ্ত ! তা হ'লে আমাকে তিরস্কার করবার জন্যই ডেকেছ ?

রাজা—আর্য ! আপনাকে তিরস্কার ?

চাণক্য—তবে কি জন্য ?

রাজা—কোন বিষয় আপনার চরণে নিবেদনের জন্য ।

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত ! তাই যদি হয়ে থাকে, তাহ'লে গুরুজনদিগের ইচ্ছানুসারেই চলা উচিত।

রাজা। আর্য ! তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনও প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্য না থাকলে কোনও বিষয়েই আপনার ইচ্ছা হবে না, এও আমি জানি। তাই, এ ব্যাপার সম্পর্কে আমি জানতে চাইছি।

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত ! তুমি আমাকে ঠিক বুঝেছ। বিনা প্রয়োজনে চাণক্য স্বপ্নেও কোন অভিপ্রায় করে না।

রাজা। আর্য ! এই জন্যই আপনার প্রয়োজন শুনতে চাইছি।

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত ! শোন। এই রাজ্য পরিচালনার জন্যে নীতিশাস্ত্রকারগণ তিন রকম সিদ্ধির কথা বলেছেন। প্রথম, যা কেবল রাজার মতের অধীন, দ্বিতীয়, যা কেবল মন্ত্রীর মতের অধীন, তৃতীয়, যা রাজা এবং মন্ত্রী—এই দুয়েরই মতের অধীন। তোমার সর্বপ্রকার সাফল্যই মন্ত্রীর মতের অধীন। সুতরাং কি প্রয়োজনে আমি কাজ করেছি, তা তোমার অনুসন্ধান ক'রে লাভ কি ? কারণ, যা করা হচ্ছে তার জন্যে আমিই দায়ী থাকব।

রাজা। (যেন ক্রুদ্ধ হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।)

[নেপথ্যে দুজন স্তুতিপাঠক পাঠ করতে লাগল।]

প্রথম।

শুভ্র কাশপুষ্পসম যাঁহার বিভূতি
শুক্লবর্ণ করি তোলে অনন্ত আকাশ,
চন্দ্রমা কৌমুদী যেথা শ্বেতশোভা করে
দান ঘনকৃষ্ণ হস্তিচর্মে, গলে যাঁর
নিত্য শোভে শুভ্রবর্ণ কাঞ্চনের মালা
সেই শিবতনু শরদৃঋতুর মত
করুক বিনাশ সর্বদুঃখ অকল্যাণ।

বিষধর সর্পফণা উপাধান যাঁর
অনন্ত নাগের দেহে যাঁহার শয়ন
নিদ্রাভঙ্গে তাম্রবর্ণ নয়ন যুগল
জলসিক্ত, বক্র দৃক্‌পাত ; গোবিন্দের
সেই নেত্র তোমাদের করুক রক্ষণ।

দ্বিতীয়। অহো নরনাথ!
বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিরূপে
অপূর্ব শক্তির নিধি যত রাজগণ।
এই শক্তিবলে হস্তিযূথপতি শূর
হয় পরাজিত, রাজার গৌরব তাই ছড়ায় ভুবনে।
সিংহ যথা দন্তভঙ্গ সহে না কখনো
সেইরূপ সার্বভৌম নৃপতিও কভু
সহিতে পারে না তাঁর নির্দেশ লঙ্ঘন।
বসন ভূষণে আর সিংহাসনে বসি
হয় না ভূপতি, নরপতি তারে গণি
আদেশ যাহার কভু হয় না লঙ্ঘিত।

চাণক্য। (স্বগত) প্রথম বৈতালিক তো উপস্থিত শরৎকালের স্তুতিগান করল। আর মহেশ্বর ও বিষ্ণুর স্তবরূপে ঐ গান হয়েছে আশীর্বাদ। কিন্তু দ্বিতীয় বৈতালিকের উদ্দেশ্যটা কি?...কেমন যেন মনে হচ্ছে...ঠিক বুঝতে পারছি না। (আরও গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে) ও! এবার বুঝেছি, এটা রাক্ষসের প্রয়োগ। দুরাত্মা রাক্ষস! মনে করেছ, তোমার কৌশল আমি ধরতে পারব না? তুমি জান না, চাণক্যের চক্ষু অতন্দ্র, তার অন্তর্দৃষ্টি পাষাণভেদী।

রাজা। আর্য! বৈহীনরি! এই বৈতালিক দুজনকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দান করান।

বৈহীনরি। মহারাজ যা আদেশ করেন। (প্রস্থানোদ্যম)

চাণক্য। (ক্রোধের সঙ্গে) বৈহীনরি! থাম, থাম বলছি। তোমায় যেতে হবে না। চন্দ্রগুপ্ত! অপাত্রে এই বিপুল অর্থব্যয় কেন?

রাজা। আপনি আমার সব কাজেই এরূপ বাধা দিতে থাকায় এই রাজ্য আমার কাছে শৃঙ্খল হয়ে উঠেছে, কিছুতেই ভাবতে পারছি না—আমি রাজা, রাজত্ব করছি।

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত! তোমাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি—যারা নিজেরা রাজকার্য করেন না সেই সব রাজাদেরই এরকম মনোভাব সৃষ্টি হয়ে থাকে। যদি তুমি বর্তমান অবস্থা সহ্য করতে না পার, তাহলে নিজেই রাজকার্যে মন দাও।

রাজা। আজ থেকেই আমি নিজে রাজকার্যে মন দিচ্ছি।

চাণক্য। বেশ, তাই হোক। আমিও নিজের কার্যে মনোনিবেশ করছি।

রাজা। আর্য! যদি আমিই রাজকার্যের জন্য দায়ী হয়ে থাকি, তাহলে শুনতে চাই কৌমুদী-মহোৎসব নিষিদ্ধ করার প্রয়োজন কি ছিল?

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত! কৌমুদী-মহোৎসব অনুষ্ঠানেরই বা কি প্রয়োজন, আমি তোমার কাছ থেকে তাই শুনতে চাই।

রাজা। প্রথম প্রয়োজন এই যে, আমার আদেশ পালন।

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত! আমারও প্রথম প্রয়োজন তোমার আদেশের বাধা দেওয়া। কারণ, তুমি নিশ্চয়ই জান—

দূর দূরান্তের নরপতিগণ আজ তোমার কাছে এসে মস্তক অবনত করে যে আজ্ঞা পালন করেন, সে আজ্ঞা আমারই। এতে তোমার বিনয়ই প্রকাশ পায়, তুমি প্রভু হয়েও বিনীত—এই সত্যই প্রকাশিত হয়।

রাজা। বেশ, আপনার অন্য প্রয়োজনগুলির কথা বলুন।

চাণক্য। হ্যাঁ, সবই বলব।

রাজা। বলুন।

চাণক্য। শোনোত্তরা! কায়স্থ অচলদত্তকে গিয়ে বল—"ভদ্রভট প্রভৃতিরা অসন্তুষ্ট হয়ে এখান থেকে চলে গিয়ে মলয়কেতুর আশ্রয়ে উপস্থিত হয়ে যে প্রমাণপত্র লিখেছিল, সেই প্রমাণপত্র দাও।" বলবে, আর্য চাণক্যের আদেশ।

শোনোত্তরা। আর্য যাহা আদেশ করেন। (প্রস্থান ও পুনরায় মঞ্চে প্রবেশ ক'রে) আর্য! এই নিন সেই পত্র।

চাণক্য। (পত্র গ্রহণ ক'রে) চন্দ্রগুপ্ত! শোনো, পত্র পড়ে শোনাচ্ছি।

রাজা। বেশ, শুনছি।

চাণক্য। (পত্র পাঠ করতে লাগলেন) আপনাদের মঙ্গল হোক। যাঁরা প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি লাভ করছেন, সেইসব প্রধান প্রধান রাজপুরুষ এখান থেকে চলে গিয়ে মলয়কেতুকে আশ্রয় করেছেন। এই পত্রখানা তাদেরই পরিচয় জ্ঞাপক। এঁদের মধ্যে আছেন প্রথম হস্তি-

সৈন্যাধ্যক্ষ ভদ্রভট, অশ্ব-সৈন্যাধ্যক্ষ পুরুষদত্ত, প্রধান দৌবারিক চন্দ্রভানুর ভাগিনেয় হিঙ্গুরাত, মহারাজের পরম্পরা সম্পর্কে আত্মীয় মহারাজ বলগুপ্ত, মহারাজেরই বাল্যসেবক রাজসেন, সেনাপতি সিংহবল দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভাগুরায়ণ, মালব রাজপুত্র রোহিতাক্ষ এবং ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বিজয়বর্মা।

(স্বগত) এরা সবাই সঙ্গোপনে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের কাজ করছে। (প্রকাশ্যে) তা, এই পর্যন্তই এই পত্র।

রাজা। আর্য! এই প্রধান রাজপুরুষদের অসন্তোষের কারণ কি?

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত! শোন; এদের মধ্যে এই যে গজাধ্যক্ষ ভদ্রভট এবং অশ্বাধ্যক্ষ পুরুষদত্ত—এরা দুজনেই মদ, মেয়ে মানুষ আর মৃগয়ায় আসক্ত হয়ে পড়েছিল, তাই আমি ওদের আপন আপন পদ থেকে নামিয়ে কেবল অন্নবস্ত্র দিয়ে রেখেছিলাম। এজন্যই ওরা অসন্তুষ্ট হয়ে মলয়কেতুর কাছে গিয়ে আপন আপন পদেরই ব্যবস্থা করে নিয়েছে।

আর, এই যে হিঙ্গুরাত ও বলগুপ্ত—এরা অত্যন্ত লুব্ধ-প্রকৃতি। আমরা এদের দুজনকে যে বেতন দিচ্ছিলাম তার চেয়ে বেশী বেতন পাবে মনে ক'রে এরা মলয়কেতুকে গিয়ে আশ্রয় করে। আর, ঐযে তোমার বাল্যসেবক রাজসেন, সেও তোমার অনুগ্রহে হঠাৎ প্রচুর ঐশ্বর্য লাভ ক'রে আশঙ্কা করতে থাকে—ভবিষ্যতে হয়তো তাকে এ ঐশ্বর্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে। তাই মলয়কেতুর কাছে চলে গিয়েছে। আর এই যে, সেনাপতি সিংহবল দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভাগুরায়ণ—এরও পর্বতকের সঙ্গে গোপন প্রণয় হয়েছিল। তাই পর্বতক-পুত্র মলয়কেতুর প্রতি স্নেহবশতঃ তার পক্ষাবলম্বন করেছে। "আপনার পিতাকে চাণক্যই বিনষ্ট করিয়েছে"; এইভাবে ভয় দেখিয়ে সে মলয়কেতুকে আমাদের আয়ত্তের বাইরে নিয়ে গিয়েছে। তোমার অহিতকারী চন্দনদাস প্রভৃতিকে যখন দণ্ড দেওয়া হয়, তখন ভাগুরায়ণও মনে করে যে, তারও দণ্ডভোগের আশঙ্কা আছে এবং সেই আশঙ্কার বশেই সে মলয়কেতুর আশ্রয়ে চলে গিয়েছে। মলয়কেতুও ভাগুরায়ণকেই প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেছে, কারণ মলয়কেতু মনে করেছে—ইনি শুধু আমার পিতার সখাই নন, আমারও প্রাণরক্ষা করেছেন।

আর এই যে রোহিতাক্ষ ও বিজয়বর্মা—এরাও এত আত্মাভিমানী যে, তুমি ওদের জ্ঞাতিবর্গকে সম্মান করায় তা সহ্য করতে না পেরে মলয়কেতুর

পক্ষাবলম্বন করেছে। এদের বিরাগের এই কারণ।

রাজা। আর্য? এদের বিরাগের কারণ জেনেও কেন আপনি যথাসময়ে তার প্রতিবিধান করলেন না?

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত! প্রতিবিধান করা দরকার মনে করি নি।

রাজা। নিজের যোগ্যতার অভাবে? না কোনও প্রয়োজন সাধনের জন্য?

চাণক্য। যোগ্যতার অভাব হবে কেন? নিশ্চয়ই কোন প্রয়োজন সাধনের জন্য।

রাজা। প্রতিবিধান না করার সেই প্রয়োজনটা কি এখন আমি শুনতে চাই।

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত! শোনো, বলছি। কথাগুলো অবশ্যই মনে রাখবে।

রাজা। বলুন, শুনছি। অবশ্যই মনে রাখব।

চাণক্য। রাজ্যে যদি প্রজাদের মধ্যে কাউকে অসন্তুষ্ট দেখা যায় তা'হ'লে দুই রকম প্রতীকার হতে পারে—এক অনুগ্রহ, দ্বিতীয় নিগ্রহ। ভদ্রভট পুরুষদত্তের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, যদি তাদের অনুগ্রহ করতে হয় তা হ'লে তাদের আবার স্ব স্ব পদে স্থাপন করতে হয়। কিন্তু এই ব্যসনাসক্ত লোকদের পুনরায় পূর্বের পদাধিকার দেওয়া হ'লে রাজ্যের একমাত্র মূল শক্তি হস্তী ও অশ্বকে তা'রা উৎসন্নই করবে। আর হিঙ্গুরাত ও বলগুপ্ত এত লুব্ধ স্বভাবের যে, গোটা রাজ্যের সম্পদ্ যদি তাদের ভোগের জন্যে উৎসর্গ করা হয়, তবু তা'রা সন্তুষ্ট হবে না। তাই, এদের অনুগ্রহ করা শক্তি বহির্ভূত। আর রাজসেন আপন ধননাশের ভয়ে এবং ভাগুরায়ণ আপন প্রাণনাশের ভয়ে আকুল। সুতরাং তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের সম্ভাবনা কোথায়? রোহিতাক্ষ ও বিজয়বর্মার জ্ঞাতিদিগকে তুমি সম্মান প্রদর্শন করেছ বলে তা'রা ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মরছিল। তুমি তাদেরও যদি সম্মান দেখাও, তাহলেও তারা মনে করবে অপমানই করা হচ্ছে কারণ তাদের মত অভিমানী দ্বিতীয়টি কোথায়ও খুঁজে পাবেনা। এজন্য এদের কারুর প্রতিই অনুগ্রহ দেখাই নি। এবার দেখ, নিগ্রহ করা উচিত কিনা। আমরা অল্পদিন মাত্র নন্দের সম্পত্তি হস্তগত করেছি, এ অবস্থায় তোমার সঙ্গে সঙ্গে যা'রা উন্নতিলাভ করেছে সেই সব প্রধান লোকগুলোকে যদি ভয়ঙ্কর দণ্ড দিয়ে নিগ্রহ করি, তাহ'লে নন্দবংশের প্রতি অনুরক্ত লোকেরা আমাদের প্রতি আদৌ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে না। তাদের বিশ্বাস হারাতে চাইনা বলেই নিগ্রহের পন্থাও পরিত্যাগ করেছি।

আর আমাদের এই নীতির সুযোগ নিয়েই পিতৃহত্যায় ক্রুদ্ধ পর্বতক-পুত্র মলয়-কেতু রাক্ষসের উপদেশে আমাদেরই কর্মচারীদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করছে এবং তাদের সহায়তায় ও বিশাল ম্লেচ্ছ সেনাবাহিনীর শক্তির জোরে আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণের তোড়জোড় করছে। সুতরাং এই আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য এখনই প্রস্তুতি প্রয়োজন, আর তার জন্য দরকার দুর্গ সংস্কার। সেখানে কৌমুদী-মহোৎসব ক'রে কি হবে? এ জন্যই আমি কৌমুদী-মহোৎসব নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছি।

রাজা। এ বিষয়ে বহু জিজ্ঞাস্য আছে।

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত! মন খুলে জিজ্ঞাসা কর, কারণ এ বিষয়ে আমারও বহুতর বক্তব্য আছে।

রাজা। যে মলয়কেতু আমাদের এই সর্বপ্রকার অনর্থের কারণ, পলায়ন করবার সময়ে আপনি তাকে উপেক্ষা করলেন কেন?

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত! মলয়কেতুর পলায়ন উপেক্ষা না করলে দুই প্রকার ব্যবস্থা করা যেত—অনুগ্রহ অথবা নিগ্রহ। অনুগ্রহ করতে হলে প্রতিশ্রুত অর্ধরাজ্য তা'কে সমর্পণ করতে হয়। পক্ষান্তরে, নিগ্রহ করা হলে পর্বতককে আমরাই হত্যা করিয়েছি এই কথা নিজেদেরই স্বীকার করতে হয়। আবার, প্রতিশ্রুত অর্ধরাজ্য দান করা হলেও তা বিনষ্টই হল, পর্বতকের হত্যার কোনও ফললাভ হবে না, কৃতঘ্নতারূপ পাপই শুধু বরণ ক'রে নিতে হবে। তাই, মলয়কেতুর পলায়ন উপেক্ষা করেছি।

রাজা। আর্য! আপনার বক্তব্য যুক্তি সঙ্গতই বটে। কিন্তু রাক্ষস এই কুসুমপুর নগরীর ভিতরেই বিদ্যমান ছিলেন, অথচ আপনি তাকে উপেক্ষা করেছেন। এ বিষয়ে আপনার কি উত্তর আছে?

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত! আপন প্রভুর প্রতি রাক্ষসের ভক্তি অচল এবং তিনি এই নগরীতে দীর্ঘকাল বাস করেছেন। এই কারণেই তিনি চরিত্রাভিজ্ঞ নন্দানুরক্ত প্রজাবর্গের অত্যন্ত বিশ্বাসের পাত্র, তদুপরি বুদ্ধি ও পুরুষকারশালী সহায়-সম্পদযুক্ত এবং অর্থবলে বলীয়ান। এই নগরীর ভিতরে অবস্থান ক'রে তিনি নিশ্চয়ই প্রজাবর্গের ভিতর গুরুতর কোপ সৃষ্টি করতেন। আর দূরে থেকে কোপ জন্মাবার চেষ্টা করলেও তার প্রতীকার আমাদের পক্ষে দুষ্কর হবে না। এ কথা ভেবেই যাবার সময় তাকে উপেক্ষা করেছি।

রাজা। তাহলে, তিনি এখানে যখন ছিলেন তখন কৌশল ক'রে তাকে ধরবার চেষ্টা করলেন না কেন ?

চাণক্য। ধরবার চেষ্টা করব কি ক'রে ? কারণ, নানা কৌশল করেই বক্ষোবিদ্ধ পেরেকের মত তাকে উদ্ধার ক'রে নগর থেকে দূর ক'রে দিয়েছি, আর এই দূর ক'রে দেবার কারণ তো তোমায় বললাম।

রাজা। আর্য ! বিক্রম প্রকাশ ক'রে ধরলেন না কেন ?

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত ! উনি যে রাক্ষস ! বিক্রম প্রকাশ করতে গেলে হয় আত্মহত্যা করতেন না হয় উনি তোমার সৈন্য নষ্ট করতেন। দুদিক থেকেই ক্ষতির কারণ হত। দেখ—রাক্ষস যদি আমাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হতেন, তাহ'লে ওরকম একজন অভিজ্ঞ, জ্ঞানী রাজপুরুষ থেকে তুমি বিচ্ছিন্ন হতে। আর তিনি যদি তোমাব সৈন্য বাহিনীর প্রধান পুরুষদের বিনাশ করতেন তাহ'লে সেটা তোমার পক্ষে গুরুতর ক্ষতির কারণই হত। তাই, কলে কৌশলে তা'কে বন্যহস্তীর ন্যায় বশীভূত করাই আমাদের লক্ষ্য।

রাজা। আর্য ! যুক্তিজাল বিস্তার ক'রে আপনার যুক্তি ও নীতি খণ্ডন করবার সামর্থ্য আমার নেই। কিন্তু অমাত্য রাক্ষস আপনাদের মধ্যে বিশেষ প্রশংসনীয়।

চাণক্য। (ক্রোধের সঙ্গে) "কিন্তু আপনি নহেন"—এ কথাই তুমি বলতে চাইছ তো ? চন্দ্রগুপ্ত ! বলতে পার, রাক্ষস কি করেছেন ?

রাজা। রাক্ষসের কাজকর্ম যদি না জানেন, তবে শুনুন। অমাত্য রাক্ষস আমাদেরই অধিকৃত নগরে আমাদেরই গলায় পাদন্যাস ক'রে যতকাল পেরেছেন, বাস ক'রে গেছেন। আমাদের সৈন্যদের জয়ঘোষণা প্রভৃতি কার্যে বলপূর্বক বাধা দিয়েছেন, তারপর নানা কূট কৌশল ক'রে আমাদের মধ্যে এমন সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টি করে গিয়েছেন যে, 'আজ চিরবিশ্বাস্য আত্মীয়বর্গের উপরেও আমাদের বুদ্ধি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছে না।

চাণক্য। (স্মিত হাস্যে) ও ! তাহলে রাক্ষস শুধু এইটুকুই করেছেন।

রাজা। হাঁ, অমাত্য রাক্ষস এত বড় কার্যই করেছেন।

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত ! আমি কিন্তু বুঝেছিলাম যে, নন্দেরই মত তোমাকে উৎখাত করে উনি তোমারই মত মলয়কেতুকে পৃথিবীর সাম্রাজ্যে আরোপিত করেছেন !

রাজা। আর্য! এ কাজ তো দৈব করেছে, এ বিষয়ে আপনার কৃতিত্ব কি আছে।

চাণক্য। (ক্রোধের সঙ্গে) হে মাৎসর্যপরায়ণ? আমি ছাড়া কোন ব্যক্তি ক্রোধের আবেগে অঙ্গুলীর অগ্রদেশ দ্বারা মস্তকের শিখাবন্ধন মুক্ত ক'রে সমস্ত লোকের প্রত্যক্ষে নন্দবংশ ধ্বংস করার গুরুতর ও ভীষণ প্রতিজ্ঞা করতে পেরেছে? তারপর' নন্দ-মন্ত্রী রক্ষসকে অগ্রাহ্য ক'রে ন' হাজার কোটি মুদ্রার অধিপতি গর্বিত ও প্রভূত শক্তিশালী নয় জন নন্দকেই পশুর ন্যায় ক্রমে ক্রমে বধ করতে পেরেছে? আজও তাদের চিতাগ্নি নির্বাপিত হয় নি, আজও দেখ মাংসভোজী পক্ষিগণ আকাশে চক্কর দিচ্ছে, তাদের পাখাগুলি যেন নিশ্চল, তাদের দৃষ্টি নিম্নের শব রাশির দিকে। চিতাগ্নির ধূপে দিঙ্‌মণ্ডল সমাচ্ছন্ন, সূর্যকিরণ দৃষ্টিগোচরের বহির্ভূত, মনে হচ্ছে আকাশমণ্ডল মেঘ-মালায় আবৃত। নন্দগণের শব রাশি শ্মশানবাসী মাংস-ভোজী প্রাণিগণের আনন্দই বর্ধন করছে।

রাজা। এ কার্য অন্যেই সাধন করেছে।

চাণক্য। কে করেছে?

রাজা। নন্দবংশের প্রতি বিদ্বেষী দৈব এ কার্য করেছে।

চাণক্য। মূর্খ! একমাত্র কর্মবিমুখ নির্বোধ লোকেরাই দৈবকে সাক্ষাৎ কার্য-সাধক বলে মনে করে।

রাজা। বিদ্বান লোকেরা কখনও আত্মশ্লাঘা করেন না।

চাণক্য। (ক্রোধ অভিনয় ক'রে) চন্দ্রগুপ্ত! চন্দ্রগুপ্ত! তুমি ভৃত্যের ন্যায় আমার মাথায় পা দিতে চাইছ।

...(মাথায় হাত বুলিয়ে এই কালভুজঙ্গী সদৃশ শিখাটাকে বন্ধন করলেও আবার এই হাত মুক্ত করবার জন্য ধাবিত হচ্ছে। (মাটিতে পাদ প্রহার ক'রে) এই চরণ আবারও প্রতিজ্ঞা-তরণীতে আরোহণ করবার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। কারণ, নন্দবংশের ধ্বংসের পর আমার ক্রোধ প্রশমিত হয়েছিল কিন্তু আজ আবার কাল ধর্মে বেষ্টিত হয়ে সেই ক্রোধানল জ্বলে উঠছে।

রাজা। (আশঙ্কা ও আবেগের সঙ্গে) হায়! আর্য চাণক্য কি সত্যই কুপিত হলেন? দেখছি—

ক্রোধে নয়নের লোমগুলি কাঁপছে, জল বিন্দুতে তা সিক্ত হয়ে উঠেছে, নয়নের

দীপ্তি ক্ষীণ তবু সেই পিঙ্গলবর্ণ দীপ্তিকে যেন আগুনের মত মনে হচ্ছে, ভ্রূকুটিই যেন তার ধূপ। ত্রিপুরাসুর বধের পর মহাদেব যখন তাণ্ডব নৃত্যে মেতে উঠে পরিবেষণ করেছিলেন রৌদ্ররস, পাদপ্রহারে সৃষ্টি করেছিলেন পৃথিবীর গুরুতর কম্প, ঠিক তেমনি কম্পই যেন আজ অনুভব করছি।

চাণক্য। (কৃত্রিম ক্রোধ সংযত ক'রে) চন্দ্রগুপ্ত! চন্দ্রগুপ্ত! আর আমার জবাব দেবার দরকার আছে বলে মনে হয় না। তুমি যদি আমার চেয়ে রাক্ষসকেই শ্রেষ্ঠ মনে ক'রে থাক তাহ'লে এই অস্ত্র তাঁকেই দাও। (এই ব'লে অস্ত্র ত্যাগ ক'রে শূন্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে স্বগত) রাক্ষস! রাক্ষস! তুমি চাণক্যের বুদ্ধি জয় করতে চেয়েছে, অথচ এই তোমার বুদ্ধির দৌড়। ধূর্ত! "চন্দ্রগুপ্তের অনুরাগ চাণক্য থেকে বিচ্যুত হবে, তারপর আমি অনায়াসে চন্দ্রগুপ্তকে জয় করব"—এই ভেবে তুমি ভেদনীতি প্রয়োগ করেছিলে। সে নীতি অচিরেই তোমার অনিষ্টের কারণ হয়ে উঠবে। [প্রস্থান]

রাজা। আর্য! বৈহীনরি! চন্দ্রগুপ্ত আজ থেকে চাণক্যকে অগ্রাহ্য ক'রে নিজেই রাজকার্য পরিচালনা করবেন—একথা প্রজাবর্গকে জানিয়ে দিন।

বৈহীনরি। (স্বগত) চাণক্য শব্দের আগে আর্য কথাটাও উচ্চারণ করলেন না যে! হায়! এই রাজত্বের অবসান সুনিশ্চিত! তবে এ বিষয়ে রাজার কোনও দোষ আছে বলে মনে হয় না। কারণ,

মন্ত্রীর দোষেই রাজা অন্যায় কার্য করেন। মাহুতের অমনোযোগের জন্যই হস্তীকে "দুষ্ট হস্তী" সংজ্ঞা লাভ ক'রে নিন্দা ভোগ করতে হয়।

রাজা। আর্য! মনে মনে কি বিচার করছেন?

বৈহীনরি। মহারাজ! না বিশেষ কিছু বিচার করছিনা। তবে একথা ভাবছিলাম যে, সৌভাগ্যক্রমে আমাদের রাজা এখন যথার্থ রাজা হলেন।

রাজা। (স্বগত) আর্য চাণক্য নিজ কর্তব্য বিষয়ের সিদ্ধি কামনা ক'রে এই কৃত্রিম কলহ দ্বারা আমায় নিগৃহীত করলেন। আর্যের অভিলাষ পূর্ণ হোক। (প্রকাশ্যে) শোনোত্তরা! এই নীরস বিবাদে আমার শিরোবেদনা উপস্থিত হয়েছে। আমার শয়ন গৃহ দেখিয়ে দাও।

শোনোত্তরা। আসুন আসুন মহারাজ।

রাজা। (স্বগত) আমি আর্য চাণক্যের আদেশেই কৃত্রিম ভাবে তাঁর গৌরব লঙ্ঘন করেছি, তবু আমার যেন লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে। আর যা'রা সত্যই গুরুজনদের গৌরব লঙ্ঘন করে, লজ্জা তাদের হৃদয় বিদারিত করে না কেন? [সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ অঙ্ক

করভক, দৌবারিক, রাক্ষস, শকটদাস, অন্যপুরুষ, কঞ্চুকী, জাজলি,
মলয়কেতু, ভাগুরায়ণ, বৌদ্ধসন্ন্যাসী জীবসিদ্ধি, প্রিয়ংবদ।

[পথিক বেশধারী করভকের প্রবেশ]

করভক। আশ্চর্য! কত দূর পথ চলে এসেছি!
প্রভুর আদেশ যদি না পেতাম তাহলে এই গুরুতর ক্লেশ ও শ্রান্তি
বরণ ক'রে এতদূর পথ পর্যটন করতাম কি?
নিজের ইচ্ছায় কেউ কি কখনও এমনিভাবে শত যোজন পথ অতিক্রম করে?
...তা যাক্। এবার একটু বিশ্রাম নিতে হবে।...হাঁ, এইতো
এসে গেছি। এইতো মন্ত্রী রাক্ষসের বাড়ী। (পরিশ্রান্তের ন্যায় পদক্ষেপ)
...দারোয়ান কে আছো এখানে?...শোনো, শোনো।
অমাত্য রাক্ষসকে জানাও, করভক নামে এক ব্যক্তি পাটলিপুত্র থেকে
এসে দ্বারে অপেক্ষা করছে।

[দৌবারিকের প্রবেশ]

দৌবারিক। ভদ্র! অত জোরে চিৎকার করবেন না। মন্ত্রী মহোদয় অসুস্থ। গুরুতর চিন্তায় রাত্রি জাগরণে ভীষণ মাথা ধরেছে, এখনও বিছানাতেই শুয়ে আছেন। একটু অপেক্ষা ক'র, যখনই দেখব বিছানা থেকে উঠেছেন, তখনই তোমার আগমন বার্তা মন্ত্রী মহোদয়কে জানাবো।

করভক। ভদ্রমুখ! আমি অবস্থান করছি, তাই কর। [মঞ্চের এক পার্শ্বে গিয়ে অবস্থান]

[পর্দা উত্তোলন। মন্ত্রী রাক্ষস শয্যায় শায়িত, চিন্তায় বিষণ্ণ মুখ। তাঁর পশ্চাতে আসনে উপবিষ্ট শকটদাস]

রাক্ষস। (স্বগত) উঃ, চোখ থেকে ঘুম যেন বিদায় নিয়েছে! কাজ আরম্ভ করতে না করতেই দৈবের প্রতিকূলতা দেখতে পাচ্ছি সর্বত্র। আর, চাণক্যের কুটিল বুদ্ধিকেও প্রশংসা না ক'রে উপায় নেই। উঃ কী ভীষণ! তাঁর

সর্বপ্রকার পরিকল্পনায় একটার পর একটা বাধা সৃষ্টি করেও কিছুই করা যাচ্ছে না। ওঃ, মাথাটা যেন ঝিম ঝিম করছে সারা রাত চোখে ঘুম নেই। মনে হচ্ছে, এ ক্লেশের যেন শেষ নেই···তবু, তবু উদ্যম পরিত্যাগ করব না দুরাত্মা চাণক্যবটু—

দৌবারিক। (নিকটে গিয়ে) জয় করুন, জয় করুন।

রাক্ষস। (স্বগত) পরাজিত হবে।

দৌবারিক। অমাত্য !

রাক্ষস। (বামনয়ন স্পন্দন অভিনয় ক'রে স্বগত) একি ! আমার বামনয়ন স্পন্দিত হচ্ছে। তাহ'লে স্বয়ং বাগদেবী এটাই কি সূচনা করলেন, "দুরাত্মা চাণক্যবটু জয় করুন, আর পরাজিত হবে অমাত্য" ? উভয় বাক্যকে সামঞ্জস্য ক'রে সংলগ্ন করলে সেই অর্থই তো হচ্ছে। যাক্, দৈবের দুরভিসন্ধি থাকুক, আমার উদ্যম বিনষ্ট হতে দেবো না।···

(প্রকাশ্যে) দৌবারিক ! কি খবর বলতে চাইছ ?

দৌবারিক। মন্ত্রিমহাশয় ! দ্বারদেশে করভক উপস্থিত।

রাক্ষস। শীঘ্র তা'কে প্রবেশ করাও।

দৌবারিক। যথা আজ্ঞা অমাত্য। (এই ব'লে মঞ্চের অপর পার্শ্বে গিয়ে পথিক করভকের নিকট নিবেদন) ভদ্র ! মন্ত্রিমহাশয়, তোমাকে আহ্বান করেছেন।

করভক। (নিকটে গিয়ে) অমাত্য। আপনার জয় হোক।

রাক্ষস। ভদ্র ! উপবেশন কর।

করভক। মন্ত্রিমহাশয়ের যাহা ইচ্ছা। উপবেশন করছি। (এই ব'লে করভক ভূমিতেই উপবেশন করল।)

রাক্ষস। (স্বগত) এত কাজের জন্যে এত লোক নিয়োগ করেছি যে, এখন কিছুতেই মনে পড়ছে না করভককে কোন কাজে নিযুক্ত করেছিলাম ! [এই ব'লে চিন্তার অভিনয় করতে লাগলেন]

[অনন্তর বেত্রহস্তে অন্য পুরুষের প্রবেশ]

অন্যপুরুষ। হে পথিকগণ ! তোমরা সব স'রে দাঁড়াও, স'রে দাঁড়াও। তিনি আসছেন, তিনি এসে পড়েছেন। স'রে দাঁড়াও, দূরে যাও, দূরে যাও। তোমরা কি জান না যে, পুণ্যহীন লোকের পক্ষে দেবগণ ও রাজগণের নিকটে থাকাতো দূরের কথা, তাঁদের দর্শন লাভ করাও দুষ্কর।···

(শূন্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে) মহাশয়গণ ! আপনারা কি জিজ্ঞাসা করছেন কি জন্য আমি স'রে যেতে বলছি ? মাননীয়গণ ! অমাত্য রাক্ষসের মাথায় বেদনা হয়েছে শুনে কুমার মলয়কেতু তাঁকে দেখবার জন্য স্বয়ং এখানে আসছেন। তাই, আমি লোকদের সরিয়ে দিচ্ছি।…(লোকটির প্রস্থান)।

(মলয়কেতুর প্রবেশ ; তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভাগুরায়ণ এবং কঞ্চুকী জাজলিরও প্রবেশ ।)

মলয়কেতু—(নিশ্বাস ত্যাগ ক'রে স্বগত) আজ দশ মাস অতিক্রান্ত হ'ল পিতৃদেবের লোকান্তর ঘটেছে, আমরা পৌরুষের অভিমান করলেও আজ পর্যন্ত এক অঞ্জলি তর্পণের জলও তাঁ'কে দিলাম না। অথচ আমিই পূর্বে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমার মাতৃগণের যে শোকবিহ্বল অবস্থা শত্রুরা সৃষ্টি করেছে আমিও শত্রু-স্ত্রীগণের সেই অবস্থা সৃষ্টি না ক'রে পিতৃদেবকে তর্পণের জল দেবোনা।…এ ব্যাপারে বাগ্‌বাহুল্যেরও কোনও প্রয়োজন দেখিনা। আমি মহাপুরুষের যোগ্য ভারই বহন ক'রে চলেছি, সুতরাং পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ ক'রে নিজ জননীদিগের নয়নে যে অশ্রু ঝরেছে শত্রু-স্ত্রীগণের নয়নে সেই অশ্রু বইয়ে দেব।

(প্রকাশ্যে) আর্য ! জাজলি ! আপনি আমার অনুগামী রাজগণকে বলুন, আমি একাকীই অতর্কিত ভাবে মন্ত্রী রাক্ষস সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁর সন্তোষ বিধান করতে চাই। অতএব তাঁরা কেউ যেন আমার অনুগমন না করেন।

জাজলি—যথা আজ্ঞা কুমার। (পাদক্ষেপ ক'রে শূন্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ) রাজগণ ! কুমার আদেশ করছেন, আপনারা কেউ যেন তা'র অনুগমন না করেন। (অত:পর চারিদিক নিরীক্ষণ ক'রে) কুমারের আদেশ তাহ'লে সকলেই মান্য করেছেন, সকলেই ফিরে যাচ্ছেন।

কুমার ! ঐ দেখুন—

রাজাদের মধ্যে কেউ কেউ ঘোড়াগুলিকে অবরুদ্ধ করলেন, কেউ কেউ হাতীগুলিকে নিবৃত্ত করলেন। ঘোড়াগুলির লাগাম পিছন থেকে আকর্ষণ করায় তাদের স্কন্ধদেশ বক্র ও উঁচু হয়ে উঠল আর খুরাগ্রভাগ দিয়ে তা'রা যেন সম্মুখের আকাশকে দ্বিধা বিভক্ত করল। আর হাতীগুলি অগ্রসর না হওয়ায় তাদের গলদেশের ঘণ্টাগুলি নীরব হয়ে গেল।

কুমার ! ঐ দেখুন—রাজ-সমুদ্র আপনার আদেশের গৌরব লঙ্ঘন করেন নি।

মলয়কেতু। আমার ভৃত্য ও রক্ষিদলের সঙ্গে আপনিও ফিরে যান। একমাত্র ভাগুরায়ণই আমার অনুগমন করুক।

জাজলি। তাই হোক। (ভৃত্য প্রভৃতির সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত)

মলয়কেতু। সখে! ভাগুরায়ণ! ভদ্রভট প্রভৃতি যখন আমার পক্ষে যোগদান করেন, তখন তাঁরা আমায় জানিয়েছিলেন—আমরা মন্ত্রী রাক্ষসের প্ররোচনায় আপনি আশ্রয়যোগ্য হলেও আপনাকে আশ্রয় করিনি। কিন্তু পরে আপনার সেনাপতি শিখর সেনের পরামর্শে আপনাকে লাভ করেছি। আমি বহুদিন একথার যথার্থ তাৎপর্য ভেবে দেখবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোনও অর্থই খুঁজে পাই নি।

ভাগুরায়ণ। কুমার! একথার অর্থ দুর্বোধ্য নয়। নীতিশাস্ত্রেই বলা হয়েছে, প্রিয়বাদী ও হিতৈষী ব্যক্তির পরামর্শে উৎসাহী, উদ্যমশীল ও নিজের মত গুণের অধিকারী প্রভুকে আশ্রয় করবে।

মলয়কেতু। সখে! ভাগুরায়ণ! মন্ত্রী রাক্ষস আমার অত্যন্ত প্রিয় এবং অত্যন্ত হিতৈষী নয় কি?

ভাগুরায়ণ। নিশ্চয়ই। কিন্তু এর আবার অন্য একটা দিকও আছে। কুমার! আপনার জানা উচিত—চাণক্যের সঙ্গেই অমাত্য রাক্ষসের চিরশত্রুতা, চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে নয়। সুতরাং যদি কখনও এমন ঘটে যে, অত্যন্ত গর্বিত বলে চাণক্যকে মন্ত্রিপদ থেকে চন্দ্রগুপ্ত বিচ্যুত করেন, তাহ'লে মন্ত্রী রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে হয়ত মিলিত হতে পারেন। কারণ নন্দবংশের প্রতি তাঁর অনুরাগ আছে, এবং চন্দ্রগুপ্তও নন্দবংশীয়ই বটেন, রাক্ষস এ রকমই মনে করবেন বন্ধুজনের অনুরোধে। চন্দ্রগুপ্তও মন্ত্রী রাক্ষসের সঙ্গে মিলন অনুমোদন করবেন এই ভেবে যে, ইনি কুলক্রমাগত মন্ত্রীই বটেন।

আর বাস্তবিক যদি এ রকম ঘটে, তাহ'লে কুমার নিশ্চয়ই ভদ্রভট প্রভৃতিকে বিশ্বাস করবেন না, একথাই ভদ্রভট প্রভৃতি বোঝাতে চেয়েছিলেন।

মলয়কেতু। সখে! ঠিকই বলেছ। মন্ত্রী রাক্ষসের বাড়ীটি কোন দিকে?

ভাগুরায়ণ। কুমার! এই পথ দিয়ে আসুন।

[দুই জনেই মঞ্চের উপর পাদক্ষেপ করতে লাগলেন]

ভাগুরায়ণ। এই অমাত্যের বাড়ী, কুমার প্রবেশ করুন।

মলয়কেতু। এই প্রবেশ করছি।

রাক্ষস। (স্বগত) ও! মনে পড়েছে। (প্রকাশ্যে) ভদ্র! ·করভক! তুমি কুসুমপুরে স্তনকলশকে দেখেছ?

মলয়কেতু। (শুনতে, শুনতে) সখে! ভাগুরায়ণ! কুসুমপুরের বৃত্তান্ত আলোচিত হচ্ছে। অতএব ভেতরে ঢুকব না। এখান থেকেই সমস্ত কথা শুনব। কেননা—

যখন বিশেষ ভাষায় মন্ত্রীরা কারও সঙ্গে কোনও বিষয়ে আলাপ করেন তখন সেখানে রাজা যদি হঠাৎ উপস্থিত হন, তাহ'লে মন্ত্রীরা স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ পাবার ভয়ে অন্য আজেবাজে কথা বলতে থাকেন। সুতরাং আমি এখন মন্ত্রী রাক্ষসের সম্মুখে যাব না।

ভাগুরায়ণ। কুমার! বেশ, আমরা অপেক্ষা করি।

[দুজনেই মঞ্চের এক পাশে পাশাপাশি দণ্ডায়মান রইলেন]

রাক্ষস। ভদ্র! করভক! সে কার্য সিদ্ধ হয়েছে?

করভক। অমাত্য মহাশয়ের অনুগ্রহে সিদ্ধ হয়েছে।

মলয়কেতু। সখে! ভাগুরায়ণ! সে কথাটা কি?

ভাগুরায়ণ। কুমার! একেইত এই কথোপকথন দুর্বোধ্য। তারপর সামান্য এই কয়টি কথা থেকে বৃত্তান্ত উপলব্ধি করা যাবে না। আগে মনোযোগ দিয়ে সবটা শুনুন।

রাক্ষস। ভদ্র! বিস্তৃত ভাবে শুনতে চাইছি।

করভক। মন্ত্রি মহোদয়! বিস্তৃতভাবেই নিবেদন করছি, শুনুন। আপনি আমায় বলেছিলেন, "করভক! তুমি কুসুমপুরে গিয়ে বৈতালিক স্তনকলশকে বল যে, হতভাগ্য চাণক্য যখনই চন্দ্রগুপ্তের আজ্ঞা ভঙ্গ করবে, তখনই তুমি ক্রোধোৎপাদনের যোগ্য শ্লোক পাঠ ক'রে চন্দ্রগুপ্তের স্তব করবে।"

রাক্ষস। ভদ্র! তারপর, তারপর?

করভক। তারপর আমি পাটলিপুত্রে গিয়ে মন্ত্রি মহাশয়ের আদেশ বৈতালিক স্তনকলশের নিকট নিবেদন করলাম। এই সময়েই নন্দবংশ ধ্বংস হওয়ার দুঃখে দুঃখিত পুরবাসীদের মধ্যে আনন্দ সৃষ্টির জন্যে চন্দ্রগুপ্ত কৌমুদী মহোৎসবের-কথা ঘোষণা করলেন। নগরবাসীরা সাদরে সেই উৎসব গ্রহণ করল।

রাক্ষস। (অশ্রুপাত ক'রে) হা নৃপশ্রেষ্ঠ মহারাজ নন্দ!

আপনার জীবিত কালে কৌমুদী মহোৎসবের সময় সারা পৃথিবীই যেন আনন্দ

সাগরে ডুব যেত। দুর্জনের আনন্দজনক চন্দ্রগুপ্ত আজ যে কৌমুদী-মহোৎসব করছে তার কি সেই মহিমা আর আছে?

করভক। তারপর, চন্দ্রগুপ্তের অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুরাত্মা চাণক্য জনসাধারণের আনন্দজনক সেই কৌমুদী মহোৎসব অনুষ্ঠানে বাধা দিল। এই সময়েই স্তনকলশ নৈপুণ্য সহকারে চন্দ্রগুপ্তের উত্তেজনাজনক শ্লোক পাঠ করল।

রাক্ষস। সাধু! স্তনকলশ! সাধু! যথাসময়ে ভেদের বীজ রোপণ করেছ, অবশ্যই এর ফল হবে। কারণ,

ক্ষুদ্র লোকও হঠাৎ ক্রীড়া কৌতুকের ব্যাঘাত সহ্য করেনা, তাতে অলৌকিক তেজের আধার রাজা সহ্য করবেন কেন?

মলয়কেতু। ইহা এইরূপই বটে।

রাক্ষস। তারপর তারপর?

করভক। তারপর, আজ্ঞা ভঙ্গ করায় চন্দ্রগুপ্ত অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন। দুরাত্মা চাণক্যের সঙ্গে আজ্ঞা ভঙ্গের বিষয়ে আলোচনা ক'রে চন্দ্রগুপ্ত প্রসঙ্গ ক্রমে আপনার গুণের প্রশংসা করলেন এবং চাণক্যকে মন্ত্রিপদ থেকে সরিয়ে দিলেন।

মলয়কেতু। সখে! ভাগুরায়ণ! শোনো, শোনো। চন্দ্রগুপ্ত রাক্ষসের গুণের প্রশংসা ক'রে রাক্ষসের প্রতি অনুরাগ নিবন্ধন পক্ষপাত দেখিয়েছেন।

ভাগুরায়ণ। গুণের প্রশংসা ক'রে যতটা পক্ষপাত দেখিয়েছেন, তার চেয়ে বেশী দেখিয়েছেন চাণক্যবটুকে পরিত্যাগ ক'রে।

রাক্ষস। ভদ্র! এই একমাত্র কৌমুদী মহোৎসবের নিষেধই কি চাণক্যের প্রতি চন্দ্রগুপ্তের ক্রোধের কারণ? না, অন্য কারণও আছে?

মলয়কেতু। সখে! চন্দ্রগুপ্তের কোপের অন্য কারণ ইনি অনুসন্ধান করছেন কেন?

ভাগুরায়ণ। কুমার! চাণক্য অত্যন্ত বুদ্ধিমান্, সুতরাং তিনি বিনা প্রয়োজনে চন্দ্রগুপ্তকে অসন্তুষ্ট করবেন না। আবার চন্দ্রগুপ্তও কৃতজ্ঞ, তিনিও তুচ্ছ আজ্ঞা ভঙ্গের কারণে চাণক্যকে লঙ্ঘন করতে পারবেন না। যদি কোনও গভীর কারণ বশতঃ চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি হয়, একমাত্র তাহলেই সে ভেদ গুরুতর ও চিরস্থায়ী হবে। মন্ত্রিমহোদয় এজন্যই অন্য কারণ অনুসন্ধান ক'রে দেখছেন।

করভক। চন্দ্রগুপ্তের ক্রোধের অন্য কারণও আছে। পালিয়ে যাবার সময় কুমার মলয়কেতু এবং মন্ত্রী রাক্ষসকে চাণক্য উপেক্ষা করেছেন।

রাক্ষস। শকটদাস! চন্দ্রগুপ্ত আমার করতলগত হতে বাধ্য। আর, বন্ধন থেকে চন্দনদাসেরও মুক্তি ঘটবে এবং তোমারও স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে মিলন হবে।

মলয়কেতু। সখে! ভাগুরায়ণ! "চন্দ্রগুপ্ত আমার করতলগত"-মন্ত্রী রাক্ষসের এ কথার অর্থ কি?

ভাগুরায়ণ। এর তো সহজ অর্থ, কুমার! উনি মনে করছেন, চন্দ্রগুপ্ত যদি একবার চাণক্য থেকে পরিভ্রষ্ট হয়, তাহ'লে তাঁকে উৎখাত করাটা একেবারে সহজ সাধ্য হয়ে যাবে।

রাক্ষস। ভদ্র! করভক! মন্ত্রিপদ থেকে বিতাড়িত ঐ ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ এখন কোথায় আছে?

করভক। সেই পাটলিপুত্রেই আছেন।

রাক্ষস। (উদ্বেগের সঙ্গে) সেইখানেই আছে। তপোবনে যায় নি? বা আবার কোনও প্রতিজ্ঞাও করে নি?

করভক। মন্ত্রিমহোদয়! চাণক্য তপোবনেই যাচ্ছেন শুনলাম।

রাক্ষস। শকটদাস! এ তো খাটে না। দেখ—

ভূতলের ইন্দ্রস্বরূপ মহারাজ নন্দ শ্রাদ্ধের শ্রেষ্ঠ আসন থেকে নামিয়ে দিয়ে যে অপমান তাঁকে করেছিলেন, সে সেই অপমান সহ্য করতে পারে নি। সেই ভয়ঙ্কর চাণক্য নিজেরই তৈরী করা রাজা চন্দ্রগুপ্ত থেকে এই অপমান কি করে সহ্য করবেন?

মলয়কেতু। সখে! চাণক্যের বনে যাওয়ায় কিংবা পুনরায় প্রতিজ্ঞা করায় অমাত্য রাক্ষসের কি স্বার্থসিদ্ধি হবে?

ভাগুরায়ণ। এতো মোটেই দুর্বোধ্য নয়! দুরাত্মা চাণক্য চন্দ্রগুপ্ত থেকে যত বেশী দূরে যাবে, এর স্বার্থও তত বেশী সিদ্ধ হবে।

শকটদাস। মহামাত্য! আপনি অন্য প্রকার ধারণা করবেন না। এরকম সম্ভবও হতে পারে। ভেবে দেখুন—

অসংখ্য রাজচূড়ামণির মস্তকে পাদনিক্ষেপকারী মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত আপন লোকের কৃত আজ্ঞাভঙ্গ কি ক'রে সহ্য করবেন?

আবার, অভিচার-ক্রিয়ার ভয়ঙ্কর কষ্ট যিনি নিজেই জানেন, দৈববশতঃ যাঁর

প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছিল এবং যিনি স্বভাবতঃই ক্রোধী, সেই চাণক্য প্রতিজ্ঞা সফল না হলে আপন প্রভাবের হানি হবে এই ভেবে আবার প্রতিজ্ঞা নাও করতে পারেন।

রাক্ষস। শকটদাস! তোমার কথায় যুক্তি আছে বটে। তবে যাও, করভককে বিশ্রাম করাও।

শকটদাস। যথা আজ্ঞা মহামাত্য! [করভকসহ প্রস্থান]

রাক্ষস। (স্বগত) এখন যদি কুমার মলয়কেতুর সাক্ষাৎ পেতাম, তাহলে দুশ্চিন্তার কিছুটা লাঘব হত।

মলয়কেতু। (রাক্ষস সমীপে অগ্রসর হয়ে) আমিই মন্ত্রিমহাশয়কে দেখতে এসেছি।

রাক্ষস। (অভিনয়ের প্রণালীতে নিরীক্ষণ ক'রে) কি, কুমার উপস্থিত! (আসন থেকে উত্থান) অহো ভাগ্য! কুমার! এই আসনে, উপবেশন করুন।

মলয়কেতু। আমি আসন গ্রহণ করছি, আপনি বসুন। (দুইজনেই যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করলেন) আর্য! আপনার শিরোবেদনার কিঞ্চিৎ লাঘব হয়েছে?

রাক্ষস। "অধিরাজ" উপাধি দ্বারা আপনার "কুমার" উপাধি লুপ্ত না হলে আমার শিরোবেদনার উপশম হবে কি ক'রে?

মলয়কেতু। আপনি নিজেই এর অঙ্গীকার করেছেন, সুতরাং আমার পক্ষে "অধিরাজ" উপাধি দুর্লভ হবে না। তবে আর কতকাল সৈন্য সংগ্রহ করতে থেকে শত্রুর বিপদের প্রতীক্ষা ক'রে যাব?

রাক্ষস। কুমার! আর কালবিলম্বের সম্ভব কোথায়? কুসুমপুর জয় করবার জন্য যাত্রা করুন।

মলয়কেতু। আর্য! শত্রুর কোন বিপদ জানতে পেরেছেন কি?

রাক্ষস। হাঁ, জেনেছি।

মলয়কেতু। কি রকম বিপদ?

রাক্ষস। মন্ত্রিত্বের বিপদ। আর কি বলব, চাণক্য থেকে চন্দ্রগুপ্তকে বিচ্যুত করেছি।

মলয়কেতু। আর্য! মন্ত্রিত্যাগ বিপদই নয়।

রাক্ষস। অন্য রাজাদের পক্ষে না হলেও চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে বিপদই বটে।

মলয়কেতু। আপনার একথা স্বীকার করতে পারি না। কারণ, চাণক্যই চন্দ্রগুপ্তের প্রজাদের বিরাগের কারণ ছিল। এখন সেই দুষ্ট মন্ত্রী অপসারিত হয়ে থাকলে প্রজাবর্গ একে ত চন্দ্রগুপ্তের প্রতি আগেই অনুরক্ত ছিল, এখন আরও অনুরক্ত হবে।

রাক্ষস। না, না, এরূপ বলবেন না। কুসুমপুরের প্রজারা দুই প্রকার—এক, চন্দ্রগুপ্তের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যাদের উন্নতি হয়েছে, আর দুই—নন্দবংশের প্রতি অনুরক্ত। তার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর বিরাগের কারণ চাণক্যের দোষ। দ্বিতীয় শ্রেণীর তা নয়। এই দ্বিতীয় শ্রেণী পিতৃতুল্য নন্দবংশকে চাণক্য বিনষ্ট করিয়েছে এই কারণে মনে মনে বিরক্ত হয়েও অন্য আশ্রয় না পেয়ে চন্দ্রগুপ্তকেই অনুসরণ করছে। বিপক্ষকে উৎখাত করবার উপযুক্ত শক্তি আপনার আছে একথা জানতে পারলে আপনার মত আক্রমণকারীকে পেয়ে সত্বরই তারা চন্দ্রগুপ্তকে পরিত্যাগ করবে। এ বিষয়ে আমাকেই দৃষ্টান্ত মনে করতে পারেন।

মলয়কেতু। আর্য! এই একমাত্র মন্ত্রিত্বের বিপদই কি চন্দ্রগুপ্তের বিপদের কারণ? না অন্য কারণও আছে?

রাক্ষস। অন্য বহু কারণ অনুসন্ধান ক'রে কি হবে? এটাই প্রধান কারণ।

মলয়কেতু। আর্য! মন্ত্রিত্বের বিপদ প্রধান হবে কি প্রকারে? চন্দ্রগুপ্ত কি আপন কার্যভার অন্য মন্ত্রীর উপর কিংবা নিজের উপর ন্যস্ত করলে নিজে রাজ-কার্য সম্পাদনে অসমর্থ হবেন?

রাক্ষস। অবশ্যই অসমর্থ হবেন।

মলয়কেতু। তার কারণ?

রাক্ষস। রাজকার্য যাদের নিজের আয়ত্ত বা মন্ত্রীর আয়ত্ত সেই সকল রাজাই নিজে রাজকার্য সম্পাদনে সমর্থ। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত অল্পবুদ্ধি, তাই সর্বদাই মন্ত্রীর অধীন থেকে রাজকার্য ক'রে আসছে। সুতরাং, অন্ধ ব্যক্তির ন্যায় তাঁর সমস্ত লৌকিক ব্যবহারই অপ্রত্যক্ষ রয়ে গেছে। অতএব, তার পক্ষে কি ক'রে রাজকার্য সম্পাদন সম্ভব? কারণ,

রাজ্যলক্ষ্মী অত্যুন্নত মন্ত্রী ও রাজার উপরে পাদস্থাপন ক'রেই অবস্থান করেন। কিন্তু চঞ্চল স্বভাববশতঃ বেশীদিন সেভাবে থাকতে পারেন না, তখন দুইজনের যে কোনও একজনকে পরিত্যাগ করেন। আর যে রাজা

মন্ত্রীর উপরেই সমস্ত ভার ন্যস্ত ক'রে নিজে লৌকিক ব্যবহার সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যান, সেই রাজা মন্ত্রী থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে অত্যল্পকালও যাপন করতে পারেন না।

মলয়কেতু। (স্বগত) ভাগ্যবশতঃ আমার রাজ্য মন্ত্রীর আয়ত্ত হয় নি। (প্রকাশ্যে) মন্ত্রিমহোদয়! আপনার বাক্যের যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করলেও আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আক্রমণের বহুতর কারণ থাকতে যিনি শুধু মন্ত্রিত্ব সঙ্কটের দিকে চেয়ে শত্রুকে আক্রমণোদ্যত হন, তাঁর কার্যসিদ্ধি হয় না।

রাক্ষস। আমাদের কার্য সম্পূর্ণভাবেই সিদ্ধ হবে, কুমার এটা নিশ্চয় করতে পারেন। কারণ,

কুমার! প্রভো! আপনি স্বয়ং রাজা এবং আপনার সৈন্য উৎকৃষ্ট, এই অবস্থায় আপনি কুসুমপুর আক্রমণ করবেন। কুসুমপুর নন্দবংশেরই অনুরক্ত রয়েছে। মন্ত্রিত্ব না থাকায় চাণক্যও নিষ্ক্রিয় রয়েছে। চন্দ্রগুপ্ত নূতন রাজা হয়েছেন। আম স্বাধীনভাবে আক্রমণের প্রণালীমাত্র বলতে পারি। অন্য সমস্ত কাজ আপনার ইচ্ছা ও উদ্যমের উপরই নির্ভর করছে।

মলয়কেতু। আপনি যদি এইরূপই আক্রমণের সময় বুঝে থাকেন, তাহলে আমরা অনর্থক প্রতিক্ষা করছি কেন? তাহলে এটাই স্থির হ'ল যে, আমার বিরাট অশ্ব ও হস্তী বাহিনী অবিলম্বে কুসুমপুর অবরুদ্ধ করবে।

[এই বলে ভাগুরায়ণের সঙ্গে মলয়কেতুর প্রস্থান]

রাক্ষস। এখানে কে কে আছ হে!

[প্রিয়ংবদের প্রবেশ]

প্রিয়ংবদ। মন্ত্রিমহাশয়! আদেশ করুন।

রাক্ষস। প্রিয়ংবদ! দেখে এসো ত, গণকদিগের মধ্যে দ্বারে কে আছেন?

প্রিয়ংবদ। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী।

রাক্ষস। (*অশুভ লক্ষণ অভিনয় ক'রে স্বগত*) *হায়! প্রথমেই বৌদ্ধসন্ন্যাসীর* দর্শন!

প্রিয়ংবদ। জীবসিদ্ধি অপেক্ষা করছেন।

রাক্ষস। এখানে নিয়ে এসো।

প্রিয়ংবদ। এই নিয়ে আসছি। [প্রস্থান]

[বৌদ্ধসন্ন্যাসীর প্রবেশ]

বৌদ্ধসন্ন্যাসী। হে মানবগণ! অজ্ঞান-রোগের চিকিৎসক বৌদ্ধসন্ন্যাসীদিগের উপদেশ গ্রহণ কর। তাঁদের উপদেশ প্রথমে কটু বলে মনে হলেও পরিণামে কল্যাণই হয়ে থাকে। (রাক্ষসের নিকটবর্ত্তী হ'য়ে) উপাসকদিগের ধর্ম্মসিদ্ধি হোক।

রাক্ষস। ভদন্ত! আমাদের যাত্রার উপযুক্ত সময় নিরূপণ কর।

বৌদ্ধসন্ন্যাসী। (অভিনয়ের প্রকারে চিন্তা ক'রে) উপাসক! আমি যাত্রাকাল নির্ধারণ করছি। মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত পূর্ণচন্দ্রযুক্ত সর্বপ্রকার মঙ্গলজনক পূর্ণিমা তিথি থাকবে। ঐ সময়ের মধ্যে আপনারা উত্তর থেকে দক্ষিণে যাবেন, তাতে দক্ষিণদ্বারী নক্ষত্র হবে। আর, সূর্য যখন অস্তাচলে গমনোন্মুখ হবেন, তখন পূর্বমণ্ডল চন্দ্রের উদয়ে এবং রাহু উদিত হলে ও কেতু অস্ত গেলে বুধের লগ্নে আপনাদের যাত্রা করা কর্তব্য।

রাক্ষস। ভদন্ত! তিথিটাই যে ভাল হচ্ছে না!

বৌদ্ধসন্ন্যাসী। উপাসক! জ্যোতিষশাস্ত্রে বলা হয়েছে, তিথি একগুণ, নক্ষত্র তার চতুর্গুণ এবং লগ্ন তিথির চৌষট্টিগুণ হয়ে থাকে। সেই লগ্ন এখানে শুভ, তাতে পাপগ্রহের যোগ পরিত্যাগ করা হ'লে এবং চন্দ্রের বলে যাত্রা করলে সত্বর শুভ লাভ নিশ্চিত।

রাক্ষস। ভদন্ত! অন্যান্য দৈবজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা কর।

বৌদ্ধসন্ন্যাসী। আলোচনার দরকার হলে আপনি করুন। আমি ঘরে ফিরে যাচ্ছি।

রাক্ষস। ভদন্ত! ক্রুদ্ধ হলে নাকি?

বৌদ্ধসন্ন্যাসী। আপনাদের উপর ক্রুদ্ধ হইনি।

রাক্ষস। তবে, কে ক্রুদ্ধ হ'ল?

বৌদ্ধসন্ন্যাসী। ভগবান্ দৈব! কারণ, আপনি স্বপক্ষ পরিত্যাগ ক'রে পরপক্ষ আশ্রয় করেছেন। [প্রস্থান]

রাক্ষস! প্রিয়ংবদ! জেনে এসো ত, এখন বেলা কত?

প্রিয়ংবদ! ভগবান্ সূর্য এখন অস্তাচল গমনোন্মুখ হয়েছেন।

রাক্ষস। (আসন থেকে উঠে ও চতুর্দিক নিরীক্ষণ) ওহে! ভগবান্ সূর্যদেব যে অস্তাভিলাষী হয়েছেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কারণ,

সূর্যের উদয়কালে উদ্যানের এই বৃক্ষগুলি ক্ষণকালের জন্য রক্তবর্ণ হয়ে পত্রচ্ছায়ায় সূর্যের সম্মুখে চলে আসে, আবার সেই সূর্যমণ্ডল অস্তপর্বতের প্রান্তভাগে পতিত হলে এই উদ্যানের বৃক্ষগুলি সেই পত্রের ছায়াতেই পিছনে সরে যায়। এই প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারেই যেন শুশ্রূষাপরায়ণ ভৃত্য প্রভাবশূন্য প্রভুকে প্রায়ই ত্যাগ ক'রে থাকে।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত]

পঞ্চম অঙ্ক

সিদ্ধার্থক, বৌদ্ধসন্ন্যাসী জীবসিদ্ধি, ভাগুরায়ণ, ভাস্বুরক,
মলয়কেতু, প্রতীহারী বিজয়া, রাক্ষস।

[মুদ্রাঙ্কিত পত্র ও অলঙ্কারের থলি নিয়ে সিদ্ধার্থকের প্রবেশ]

সিদ্ধার্থক। আশ্চর্য !

কি দুরধিগম্য এই চাণক্যনীতি, অথচ কত ফলপ্রসূ।

দেশ, কাল, পাত্র নির্ণয় ক'রে কি অদ্ভুত বুদ্ধি প্রয়োগ করেছেন মহামান্য চাণক্য ! আমার হাতে এই পত্র আর এই অলঙ্কারের পেটিকা। আর্য চাণক্যই লিখিয়েছেন এই পত্র, অথচ অমাত্য রাক্ষসের নাম মুদ্রাদ্বারা চিহ্নিত থাকায় পত্রখানি রাক্ষসের পত্রই হয়ে গিয়েছে। আর পেটিকাতেও রাক্ষসের নাম মুদ্রাদ্বারা চিহ্নিত। সুতরাং এই অলঙ্কারও রাক্ষসের নিকট থেকেই প্রেরিত হচ্ছে, সন্দেহ নেই।

…চলেছি, সেই সুদূর পাটলিপুত্রের দিকে। দেখি, এগুতে থাকি ·· (কতিপয় পদক্ষেপ)…আরে ! এযে বৌদ্ধসন্ন্যাসী নগ্ন ক্ষপণক ! শেষে যাত্রারম্ভে এই অযাত্রা দর্শন ! তা যাক, একবার সূর্য দর্শন করি, অযাত্রা দর্শনের অমঙ্গল নাশ হোক।

[বৌদ্ধসন্ন্যাসীর প্রবেশ]

বৌদ্ধসন্ন্যাসী। নমস্কার ! নমস্কার ! সকল প্রশংসনীয় বুদ্ধিমান্ লোকদের আমার নমস্কার। (মাথা নত ক'রে নমস্কারের অভিনয় করল) বুদ্ধিমান্ লোকেরা সর্বদাই বুদ্ধিবলে অলৌকিক উপায়ে আপন আপন কার্যসিদ্ধি ক'রে থাকেন। তাঁরা সকলেই প্রণম্য।

সিদ্ধার্থক। ভদন্ত ! আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। (নমস্কারের অভিনয়)

বৌদ্ধসন্ন্যাসী। উপাসক ! তোমার ধর্মলাভ হোক। (সিদ্ধার্থককে ভাল ক'রে পর্যবেক্ষণ ক'রে) উপাসক ! মনে হচ্ছে, তুমি এক বিরাট সমুদ্র সন্তরণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছ।

সিদ্ধার্থক ! আপনি কি ক'রে জানলেন ?

বৌদ্ধসন্ন্যাসী। উপাসক! চেষ্টা ক'রে জানবার দরকার হয় না। তোমার হাতের ঐ পত্রখানাই সূচিত করছে পথরূপ নৌকার নাবিক এখানা।

সিদ্ধার্থক। তাহলে দেখছি, আপনি বুঝতে পেরেছেন আমি অন্য দেশে চলেছি। সুতরাং বলুন, আজিকার দিনটি যাত্রার পক্ষে কেমন।

বৌদ্ধসন্ন্যাসী। (হাস্য ক'রে) উপাসক! তুমি মস্তক মুণ্ডনের পর তাহলে বিহিতাবিহিত নক্ষত্র জিজ্ঞাসা করছ!

সিদ্ধার্থক। ভদন্ত! এখনও আমি যাত্রা আরম্ভ করি নি। সুতরাং আপনি বলুন। যদি দেখি নিজের অনুকূল তাহলে যাত্রা করব, আর যদি তা না হয়, তাহলে ফিরে যাব।

বৌদ্ধসন্ন্যাসী। উপাসক! এখানে এই মলয়কেতুর শিবিরে আদৌ অনুকূল হবে না।

সিদ্ধার্থক। ভদন্ত! বলুন দেখি, কেন অনুকূল হবে না?

বৌদ্ধসন্ন্যাসী। উপাসক! তবে শোনো। গোড়ায় এই শিবিরে লোকের গমনাগমনে কোনও বাধা ছিল না। কিন্তু এখন কুসুমপুর নিকটবর্তী। তাই পরিচয়পত্র না থাকলে কোনও লোককেই বাইরে যেতে বা ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। তাই, তোমার কাছে যদি ভাগুরায়ণের নামাঙ্কিত পরিচয়পত্র থাকে তাহলে অনায়াসে যেতে পার, নতুবা যেয়ো না, এখানেই থেকে যাও। যদি অন্যথা কর তাহলে সৈন্যাবাসের দ্বাররক্ষকগণ তোমাকে হাত-পা বেঁধে রাজ কারাগারে নিক্ষেপ করবে।

সিদ্ধার্থক। ভদন্ত! আপনি বোধহয় জানেন না, আমি সিদ্ধার্থক। মন্ত্রীরাক্ষসের বয়স্য, সর্বদা তাঁর কাছেই থাকি। সুতরাং আমার আবার মুদ্রাঙ্কিত পরিচয়-পত্রের দরকার কি? কার শক্তি আছে আমাকে বারণ করে?

বৌদ্ধসন্ন্যাসী। উপাসক! তুমি মন্ত্রী রাক্ষসের বয়স্যই হও বা পিশাচের বয়স্যই হও, তথাপি মুদ্রাঙ্কিত পরিচয়পত্র না থাকলে তোমার বাইরে যাবার উপায় নেই!

সিদ্ধার্থক! ভদন্ত। আপনি ক্রুদ্ধ হবেন না। আমাকে আশীর্বাদ করুন। বলুন আমার কার্যসিদ্ধি হোক।

বৌদ্ধসন্ন্যাসী। উপাসক! যাও, তোমার কার্যসিদ্ধি হোক। আমিও পাটলিপুত্রে

যাবার জন্যে ভাগুরায়ণের নামাঙ্কিত পরিচয়পত্র সংগ্রহ ক'রে নিই।

[উভয়ের প্রস্থান]

[অতঃপর ভাগুরায়ণের প্রবেশ। পশ্চাতে আর একজন পুরুষ ভাসুরক]

ভাগুরায়ণ। (স্বগত) কি আশ্চর্য! আর্য চাণক্যের নীতি কি অদ্ভুত। বার বার এই নীতির প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি, অথচ বার বারই এর তাৎপর্য দুরূহ মনে হচ্ছে। প্রয়োজন অনুসারে আর্য চাণক্যের নীতি স্থূলরূপ গ্রহণ করে, আবার বার বার সূক্ষ্ম হয়ে যায়; বার বার এ নীতির কোনও কারণ দৃষ্টি-গোচর হয় না, অথচ বার বার এ নীতির ফল ফলছে। নীতিজ্ঞের নীতি তাই নিয়তির ন্যায়ই অদ্ভুত। সত্যিই আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়।

(প্রকাশ্যে) ভদ্র! ভাসুরক! কুমার মলয়কেতু আমার দূরে থাকাটা ইচ্ছা করেন না, অতএব এই সভামণ্ডপেই আমার আসন স্থাপন কর।

ভাসুরক। এই আপনার আসন। আপনি উপবেশন করুন।

ভাগুরায়ণ। (আসনে উপবিষ্ট হয়ে) ভদ্র! যে কেহ আমার মুদ্রাঙ্কিত পরিচয়-পত্রের জন্যে আমার দর্শনপ্রার্থী হয়ে উপস্থিত হবে, তাকেই তুমি এখানে নিয়ে আসবে।

ভাসুরক। আপনার আদেশ শিরোধার্য। [প্রস্থান]

ভাগুরায়ণ। (স্বগত) হায় কি কষ্ট! কুমার মলয়কেতু আমার প্রতি এইভাবেই স্নেহ করেন। অথচ কর্তব্যের খাতিরে তাঁকে প্রতারিত করতে হবে। কিন্তু উপায় কি? পরাধীন হলে বংশ, লজ্জা, নিজের যশ ও মানের প্রতি পরাঙ্মুখ হয়ে অস্থায়ী ধনের লোভে ধনীর নিকট দেহ বিক্রয় করতে হয়, তারপর সেই ধনীরই আদেশ পালন করতে করতে সে হিতাহিত বিচারের ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে।...যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন হিতাহিত বিচার ক'রে আর কি লাভ?

[মলয়কেতুর প্রবেশ, পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রতীহারীর প্রবেশ]

মলয়কেতু। (স্বগত) অমাত্য রাক্ষসের প্রতি অতিরিক্ত সন্দেহ থাকায় আমার বুদ্ধি মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে, কিছুই যেন স্থির নিশ্চয় করতে পারছিনা।

নন্দবংশের প্রতি রাক্ষসের অনুরাগ ও আসক্তি দুইই গভীর। এদিকে চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশীয় এবং বর্তমানে চাণক্য কর্তৃক পরিত্যক্ত অথচ কৃতকার্য। রাক্ষস তাহলে কি চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে মিলিত হবেন? অথবা সেই অনুরাগ ও আসক্তি পরিত্যাগ ক'রে সত্যপ্রতিজ্ঞ হবেন? আমার মন এই ভাবেই

সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান থেকে আমাকে পীড়িত করছে।

(প্রকাশ্যে) বিজয়া! ভাগুরায়ণ কোথায়?

বিজয়া। কুমার! শিবির থেকে নির্গমণকারী লোকদের পরিচয়পত্র দানে তিনি ব্যস্ত রয়েছেন।

মলয়কেতু। বিজয়া! কিছুক্ষণ শব্দ কোরো না। ভাগুরায়ণ এই যে এখানে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। এই অবস্থায় আমি দুই হাত দিয়ে ওর চোখ দুইটি ঢেকে দেব।

বিজয়া। কুমার যা আদেশ করেন।

[ভাস্বুরকের প্রবেশ]

ভাস্বুরক। আর্য! এই বৌদ্ধ ক্ষপণক মুদ্রাঙ্কিত পরিচয়পত্রের জন্যে আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।

ভাগুরায়ণ। ভিতরে নিয়ে এসো।

ভাস্বুরক। যে আজ্ঞে। [প্রস্থান]

[বৌদ্ধসন্ন্যাসীর প্রবেশ]

বৌদ্ধসন্ন্যাসী। উপাসকদিগের ধর্মসিদ্ধি হোক।

ভাগুরায়ণ। (অভিনয়ের প্রণালীতে বিশেষ নজর দিয়ে) ও! রাক্ষসের বন্ধু জীবসিদ্ধি! (প্রকাশ্যে) ভদন্ত! রাক্ষসের কোনও প্রয়োজনের জন্য যাচ্ছ না ত?

বৌদ্ধসন্ন্যাসী। (কর্ণযুগলে হাত ঢাকা দিয়ে) ও কথা বলবেন না, ওকথা বলবেন না। এমন জায়গায় যাব যেখানে রাক্ষসের বা পিশাচের নামও শুনতে পাব না।

ভাগুরায়ণ। বন্ধুর প্রতি তোমার ত গুরুতর অভিমান হয়েছে দেখছি, তা, রাক্ষস তোমার কি ক্ষতি করেছেন?

বৌদ্ধসন্ন্যাসী। উপাসক! রাক্ষস আমার কোনও ক্ষতি করেন নি। আমি নিজেই হতভাগ্য কিনা, তাই নিজেই নিজের কার্যে লজ্জিত হচ্ছি।

ভাগুরায়ণ। ভদন্ত! তোমার কথা শুনে আমার বড়ই হাসি পাচ্ছে।

মলয়কেতু। (স্বগত) আমারও

ভাগুরায়ণ। তোমার নিজের সেই কাজটা শুনতে পারি কি?

মলয়কেতু। (স্বগত) আমিও।

বৌদ্ধসন্ন্যাসী। উপাসক! এটা শুনবার মত বা শোনাবার মত বৃত্তান্তই নয়। সুতরাং শুনে বা শুনিয়ে কি হবে?

ভাগুরায়ণ। ভদন্ত! যদি গোপনীয় হয়ে থাকে, তবে থাক্।

বৌদ্ধসন্ন্যাসী। উপাসক! গোপনীয় নয়।

ভাগুরায়ণ। তবে আর বলতে আপত্তি করছ কেন?

বৌদ্ধসন্ন্যাসী। উপাসক! গোপনীয় না হ'লেও বলতে পারছি না। কারণ অত্যন্ত নৃশংস বৃত্তান্ত।

ভাগুরায়ণ। ভদন্ত! তাহলে আমিও তোমাকে মুদ্রাঙ্কিত পরিচয়পত্র দিচ্ছি না।

বৌদ্ধসন্ন্যাসী। (স্বগত) এখন তো আর না বলে উপায় নেই দেখছি। (প্রকাশ্যে) উপাসক! শুনুন, বলছি। আমার মত পাপাত্মা পৃথিবীতে দুটি খুঁজে পাবেন না। আমি যখন পাটলিপুত্রে ছিলাম সেই সময় রাক্ষসের বন্ধুত্ব অর্জন করেছিলাম। আর সেই সময়ে রাক্ষস গোপনে বিষকন্যা প্রেরণ ক'রে রাজা পর্বতেশ্বরকে বধ করিয়েছিলেন।

মলয়কেতু। (অশ্রুপাতের সঙ্গে স্বগত) অ্যাঁ। রাক্ষস পিতৃদেবকে হত্যা করিয়েছে? তাহলে চাণক্য নয়?

ভাগুরায়ণ। তারপর? তারপর?

বৌদ্ধসন্ন্যাসী। তারপর, আমি রাক্ষসের বন্ধু, এই অভিযোগে দুরাত্মা চাণক্য আমাকে তিরস্কৃত ক'রে পাটলিপুত্র নগর থেকে বিতাড়িত করে। রাক্ষস নানাবিধ কার্যেই নিপুণ; তাই সে পুনরায় সেই প্রকারই কোন কার্য করবার উপক্রম করেছে, যার ফলে আমি হয়ত এবার ইহলোক থেকেই নির্বাসিত হব।

ভাগুরায়ণ। কিন্তু আমরা শুনেছি অন্যরকম। দুরাত্মা চাণক্যই প্রতিশ্রুত অর্ধরাজ্য দান করতে অনিচ্ছুক হয়ে এই অকার্য করেছিল, রাক্ষস করেন নি।

ক্ষপণক। (কানে আঙুল চাপা দিয়ে) উপাসক! ওভাবে চাণক্যের ওপর দোষারোপ করবেন না। চাণক্য বিষকণ্যার নাম শোনেন নি।

ভাগুরায়ণ। ভদন্ত! বড়ই দুঃখের কথা শোনালে। এই তোমাকে মুদ্রাঙ্কিত পরিচয়পত্র দিচ্ছি। এসো, এই বৃত্তান্ত কুমারকে শুনিয়ে যাও।

মলয়কেতু। (নিকটে গিয়ে) সখে! শত্রুকে লক্ষ্য করেই এই কর্ণ বিদারক বাক্য উক্ত হয়েছে। সেই শত্রুর বন্ধুর মুখ থেকেই আমি এই বাক্য শ্রবণ করলাম। পিতৃহত্যায় যে ভয়ঙ্কর শোকসাগরে নিমগ্ন হয়েছিলাম, সে শোক

পুরানো হয়ে গেলেও আজ যেন আবার নতুন ক'রে হৃদয় দাহ করছে।

বৌদ্ধসন্ন্যাসী। (স্বগত) যাক্। মলয়কেতু শুনেছেন, আমারও কার্যসিদ্ধি হল।

[প্রস্থান]

মলয়কেতু! (প্রত্যক্ষের ন্যায় শূন্যে লক্ষ্য ক'রে) বুঝেছি রাক্ষস, বুঝেছি। একাজ তোমার পক্ষে সঙ্গতই হয়েছে।

অথচ "ইনি আমার সুহৃৎ"—এই ভেবে তোমার উপর আমার সমস্ত কার্য সমর্পণ করে' বসে আছি। আর, রাক্ষস! তুমি কি করেছ? তুমি তোমার বন্ধুজনের পিতৃদেবকে বধ ক'রে তার নয়নজলে ধরণীকে সিক্ত করেছ। নামে এবং কাজে তুমি রাক্ষসই বটে।

ভাগুরায়ণ। (স্বগত) রাক্ষসের প্রাণরক্ষা করতে হবে, এটাই আর্য চাণক্যের আদেশ আছে। হউক, দেখি কি হয়। (প্রকাশ্যে) কুমার! শোকাবেগ নিবৃত্ত করুন। আপনি আসন গ্রহণ করলে আপনাকে কিছু নিবেদন করব।

মলয়কেতু—(শোকার্তের ন্যায় উপবেশন) সখে! বল, কি বলতে চাইছ?

ভাগুরায়ণ। কুমার! এই জগতে নীতিশাস্ত্রানুসারে যাঁ'রা কার্য করেন তাঁ'রা প্রয়োজন-অপ্রয়োজন বিবেচনা করেই শত্রু, মিত্র ও নিরপেক্ষ স্থির করেন। তাঁরা সাধারণ লোকের মত আপন ইচ্ছানুসারে এরূপ সিদ্ধান্ত করেন না। সেই সময় রাক্ষস সর্বার্থ সিদ্ধিকেই রাজপদে অভিষিক্ত করার ইচ্ছা করেছিলেন। সুতরাং তখন প্রাতঃস্মরণীয়নামা মহারাজ পর্বতেশ্বরই রাক্ষসের নিকট চন্দ্রগুপ্ত অপেক্ষাও অধিক প্রতিবন্ধক ছিলেন। তাই, তিনি রাক্ষসের প্রধান শত্রু হয়ে পড়েছিলেন। সেই সময়েই রাক্ষস এই কার্য করেছিলেন। সুতরাং আমি এ বিষয়ে নীতিশাস্ত্রজ্ঞ রাক্ষসের কোনও গুরুতর দোষ দেখতে পাচ্ছি না। কুমারও পর্যালোচনা ক'রে দেখুন যে, নীতি প্রয়োজনবশতঃ মিত্রকে শত্রু এবং শত্রুকে মিত্র ক'রে জীবিত পুরুষদের জন্মান্তর এনে দেয়। তখন তাঁরা আর পূর্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করতেও পারেন না।

তাই বলছি, এ বিষয়ে রাক্ষসকে তিরস্কার করা উচিত নয় এবং নন্দরাজ্য লাভ হওয়া পর্যন্ত তাঁকে রাখাও আপনার উচিত। রাজ্য করতলগত হবার পর আপনি ইচ্ছা করলে তাঁ'কে রাখতেও পারেন আবার পরিত্যাগও করতে পারেন।

মলয়কেতু। সখে! তোমার পরামর্শ বিজ্ঞজনোচিতই বটে! কারণ, মন্ত্রী বধ করলে প্রজাদের চিত্তে বিরাগ জন্মাবে এবং তাহ'লে আমার জয়লাভও অনিশ্চিত হয়ে যাবে!

[ভাসুরকের প্রবেশ]

ভাসুরক। কুমারের জয় হোক! একটা লোক মুদ্রাঙ্কিত পত্র না নিয়ে অন্য একখানা পত্র নিয়ে যখন শিবির থেকে বাইরে চলে যাচ্ছিল, তখন আমরা তাকে ধ'রে ফেলি। কুমার স্বয়ং তাকে প্রত্যক্ষ করুন।

ভাগুরায়ণ। ভদ্র! অবিলম্বে তা'কে এখানে নিয়ে এস।

ভাসুরক। যে আজ্ঞে। [প্রস্থান]

[বদ্ধ অবস্থায় সিদ্ধার্থকের প্রবেশ, পশ্চাতে ভাসুরক]

সিদ্ধার্থক। (স্বগত) আমার প্রভুভক্তি যেন অচল থাকে। দোহাই ভগবান্, এ কার্যে যেন সফল হতে পারি।

ভাসুরক। আর্য! এই সেই লোক।

ভাগুরায়ণ। (অভিনয়ের ভঙ্গীতে দর্শন ক'রে) ভদ্র! এ ব্যক্তি কি আগন্তুক না, এখানকারই লোক?

সিদ্ধার্থক। কত্তা! আমি অমাত্য রাক্ষসের চাকর।

ভাগুরায়ণ। বেশ, অমাত্য রাক্ষসের লোকই যদি হয়ে থাক, তাহ'লে মুদ্রা না নিয়ে শিবির থেকে বাইরে যাচ্ছিলে কেন?

সিদ্ধার্থক। কি করব, কত্তা। কাজের তাড়া খুব বেশী ছেলো, তাইত কত্তার আদেশ না নিয়েই বাইরে গেনু।

ভাগুরায়ণ। এমন কি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যে তুমি রাজার আদেশ লঙ্ঘন করছ?

মলয়কেতু। সখে, পত্রখানা আন।

ভাগুরায়ণ। (সিদ্ধার্থকের হাত থেকে পত্রখানা নিয়ে শীলমোহর দেখে) কুমার! এই পত্র, আর এই রাক্ষসের নামের শীল।

মলয়কেতু। শীলটা ঠিক রেখে পত্রখানা আস্তে আস্তে খুলে ফেল দেখি।

ভাগুরায়ণ—(তদ্রূপ অনুষ্ঠিত করল)

মলয়কেতু। (পত্রখানা হাতে নিয়ে পাঠ আরম্ভ) "মঙ্গল হোক। কোনও ব্যক্তি কোনও স্থান থেকে কোনও পুরুষ বিশেষকে যথাস্থানে জানাচ্ছেন যে, আপনি সত্যবাদী, তাই আপনি আমার বিপক্ষকে পদচ্যুত ক'রে অনির্বচনীয়

সত্যপরায়ণতা দেখিয়েছেন। আপনি সত্য প্রতিজ্ঞ, সুতরাং আপনারই পূর্ব-প্রতিজ্ঞা অনুসারে সন্ধি সর্তের বস্তুগুলি প্রদানের ব্যবস্থা করলে আপনি বর্তমান সময়েও সন্ধিকারী বন্ধুবর্গের সন্তোষ জন্মাবেন। আর এই বন্ধুবর্গও আপনার প্রতিশ্রুতিতে স্থির-বিশ্বাস হতে পারলে নিজ নিজ বর্তমান আশ্রয় বিনষ্ট ক'রে আপনার পক্ষভুক্তই হবেন। আপনি এবিষয়ে বিস্মৃত না হলেও আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, এঁদের মধ্যে কেউ কেউ হস্তীর ধন ও হস্তী প্রার্থনা করেন, আর কেহ কেহ রাজ্য প্রার্থনা করেন। আপনি আমার নিকট যে তিনখানি অলঙ্কার পাঠিয়েছিলেন, তা পেয়েছি। আমিও পত্রখানা খালি না যায়, এই জন্য কিছু পাঠালাম। আশা করি, ইহা গ্রহণে আপনার আপত্তি হবে না। আর, অত্যন্ত বিশ্বস্ত এই সিদ্ধার্থকের নিকট বাচনিক শুনবেন। ইতি”

মলয়কেতু। সখে! ভাগুরায়ণ! এ কি রকম পত্র!

ভাগুরায়ণ। সিদ্ধার্থক! কা'র কাছে এই পত্র নিয়ে যাচ্ছ?

সিদ্ধার্থক। তা'ত জানিনা, কর্ত্তা!

ভাগুরায়ণ। ধূর্ত! পত্র নিয়ে যাচ্ছ, অথচ কার কাছে নিয়ে যাচ্ছ তা জান না? ওসব রাখ। বল, তোমার কাছ থেকে সংবাদ শুনবে কে?

সিদ্ধার্থক। (ভয় অভিনয় ক'রে) আপনারা।

ভাগুরায়ণ। শয়তান, চালাকি হচ্ছে? আমরা শুনব?

সিদ্ধার্থক। আপনারা মাণ্যিগণ্যি, আপনারাই আমাকে ধরলেন। তাইতো বলছিনু আপনারা।

ভাগুরায়ণ। (ক্রোধের সঙ্গে) এঃ, যেন ন্যাকা! কিছুই বোঝেন না! ভাসুরক! একে এক্ষুনি বাইরে নিয়ে গিয়ে ভালো ক'রে ধোলাই দাও। যতক্ষণ সব কথা স্বীকার না করবে, ততক্ষণ পেটাবে।

ভাসুরক। যে আজ্ঞে, আর্য। (সিদ্ধার্থককে সঙ্গে নিয়ে প্রস্থান এবং পুনরায় একাকী প্রবেশ) আর্য! এই শীল করা পেটরাটি লোকটির কোল থেকে নীচে পড়ে যায়।

ভাগুরায়ণ। (নিরীক্ষণ ক'রে) কুমার! এই পেটরাটিও রাক্ষস নাম চিহ্নিতই।

মলয়কেতু। সখে! পত্রখানা খালি না যায় এ জন্যই পেটরাটি পাঠানো হয়ে থাকবে। শীলটি না ভেঙে পেটরাটি খুলে দেখাও।

ভাগুরায়ণ। (শীল ভেঙ্গে পেটরাটি খুলে দেখাল)

মলয়কেতু। (নিরীক্ষণ ক'রে) ও! এই সেই অলঙ্কার! আমি নিজের অঙ্গ থেকে খুলে রাক্ষসের নিকট পাঠিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই এ পত্র চন্দ্রগুপ্তের।

ভাগুরায়ণ। কুমার! আপনার সন্দেহ এক্ষুনি নিরসনের ব্যবস্থা করছি। ভাসুরক! লোকটাকে আবারও পেটাও।

ভাসুরক। যে আজ্ঞে! (প্রস্থান ও কিছুক্ষণ পরে পুনঃপ্রবেশ) আর্য! লোকটাকে পেটাতে আরম্ভ করলে বলল যে, ওঃ! মেরো না, মেরো না, সত্যি বলব বলছি! কুমারের কাছে নিয়ে চল, তার কাছেই সব বলব।

মলয়কেতু। লোকটাকে নিয়ে এসো এখানে।

ভাসুরক। যে আজ্ঞে, কুমার। (প্রস্থান ও সিদ্ধার্থকের সঙ্গে পুনরায় প্রবেশ)

[সিদ্ধার্থকের গাত্রবাস ছিন্ন, চুল উস্কোখুস্কো, গালে ও কপালে ধুলোবালি মাখা]

সিদ্ধার্থক। (মলয়কেতুর চরণযুগলে পতিত হয়ে) আমাকে ওদের হাত থেকে বাঁচান কুমার! আমাকে মেরে ফেলল।

মলয়কেতু। সত্যি ক'রে বল, তোমার কোনও ভয় নেই, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

সিদ্ধার্থক। কুমার, তাহ'লে শুনুন। অমাত্য রাক্ষস আমার হাতে এই পত্রখানা দিয়ে চন্দ্রগুপ্তের কাছে পাঠিয়েছেন।

মলয়কেতু। এখন বল, মুখে কি সংবাদ নিয়ে যাচ্ছ।

সিদ্ধার্থক। কুমার! অমাত্য রাক্ষস আমাকে আদেশ করেছেন আমি যেন মহারাজ চন্দ্রগুপ্তকে একথা বলি যে, পাঁচজন রাজা আমার বন্ধু, পূর্বেই তোমার সঙ্গেও ইঁহাদের বন্ধুত্ব ছিল। এই পাঁচজন রাজা হলেন—কুলুত দেশের রাজা চিত্রবর্মা, মলয় দেশের রাজা সিংহনাদ, কাশ্মীর দেশের রাজা পুষ্করাক্ষ, সিন্ধু দেশের রাজা সিন্ধুসেন এবং পারস্য দেশের রাজা মেঘাক্ষ। এঁদের মধ্যে প্রথম তিন জন মলয়কেতুর রাজ্য চান এবং অপর দুই জন টাকা পয়সা হস্তি ও সৈন্য চান। আপনি চাণক্যকে প্রত্যাখ্যান ক'রে যেমন আমার প্রীতি জন্মিয়েছেন, তেমনি এদেরও যেন প্রতিশ্রুত মত বিষয় দিয়ে সন্তুষ্ট করেন।

এইটুকুই মৌখিক সংবাদ।

মলয়কেতু। (স্বগত) চিত্রবর্মা প্রভৃতিও আমার বিরুদ্ধতা করছে! তাই রাক্ষসের প্রতি এদের অসাধারণ প্রণয়!

(প্রকাশ্যে) প্রতীহারী! রাক্ষসকে বল, আমি ডেকে পাঠিয়েছি।

বিজয়া। কুমার! এই যাচ্ছি। [প্রস্থান]

[মঞ্চোপরি দৃশ্য: রাক্ষস গৃহ। চিন্তিত অবস্থায় সানুচর রাক্ষসের প্রবেশ।]

রাক্ষস। (স্বগত) মনের প্রসন্নতা অন্তর্হিত হয়েছে, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় আবার নিদ্রাহীন হয়েছি। চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যদের দিয়েই আমরা আমাদের বাহিনী পূর্ণ করেছি, তাই কিছুতেই স্থির-নিশ্চয় হতে পারছিনা-এদের সাহায্যে বিজয় গৌরব লাভ করতে পারব কিনা।

কারণ, শত্রুকে জয় করবার সামর্থ্য থাকলেই শুধু চলেনা, তার সঙ্গে সৈন্য বাহিনীর রাজার প্রতি আনুগত্য চাই, অথবা চাই বিপক্ষ সংস্রব মুক্ত হয়ে সর্বদা আত্মীয় পক্ষে অবস্থান। তাহ'লেই শুধু সে বাহিনী জয় লাভের উপযোগী হতে পারে।

যে সৈন্যবাহিনীকে অর্থের প্রলোভন অথবা ভয় প্রদর্শন দ্বারা বশীভূত রাখতে হয়, অথবা যে সৈন্যবাহিনী নিরপেক্ষ মনোভাব অবলম্বন করে বা স্বপক্ষের বিরুদ্ধতা করে, সেই বাহিনী রাজাকে পরাজয়ের গ্লানি বহন করতেই শুধু সাহায্য করে।

আজও স্থির-নিশ্চয় হতে পারছিনা আমাদের বাহিনীর মধ্যে পূর্ণ আনুগত্য আছে কিনা। ভদ্রভট প্রভৃতি সৈন্যাধ্যক্ষরা চন্দ্রগুপ্তের প্রতি বিরাগবশতঃ আমাদের বাহিনীতে এসে যোগ দিয়েছে আমাদের ভেদনীতির উৎকর্ষের ফলে। কিন্তু তাঁ'রা আমাদের যথার্থ অনুগত কিনা আজও বুঝতে পারি নি।

(প্রকাশ্যে) ভদ্র! প্রিয়ংবদক! তুমি আমার আদেশ অনুসারে কুমারের অনুগামী রাজগণকে গিয়ে বল যে, এখন প্রত্যহই কুসুমপুর নিকটবর্তী হচ্ছে, সুতরাং তাঁ'রা বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে যুদ্ধযাত্রায় গমন করুন। কি ভাবে এই বিভিন্ন শাখা তা'রা গঠন করবেন তাও বলে দিচ্ছি। শোনো:—

খস দেশীয় এবং মগধ দেশীয় রাজগণ সৈন্যসজ্জিত ক'রে আমার সঙ্গে সমস্ত সৈন্যের পুরোভাগে গমন করবেন। যবন রাজগণের সঙ্গে গান্ধার দেশীয় সৈন্যগণ মধ্যস্থানে গমন করবেন, চেদি দেশীয় এবং হূন দেশীয় সৈন্যগণে

পরিবেষ্টিত হয়ে মহারাজের শক নরপতিগণ পিছনে থাকবেন, আর কৌলুত প্রভৃতি রাজগণ পথে কুমারকে পরিবেষ্টন ক'রে গমন করবেন।

প্রিয়ংবদ। যে আজ্ঞে, অমাত্য। [প্রস্থান]

[প্রতীহারী বিজয়ার প্রবেশ]

বিজয়া। মন্ত্রিমহোদয়ের জয় হোক। কুমার আপনার দর্শন কামনা করেছেন।

রাক্ষস। প্রতীহারী! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। এখানে কে কে আছ হে?

[ভাস্বুরকের' প্রবেশ]

পুরুষ। এই আমি আছি, মহামাত্য। আমায় আদেশ করুন।

রাক্ষস। শকটদাসকে বল, কুমার আমাকে যে অলঙ্কার দিয়েছিলেন সেই অলঙ্কার পরিধান না ক'রে কুমারের সমক্ষে গমন করা আমার উচিত নয়। আমার কেনা সেই তিনখানা অলঙ্কার থেকে একখানা দাও।

পুরুষ। মন্ত্রিমহোদয়ের আদেশ শিরোধার্য। (প্রস্থান ও অলঙ্কার সহ পুনঃ প্রবেশ) মন্ত্রিমহাশয়! এই সেই অলঙ্কার।

রাক্ষস। (অভিনয়ের প্রণালীতে আপনাকে অলঙ্কৃত ক'রে) বিজয়া! রাজশিবিরগামী পথ দেখিয়ে দাও।

বিজয়া। মন্ত্রিমহাশয়! আসুন, আসুন।

রাক্ষস। (স্বগত) দাসত্ব নির্দোষ লোকেরও গুরুতর আশঙ্কার কারণ। কেননা, প্রথমে প্রভুর ভয় তারপর প্রভুর প্রণয়ী লোকদের ভয়। বিশেষতঃ উচ্চপদস্থ লোকের পদটাই দুর্জনের হিংসার কারণ। এই কারণে উচ্চপদস্থ লোকের মন আপন পতনকে অবশ্যম্ভাবী বলে মনে করে।

প্রতীহারী। (পদক্ষেপ ক'রে) মন্ত্রি মহাশয়! এই কুমার রয়েছেন।

[মঞ্চের অপর পার্শ্বে উপবিষ্ট মলয়কেতু ও ভাগুরায়ণের নিকটে গমন]

রাক্ষস। (নিরীক্ষণ ক'রে) এই যে কুমার! একি! দুশ্চিন্তায়, দুঃখে ইনি যেন নিশ্চল হয়ে বসে আছেন। মুখ নীচু ক'রে নিজের পায়ের দিকে চেয়ে আছেন। কেন, কেন, এরকম ভেঙে পড়েছেন? (মলয়কেতুর সন্নিধানে এসে) কুমারের জয় হোক।

মলয়কেতু। আর্য! আপনাকে অভিবাদন জানাই। এই আসন, উপবেশন করুন।

রাক্ষস। (উপবেশন)

মলয়কেতু। আর্য! বহুকাল আপনার দর্শন থেকে বঞ্চিত থাকায় আমরা বিশেষ উদ্বিগ্ন আছি।

রাক্ষস। কুমার! যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগের জন্য ব্যস্ত থাকায় আপনার নিকট এই তিরস্কার লাভ করলাম।

মলয়কেতু। আর্য! যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগের বিষয়টা জানতে পারি কি?

রাক্ষস। আপনার অনুগামী রাজগণকে এইরূপ আদেশ দিয়েছি—খস দেশীয় এবং মগধ দেশীয় রাজগণ সৈন্যসজ্জিত ক'রে আমার সঙ্গে সমস্ত সৈন্যের পুরোভাগে গমন করবেন। যবন রাজগণের সঙ্গে গান্ধার দেশীয় রাজগণ মধ্যস্থানে গমন করবেন, চেদি দেশীয় এবং হূন দেশীয় সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হয়ে মহাবীর শক নরপতিগণ পিছনে থাকবেন। আর, কৌলূত প্রভৃতি রাজগণ পথে কুমারকে পরিবেষ্টন ক'রে গমন করবেন।

মলয়কেতু। (স্বগত) অ্যাঁ! যাঁ'রা আমাকে বিনষ্ট ক'রে চন্দ্রগুপ্তকে সন্তুষ্ট করতে চাইছে, তাঁরাই আমাকে পরিবেষ্টন ক'রে অগ্রসর হবে? (প্রকাশ্যে) আর্য! এমন কেউ আছে কি, যে কুসুমপুর যাবে বা সেখান থেকে আসবে?

রাক্ষস। গমনাগমনের প্রয়োজন এখন সমাপ্ত হয়েছে। কেননা, আমরাই আর অল্পদিনের মধ্যে সেখানে উপস্থিত হচ্ছি।

মলয়কেতু। (স্বগত) বুঝতে পেরেছি। (প্রকাশ্যে) যদি তাই হয়ে থাকে তাহ'লে আপনি পত্র দিয়ে এই লোকটাকে পাঠিয়েছেন কেন?

রাক্ষস। (সিদ্ধার্থকের মুখের দিকে তাকিয়ে) এ যে সিদ্ধার্থক! ভদ্র! এ কি?

সিদ্ধার্থক। (অশ্রুপাতের সঙ্গে লজ্জা অভিনয় ক'রে)...আম্, আম্...মন্ত্রিমশাই! দয়া করুন। এঁরা আমাকে বেদম পেটাচ্ছিলেন, তাই মারের চোটে আপনার গুপ্ত সংবাদ প্রকাশ না ক'রে পারি নি।

রাক্ষস। সিদ্ধার্থক! সে কি! আমার গুপ্ত সংবাদ! তোমার কথা তো কিছুই বুঝতে পারছিনা।

সিদ্ধার্থক। প্রভু! আমি নি—নিবেদন করছি। আমাকে যে বেদম পেটাতে থাকায় আমি...(এই পর্যন্ত বলে সভায় অধোমুখ হ'ল)

মলয়কেতু। ভাগুরায়ণ! এই লোকটা তার প্রভুর সম্মুখে ভীত ও লজ্জিত

হয়েপড়েছে। তাই, এ নিজে বলতে পারবে না। তুমিই সব কথা বল।

ভাগুরায়ণ। কুমার যা আদেশ করেন।

মন্ত্রিমহাশয়! লোকটা বলছে, অমাত্য রাক্ষস আমার হাতে একখানা পত্র দিয়ে এবং মুখে সংবাদ বলে দিয়ে আমাকে চন্দ্রগুপ্তের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন।

রাক্ষস। ভদ্র! সিদ্ধার্থক! তোমার এ কথা কি সত্য?

সিদ্ধার্থক। (লজ্জা অভিনয় করতঃ) আমাকে এঁরা মারধর করছিলেন, তাই আমি একথা বলেছি।

রাক্ষস। কুমার! আপনি জানুন, এ কথা সর্বৈব মিথ্যা। লোকটা প্রহারের ভয়ে এ কথা বলেছে। প্রহার করা হলে লোকে কি না বলে।

মলয়কেতু। ভাগুরায়ণ! পত্রখানা দেখাও। আর, মন্ত্রিমহাশয়ের নিজেরা ভৃত্যই তাঁকে মৌখিক সংবাদটা জানাবে।

ভাগুরায়ণ। মন্ত্রিমহাশয়! এই নিন পত্র, পড়ে দেখুন।

রাক্ষস। (পত্রখানা পাঠের পর) কুমার! কুমার! এ শত্রুর ভেদনীতি প্রয়োগ।

মলয়কেতু। পত্রখানা খালি না যায়, এজন্য আপনি এই অলঙ্কারও সঙ্গে পাঠিয়েছেন। তবে, এটা শত্রুর প্রয়োগ হবে কি ক'রে? (অলঙ্কার প্রদর্শন) এই দেখুন, সেই অলঙ্কার।

রাক্ষস। (অলঙ্কার দর্শন ক'রে) কুমার! কুমার! এ অলঙ্কার আমি কোথায়ও পাঠাই নি, আমাকে বিশ্বাস করুন। এ অলঙ্কার আপনিই আমাকে দিয়েছিলেন, আমি আবার সন্তোষের সময় সিদ্ধার্থককে পুরস্কার দিয়েছিলাম।

ভাগুরায়ণ। মন্ত্রিমশাই তো বেশ চমৎকার একটা কাহিনী ফাঁদলেন দেখছি মন্ত্রিমশাই! আমাদের সকলকেই নির্বোধ মনে করছেন না কি? একে ত এটা উৎকৃষ্ট অলঙ্কার, তারপর কুমার নিজের অঙ্গ থেকে এটা খুলে আপনাকে দিয়েছিলেন। আর, সেই অলঙ্কার দান করার পাত্র হ'ল এই লোকটা!

মলয়কেতু। 'অতি বিশ্বস্ত সিদ্ধার্থকের মুখে অন্যান্য সংবাদ শুনবেন,' একথাও তো আপনি ঐ পত্রে লিখেছেন!

রাক্ষস। মৌখিক সংবাদ কোথায়, কা'রই বা পত্র, আর এই লোকটাই বা আমার কে?

মলয়কেতু। বাঃ মন্ত্রিমহাশয়! চমৎকার অভিনয়। তাহ'লে এই মুদ্রাটা কার শুনি?

রাক্ষস। কুমার! ধূর্তেরা কৃত্রিম মুদ্রাও সৃষ্টি করতে পারে।

ভাগুরায়ণ। কুমার! মন্ত্রিমহাশয় ঠিক কথাই বলেছেন। সিদ্ধার্থক! এ পত্রখানা কে লিখেছে বল দেখি!

সিদ্ধার্থক। (রাক্ষসের মুখ দর্শন ক'রে নীরবে অধোবদন হয়ে থাকল)

ভাগুরায়ণ। আবার মারধর খেতে চেয়ো না, বল, ব'লে ফেল।

সিদ্ধার্থক। আর্য! যদি শকটদাস লিখে থাকেন, তবে আমিই লিখেছি।

মলয়কেতু। বিজয়া! শকটদাসকে ডেকে আন।

বিজয়া। যে আজ্ঞে, কুমার।

ভাগুরায়ণ। (স্বগত) আর্য চাণক্যের গুপ্তচরেরা নিশ্চয়ই অজ্ঞাত বিষয় কখনও বলবে না। কিন্তু শকটদাস এখানে এসে যদি পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ ক'রে বলে ফেলে—"এই সেই পত্র," তাহ'লে? তখন সব ফাঁস হয়ে যাবে, মলয়কেতুও সন্দেহ ক'রে এ ব্যাপারে আর অগ্রসর হবেন না।

(প্রকাশ্যে) কুমার! শকটদাস কখনই মন্ত্রী রাক্ষসের সামনে দাঁড়িয়ে,—"এ পত্র আমি লিখেছি"—এ কথা স্বীকার করবে না। অতএব শকটদাসের লেখা অন্য পত্রের অক্ষরের সঙ্গে এই পত্রের হস্তাক্ষর মেলালেই সব বিষয় ধরা পড়বে।

মলয়কেতু। প্রতিহারী! তাই কর। শকটদাসের লেখা অন্য পত্র নিয়ে এস।

ভাগুরায়ণ। কুমার! এই সঙ্গে মুদ্রাটাকেও আনতে বলুন।

মলয়কেতু। হ্যাঁ, দুটোই নিয়ে এস।

প্রতিহারী। কুমার যা আদেশ করেন। (প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ) কুমার! এই সেই শকটদাসের নিজের হাতে লেখা পত্র আর এই মুদ্রা!

মলয়কেতু। (অভিনয়ের প্রণালীতে উভয়ই নিরীক্ষণ ক'রে) আর্য! অক্ষরগুলি একেবারে হুবহু মিলে গেছে!

রাক্ষস। (স্বগত) অক্ষরগুলি মিলে গেছে! তাহ'লে শকটদাসই এই পত্র লিখেছে? সেও আমার বিরুদ্ধে?

হায়! অস্থায়ী ধনের লোভে সে আজ স্ত্রী-পুত্রকে স্মরণ করল, প্রভুভক্তি

বিস্মৃত হয়ে চিরস্থায়ী যশ লাভের আশা করল না!

এতে আর সন্দেহ কি আছে! এই মুদ্রা শকটদাসের হাতের আঙুলেই ছিল। এই সিদ্ধার্থকও তারই মিত্র। আর ভেদনীতি প্রয়োগের অস্ত্রস্বরূপ এই পত্রখানাও তারই লেখা অন্য পত্রের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। সুতরাং শকটদাস যে প্রাণরক্ষার জন্যে প্রভুভক্তি থেকে বিচ্যুত হয়ে ভেদনিপুণ শত্রুগণের সঙ্গে সন্ধি ক'রে এই হীন কার্য করেছে, তা'তে আর সন্দেহ কি?

মলয়কেতু। আর্য! আপনি এই পত্রে লিখেছেন, "শ্রীমান্ যে তিনখানি অলঙ্কার প্রেরণ করেছেন তা পেয়েছি", এ কি তার মধ্যে একখানি? (বিশেষরূপে দেখে স্বগত) হায়! এ অলঙ্কার যে পিতৃদেব পূর্বে ধারণ করতেন! (প্রকাশ্যে) আর্য! এ অলঙ্কার কোথায় পেলেন?

রাক্ষস। বণিকদের নিকট থেকে এ অলঙ্কার কিনেছিলাম?

মলয়কেতু। বিজয়া! এ অলঙ্কার চিনতে পেরেছ?

বিজয়া। (দেখে অশ্রুপাত ক'রে) কুমার! এ অলঙ্কার চিনব না? প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ পর্বতেশ্বর এই অলঙ্কারই পূর্বে ধারণ করতেন।

মলয়কেতু। (অশ্রুপাতের সঙ্গে) হায় পিতঃ! হে বংশালঙ্কার! আপনি অলঙ্কার ভালোবাসতেন। তাই, আপনার অঙ্গেরই যোগ্য এই সেই অলঙ্কার। চন্দ্রশোভিত শরৎকালের সন্ধ্যা যেমন নক্ষত্র শোভায় শোভিত হয়, মুখচন্দ্র শোভিত আপনিও তেমনি এই অলঙ্কার শোভায় শোভিত হতেন।

রাক্ষস। (স্বগত) প্রতিহারী বলল, এ অলঙ্কার পূর্বে পর্বতেশ্বরই ধারণ করতেন। নিশ্চয়ই এগুলি পর্বতেশ্বরেরই অলঙ্কার। (প্রকাশ্যে) এই অলঙ্কারগুলিও চাণক্য প্রেরিত বণিকেরাই আমার নিকট বিক্রয় ক'রে গেছে।

মলয়কেতু। আর্য! পিতৃদেব এ অলঙ্কারগুলি পূর্বে ধারণ করতেন। এগুলি পরে চন্দ্রগুপ্তের হাতে যায়, সুতরাং বণিকেরা বিক্রয় করেছে—এরূপ সম্ভব হতে পারে না। তবে হ্যাঁ, সম্ভব হতে পারে যে, চন্দ্রগুপ্তই বণিক রূপে অধিক লাভের ইচ্ছা ক'রে এগুলি আপনার কাছে পাঠিয়েছে। আর ক্রূর-স্বভাব আপনি আমাকেই এই অলঙ্কারগুলির মূল্যরূপে কল্পনা করেছেন!

রাক্ষস। কুমার! কুমার! নাঃ—(স্বগত) শত্রু এই ভেদনীতি অতি নিপুণ ভাবে প্রয়োগ করেছে। "এ পত্র আমার নয়"—এ কথা বললে চলবে না,

কেননা এতে আমার মুদ্রা চিহ্ন রয়েছে, আর শকটদাস সৌহার্দ ভঙ্গ করেছে—এই উত্তরই বা বিশ্বাসযোগ্য হবে কেন? "রাজা চন্দ্রগুপ্ত অলঙ্কার বিক্রয় করেছে"—কোন ব্যক্তি এটাই বা ধারনা করবে?

মলয়কেতু। আর্য! কি বলতে চাইছিলেন, বলুন।

রাক্ষস। (অশ্রুপাতের সঙ্গে) যে আপনার আর্য! তাকে জিজ্ঞাসা করুন। আমি এখন অনার্য হয়ে পড়েছি।

মলয়কেতু। ঐ চন্দ্রগুপ্ত আপনার প্রভুর পুত্র এবং পরিচর্যাপরায়ণ। আর আমি মাত্র আপনার মিত্রের পুত্র। চন্দ্রগুপ্ত আপনাকে ঐশ্বর্য দান করবে, আর আপনার দাসত্ব হলেও আমি আপনাকে সম্মানপূর্বক মন্ত্রিপদ দেবো। কিন্তু এখানে আমার প্রভুত্ব, আপনার পরাধীনত্ব। সুতরাং কোন্ স্বার্থের চেষ্টা আপনাকে অনার্য ক'রে ফেলছে?

রাক্ষস। কুমার! এইরূপ অসঙ্গত কথাতেই আপনি আমার বুদ্ধি স্থির ক'রে দিয়েছেন। কেননা, আপনার কথাটাই আমি বলছি ঃ

ঐ চন্দ্রগুপ্ত আমার প্রভুর পুত্র, আর পরিচর্যাপরায়ণ আপনি আমার বন্ধুপুত্র। সে আমাকে অর্থ দিতে পারে, আর আমি আপনার সর্বকার্যে অনুগত থেকে আপনাকে পরামর্শ দিতে পারি; সেখানে দাসত্ব হলেও আমার সম্মানপূর্বক মন্ত্রিপদই বটে। সুতরাং সেখানে আমার প্রভুত্বও আছে। এই জন্যই, বলুন, কোন স্বার্থের জন্যে আজ আমি অনার্য পরিগণিত হতে চলেছি?

মলয়কেতু। বেশ, তা না হয় স্বীকার করলাম। কিন্তু এই—এইগুলি এখন কি? (পত্র ও অলঙ্কারের থলি প্রদর্শন)

রাক্ষস। (সাশ্রুনয়নে) কুমার! এগুলি বিধির খেলা! আমি বলব না—এগুলো চাণক্যের খেলা। কারণ, দাসত্বে আবদ্ধ থাকলেও সৎস্বভাব, কৃতজ্ঞ এবং সুশিক্ষিত প্রভুগণের স্নেহবশতঃ আমরা তাদের পুত্রগণের সমান পর্যায়েই ছিলাম। যে পাপিষ্ঠ বিধি লোকচরিত্রাভিজ্ঞ সেই রাজগণকে বিনষ্ট করেছে, সেই বিধিরই এ একটা বিশাল খেলা।

মলয়কেতু। (ক্রুদ্ধ হয়ে) "এটা বিধির খেলা। আমার খেলা নয়!"

এখনও সত্য গোপনের চেষ্টা? নীচ! পাষণ্ড!

কৃতঘ্ন! তুমি তীব্র বিষদায়িনী ভয়ঙ্কর একটা কন্যাকে প্রেরণ ক'রে আমার পিতৃদেবকে হত্যা করেছ। এখনও শত্রুর মন্ত্রিত্বপদের লোভে শত্রুরই প্রণয়

লাভের জন্য তুমি আমাকে মাংসেরই মত বিক্রয় করতে চাইছ! কি আশ্চর্য!

রাক্ষস। (স্বগত) এই আর একটা বিষফোঁড়ার উপর বিষফোঁড়া। (প্রকাশ্যে। কান দুটিতে আঙ্গুল দিয়ে) কুমার! কুমার! ওকথা বলবেন না, ওকথা বলবেন না। আমি পর্বতেশ্বরের প্রতি বিষকন্যা প্রয়োগ করি নি।

মলয়কেতু। কে তবে পিতৃদেবকে হত্যা করল?

রাক্ষস। এ বিষয়ে দৈবকে জিজ্ঞাসা করা উচিত।

মলয়কেতু। (ক্রোধের সঙ্গে) অ্যাঁ, ন্যাকা! এ বিষয়ে দৈবকে জিজ্ঞাসা করা উচিত! কেন? বৌদ্ধ সন্ন্যাসী জীবসিদ্ধিকে নয় কেন?

রাক্ষস। (স্বগত) অ্যাঁ! জীবসিদ্ধিও চাণক্যের চর! হায়! আমার হৃদয়টাকেও শত্রুরা আয়ত্ত ক'রে ফেলেছে!

মলয়কেতু। (ক্রোধের সঙ্গে) ভাসুরক! সেনাপতি শিখরসেনকে এই আদেশ কর—যে পাঁচজন রাজা এই রাক্ষসের সঙ্গে সৌহার্দ স্থাপন ক'রে আমাকে হত্যা ক'রে চন্দ্রগুপ্তকে সন্তুষ্ট করতে চাইছে—কুলূত দেশের রাজা চিত্রবর্মা, মলয় দেশের রাজা সিংহনাদ, কাশ্মীর দেশের রাজা পুষ্করাক্ষ, সিন্ধু দেশের রাজা সুষেণ আর পারস্য দেশের রাজা মেঘনাদ—তাদের মধ্যে যে প্রথম তিনজন আমার রাজ্য লাভ করতে চেয়েছে তাদের গভীর গর্তে ফেলে দিয়ে মাটি দিয়ে সেই গর্ত পূর্ণ ক'রে ফেলুক, আর যে অপর দুজন আমার হস্তিসৈন্য লাভ করতে চাইছে সেই দুজনকে হস্তিপদ পেষণে হত্যা করা হোক।

ভাসুরক। কুমার! যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

মলয়কেতু। (ক্রোধের সঙ্গে) রাক্ষস! রাক্ষস! আমি বিশ্বাসঘাতক রাক্ষস নই, আমি মলয়কেতু। অতএব যাও, তুমি মুক্ত, সর্বপ্রযত্নে গিয়ে চন্দ্রগুপ্তকে আশ্রয় কর। আর দেখ,

দুর্নীতি যেমন ধর্ম, অর্থ ও কামকে নষ্ট করতে পারে তেমনি আমিও চাণক্য, চন্দ্রগুপ্ত এবং তোমাকে নষ্ট করতে পারব।

ভাগুরায়ণ। কুমার! আর সময়ক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। এখনই কুসুমপুর অবরোধের জন্য আমাদের সৈন্যগণকে আদেশ করুন।...আমাদের সৈন্যবাহিনীর অন্তর্গত অশ্বগণের খুরের আঘাতে উৎপন্ন ধূলিরাশি গৌড় দেশবাসিনী রমণীগণের গণ্ডদেশকে ধূম্রবর্ণ করুক এবং ভ্রমরতুল্য কৃষ্ণ কেশকলাপের কৃষ্ণবর্ণকে অপনীত করুক, আর হস্তিগণের মদজলে ছিন্নভিন্ন

শত্রুগণের মস্তকে গিয়ে পতিত হোক!

[মলয়কেতু ভাগুরায়ণ প্রভৃতি পরিজনগণের সঙ্গে প্রস্থান]

রাক্ষস। (আবেগের সঙ্গে) হায়! হায়! কি শোচনীয়! সুহৃৎ চিত্রবর্মা প্রভৃতিকেও হত্যা করালো! হায়! রাক্ষস বন্ধু বিনাশই করে চলেছে, শত্রুবিনাশ নয়! এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে? আমার মত হতভাগ্য আর কে আছে?...কিন্তু কি করি? কি করি?...তপোবনে যাব? কিন্তু কি হবে তপোবনে গিয়ে? তপস্যায় শত্রুদ্বেষী হৃদয় শান্তি লাভ করবে না। তবে কি প্রভুদের অনুসরণ করব?...না, না, শত্রু জীবিত থাকতে তা স্ত্রীলোকের কার্য। তবে কি তরবারি ধারণ ক'রে শত্রুসৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব?...হ্যাঁ, তাই ঠিক।...কিন্তু...চন্দনদাসের মুক্তি? চন্দনদাসের মুক্তি?

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত

ষষ্ঠ অঙ্ক

[অলঙ্কৃত অবস্থায় হর্ষোৎফুল্ল সিদ্ধার্থকের প্রবেশ]

সিদ্ধার্থক। আনন্দ। আনন্দ! হাঃ, হাঃ, হাঃ। যুদ্ধ হ'ল না, সৈন্যসজ্জা হ'লনা—অথচ শত্রুসৈন্য পরাজিত হয়ে গেল! কি আশ্চর্য এই চাণক্য নীতি! আনন্দ! আনন্দ! হাঃ, হাঃ, হাঃ।…আরে! ঐ যে সমিদ্ধার্থক আসছে! যাই, দেখি বন্ধুবর কোথায় যাচ্ছে। একটু ফুর্তি করা যাবে।…

[সমিদ্ধার্থকের প্রবেশ]

সমিদ্ধার্থক। বন্ধুবান্ধব যদি সব দূরে চলে যায় তাহ'লে কি আর টাকা পয়সা ভাল লাগে? আজ এমন আনন্দের দিনে বন্ধুদের কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না।…শুনেছি, বন্ধুবর সিদ্ধার্থক নাকি মলয়কেতুর শিবির থেকে ফিরে এসেছে। দেখি সে কোথায়? (মঞ্চোপরি পাদক্ষেপ, তারপর অভিনয়ের ভঙ্গীতে দেখে) আরে! আরে! এই তো সিদ্ধার্থক! প্রিয় সখার মঙ্গল ত?

সিদ্ধার্থক। সমিদ্ধার্থক! কি রে কেমন আছিস?

[পরস্পর আলিঙ্গন]

সমিদ্ধার্থক। আর, ভাল আছি কেমন ক'রে বলি? বহুকাল তুমি দেশছাড়া, তারপর ফিরে এসেই কোনও কথাটি না বলে আবার উধাও! এতে কারো ভাল লাগে?

সিদ্ধার্থক। সখে! রাগ করছ কেন? ফিরে এলাম—আর সঙ্গে সঙ্গে মহামন্ত্রী চাণক্য আদেশ করলেন—"যাও, এক্ষুনি গিয়ে এই আনন্দের খবর রাজা চন্দ্রগুপ্তকে বলে এসো।" সুতরাং তক্ষুণি যেতে হ'ল, আর লাভও হ'ল প্রচুর—দেখ, অলঙ্কারে আমার দেহরত্ন একেবারে 'পরিশোভমানা।' ফিরবার পথে তোমার বাড়ীই যাচ্ছিলাম।

সমিদ্ধার্থক। সখা! যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে আমাকেও রাজা চন্দ্রগুপ্ত ভেবে কথাটা শোনাও না। কি আপত্তি আছে?

সিদ্ধার্থক। সখা! তুমি শুনবে, আবার আপত্তি? বেশ, চন্দ্রগুপ্ত হয়ে এই

আসনটায় বসে পড়। আমিও দূত রূপে এই আশ্চর্য আনন্দের সংবাদ নিবেদন করি।...বসে পড়, বসে পড়...আর দেরী নয়।

মহামন্ত্রী চাণক্যের কৌশলে মলয়কেতু একেবারে বুদ্ধির ঢেঁকি হয়ে যায়। তাই, দুরাত্মা মলয়কেতু রাক্ষসকে বিতাড়িত করে এবং চিত্রবর্মা প্রভৃতি প্রধান পাঁচজন রাজাকে বধ করে। এই ঘটনায় অন্যান্য সমস্ত রাজা মলয়কেতুকে অবিবেচক এবং দুরাচারী স্থির ক'রে মলয়কেতুর শিবির ত্যাগ ক'রে আপন আপন দেশে চলে যায়। এদের সৈন্যেরাও ভীত হয়ে চঞ্চল হয়ে পড়ে এবং একে একে পলায়ন করতে থাকে। মলয়কেতুর যখন এই অবস্থা তখন ভদ্রভট, পুরুষদত্ত, হিঙ্গুরাত, বলগুপ্ত, রাজসেন, ভাগুরায়ন, রোহিতাক্ষ ও বিজয়বর্মা প্রভৃতি তাঁকে বেঁধে ফেলে।...

সমিদ্ধার্থক। ব্যাপারটা তো বড়ই অদ্ভুত! আমরা সবাই শুনেছি, ভদ্রভট প্রভৃতিরা মহারাজ চাণক্যের উপর বিরক্ত হয়ে মলয়কেতুর পক্ষে যোগ দেয়। কিন্তু আশ্চর্য! এতো রীতিমত নাটক। এঁরা মুখে এক রকম, আর কাজে আর এক রকম!

সিদ্ধার্থক। সখা! আশ্চর্য হবার কি আছে? বিধাতা কি নির্দিষ্ট করেছেন কখনও কেউ অনুমান করতে পারে? মহামতি চাণক্যের নীতিও কি ভাবে অগ্রসর হয়, তা কেউ বলতে পারে না। তাই তাঁকে নমস্কার করি।

সমিদ্ধার্থক। যাক, তারপর কি ঘটল, বল।

সিদ্ধার্থক। তারপর? যা ঘটা উচিত তাই ঘটল। মাননীয় চাণক্য উৎকৃষ্ট সৈন্য সঙ্গে নিয়ে নগর থেকে বার হয়ে পড়লেন, এবং রাজাদের সঙ্গে পলায়মান সমস্ত ম্লেচ্ছ সৈন্যকে ধরে ফেললেন।

সমিদ্ধার্থক। সখে! সে ম্লেচ্ছ সৈন্য কোথায়?

সিদ্ধার্থক। কেন? এখন তারা বন্দী, কড়া পাহারার অধীন।

সমিদ্ধার্থক। সখে! এ আলোচনা থাক। তোমাকে অন্য একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আমরা শুনলাম, আর্য চাণক্য সকল লোকের সামনে মন্ত্রিপদ ত্যাগ করেছেন। অথচ, আবার কি জন্য সেই মন্ত্রিপদেই তিনি আরোহণ করলেন?

সিদ্ধার্থক। দেখ বন্ধু! ব্যাপারটা যদি অত সহজ হত তাহ'লে ত কথাই ছিল না। মন্ত্রী রাক্ষসও চাণক্যের এই ব্যাপারটা অনুমান করতে পারেন নি, আর আমার মত, তোমার মত লোকেরা তাই অনুমান করতে পারবে?

সমিদ্ধার্থক। সখে! অমাত্য রাক্ষস এখন কোথায়?

সিদ্ধার্থক। অমাত্য রাক্ষস! সেই ভয়ঙ্কর কোলাহল যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, মলয়কেতুর সেনাবাহিনীতে দেখা দিল বিশৃঙ্খলা, তখন অমাত্য রাক্ষস শিবির থেকে বার হয়ে চলে এলেন এই কুসুমপুরে। আর্য চাণক্যের নির্দেশে উন্দু নামক একজন গুপ্তচর তাঁকে অনুসরণ করছিল, সে-ই এসে একথা জানিয়েছে।

সমিদ্ধার্থক। বন্ধু! ব্যাপারটা যেন সত্যিই নাটক নাটক মনে হচ্ছে। কিছুই যেন মাথায় ঢুকছে না। অমাত্য রাক্ষস নন্দরাজ্য পুনরুদ্ধারের সঙ্কল্প নিয়েই কুসুমপুর থেকে চলে গিয়েছিলেন। সে সঙ্কল্প সকল হ'ল না, অথচ তিনি আবার কুসুমপুরে চলে এলেন!

সিদ্ধার্থক। সখে! সত্যিই ব্যাপারটায় একটু খটকা লাগতে পারে। তবে আমার কি মনে হয় জান? অমাত্য রাক্ষস তাঁ'র বন্ধু চন্দনদাসের মায়া কাটাতে পারেন নি। তাই, গোপনে কুসুমপুরে প্রবেশ করেছেন।

সমিদ্ধার্থক। তা, তোমার কথা ঠিক হলেও হতে পারে। কিন্তু চন্দনদাসের মুক্তি হবে বলে তুমি মনে কর কি?

সিদ্ধার্থক। আরে! বা-বা। সেই পাপিষ্ঠ চন্দনদাসের মুক্তি? ও-কি আর সম্ভব? জানো, কি জন্য আমি তোমার জন্যে তোমার বাড়ীতেই যাচ্ছিলাম? মাননীয় চাণক্য আদেশ দিয়েছেন, আমাদের দুজনেরই চন্দন দাসকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে তার বধের ব্যবস্থা করতে হবে।

সমিদ্ধার্থক। কি! কি! কি বললে? মাননীয় চাণক্যের আদেশে আমাদের এখন ঘাতক হতে হবে? এমন ভয়ঙ্কর নৃশংস কার্যে তিনি আর লোক খুঁজে পেলেন না? আমাদেরই নিযুক্ত করলেন?

সিদ্ধার্থক। আরে, বাবা! ওসব ছেঁদো কথা রাখ। বাঁচতে চাও ত মাননীয় চাণক্যের আদেশ পালন কর। নইলে, তোমার প্রাণপাখীও উড়ন চণ্ডী হয়ে…ফুরুৎ।

[চল, চল—বেশ ভালো ক'রে ঘাতক চণ্ডালের বেশ ধারন ক'রে চন্দনদাসকে শ্মশানে নিয়ে যাই।…

[দুজনেরই প্রস্থান]

[মঞ্চের অপর দিক থেকে একজন পুরুষের প্রবেশ। জায়গাটা ঈষৎ অন্ধকার]

পুরুষ। অন্ধকার! অথচ তারই মাঝে কীসের একটা আলো যেন সমস্ত জগৎটাকে আলোকিত ক'রে রেখেছে! চাণক্যনীতির এই আলো সব দিকে ছড়িয়ে পড়ছে! অন্ধকারে লুক্কায়িত ছোট্ট পোকা-মাকড়টি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে! কি অদ্ভুত এই চাণক্য নীতি! এই নীতির রজ্জুতে ছয়টি গুণ একেবারে দৃঢ় হয়ে আটকে আছে, আবার সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডের চারটি উপায়ও এতে সুন্দরভাবে জড়ানো রয়েছে। শত্রুর কোনও দিক থেকেই পালাবার উপায় নেই। (পদচারণা করতে করতে) হ্যাঁ, এইতো সেই জায়গায় এসে পড়েছি। ঐযে হিঙ্গুল গাছ—আর ঐ, ঐখানে সেই আম্রকানন, আর তার পাশে নন্দরাজাদের ঐ উপবন।

হ্যাঁ···এখানটাতেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে···উন্দুর সেই কথাই বলেছে। (এদিক ওদিক নিরীক্ষণ ক'রে) মনে হচ্ছে, মন্ত্রী রাক্ষস মাথা-গা-হাত-পা ঢেকে যেন এদিকেই আসছেন!···হ্যাঁ, হ্যাঁ···উন্দুর ঠিক সংবাদই দিয়েছে··· রাক্ষস না হয়ে যায় না।···আমাকে এবার গা ঢাকা দিতে হয়···এই গাছটার পিছনে দাঁড়িয়ে দেখব রাক্ষস কোথায় এসে বসেন। (এর পর মঞ্চের এক কোণে গিয়ে সরে দাঁড়াল।)

[মঞ্চের অপর দিকে থেকে আপাদমস্তক অবগুণ্ঠিত সশস্ত্র রাক্ষসের প্রবেশ]

রাক্ষস। (অশ্রুপাত ক'রে) ওঃ, কি জ্বালা! কি কষ্ট!

একে একে নিবিল দেউটি।

হায়!

নন্দ-রাজলক্ষ্মী আজ কুলটা রমণী সম

স্বামী ত্যাজি পর পুরুষ করেছে আশ্রয়!

অগণিত প্রজাবৃন্দ ত্যাজিয়াছে অনুরাগ,

নন্দ রাজবংশে আর নেই প্রীতি, নেই ভালোবাসা।

যারা কষ্ট দুঃখ সহি এতদিন ছিল

মোর পিছু, সব চেষ্টা ব্যর্থ দেখি

তারাও হয়েছে আজ নিরাশ, নিষ্ক্রিয়!

মাথা নেই; শুধু অঙ্গ পড়ে আছে যেন!

আর আশ্চর্য!

অশিক্ষিতা শূদ্রী যেমতি

গুণিশ্রেষ্ঠ স্বামী ত্যাজি করে পলায়ন
প্রেমিক জারের সনে,
নন্দ রাজলক্ষ্মী যেন পশ্চাতের দ্বার দিয়ে
সেই ভাবে পালিয়েছে, করেছে আশ্রয়
শূদ্রী-গর্ভ-জাত সেই মুরার তনয়ে।
সেখানেই মহাসুখে যাপিতেছে নিশিদিন
আনন্দে করিছে ভোগ কাম-সুখ যত।
হায়!
দৈবের শত্রুতাবশে ব্যর্থ আজি অদম্য উদ্যম,
ব্যর্থ হল নিরলস সযত্ন পুরুষকার।
উঃ কি জ্বালা! কি কষ্ট!
মহাবলী, বীরশ্রেষ্ঠ নন্দ কুলপতি
রাজা মহাপদ্ম যমের আঘাতে যবে
হলেন শায়িত চিরশয্যা' পরে, ভাবিলাম
উদ্ধারিব রাজলক্ষ্মী বিশ্বকেতু ধরি।
কিন্তু হায়! বিধি বাম।
শত্রুর চক্রান্তে পড়ি পর্বতেশ্বর হইল নিহত।
তবু আমি ছাড়ি নি উদ্যম, ত্যাজি নাই পুরুষকার
আশ্রয় করিয়া তাই মলয়কেতুকে
করিলাম শেষ চেষ্টা নন্দ-লক্ষ্মী উদ্ধারিতে।
তবু, তবু—ব্যর্থ হল চেষ্টা মোর—
কার্যসিদ্ধি হ'ল না কখনো।
বিধি বাম, দৈবই শত্রুরূপে করে ছারখার।
কি করিবে ঐ ব্রাহ্মণ বটুক?···
চাণক্যের নীতি?
না, না—কখনোই না।
ঐ ম্লেচ্ছ মলয়কেতু?
কি অদ্ভুত কাণ্ডজ্ঞান!
একবার ভাবিল না—অদ্যাপি প্রভুর সেবায়

যেই ব্যক্তি রহিয়াছে আত্ম-নিবেদিত,
সেই রাক্ষস করিবে গোপন-সন্ধি শত্রুগণ সহ ?
মূঢ়মতি একবার ভাবিল না—বিচার করিয়া
দেখি সত্য কিনা রাক্ষসের কথা।
হায় !
বিধি বাম হ'লে নরনারী নির্বিশেষে
এ ভাবেই ঘটে বুঝি বুদ্ধির বিনাশ !
কিন্তু, ওহে ম্লেচ্ছ, ওহে হঠকারী কৃতঘ্ন যুবক !
শোনো, শোনো…
শত্রু হস্তে পড়ি রাক্ষস হারাবে প্রাণ
তবু—তবু সন্ধি করিবেনা চন্দ্রগুপ্ত সনে।
নাঃ, নাঃ—
বাক্য উচ্চারিয়া করিব না শত্রুর ভর্ৎসনা।
[সকল দিকে দৃষ্টিপাত ও অশ্রুপতন]
উঃ…এই সেই কুসুমপুর !
ইন্দ্রপুরী সম এর প্রতি ধূলিকণা,
এর প্রতি পথ ঘাট, বন উপবন,
স্বচ্ছ সরোবর, বৃক্ষলতা গুল্ম যত
পূত হয়ে আছে নরশ্রেষ্ঠ নন্দপতি
মহারাজ মহাপদ্ম পাদসঞ্চারণে।
এই যে, এখানে ! এই উপবনে
বসিতেন নরকুলপতি নন্দরাজ।
করিতেন আলাপন অভ্যাগত রাজাদের সনে।
কিন্তু আজ ? শূন্য, মহাশূন্য !
রিক্ত, নিঃস্ব এই দেব বন-বীথি।
হতভাগ্য আমি,
ওঃ ! কোথা যাই, কোথা যাই !
বন্ধু চন্দনদাস ?
কি ভাবে, কোথায় আছো ?

কেমনে পাইব তব কুশল সংবাদ ?
…দেখি, এই উপবনে পাই কিনা কাহারও সাক্ষাৎ
পারি কিনা জানিবারে সংবাদ তাহার।
হঁ্যা। হঁ্যা। সেই চেষ্টা করি।
হায়! অমাত্য রাক্ষস আমি!
রাজগণে হইয়া বেষ্টিত নগরের
পথে যবে চলিতাম ধীর পদক্ষেপে,
আগ্রহে আসিত ছুটি পুরবাসী যত
দেখিবারে রাজমন্ত্রী, এই অমাত্য রাক্ষসে।
আর আজ ?
সেই অমাত্য রাক্ষস ভীরু চৌর সম
সভয়ে প্রবেশ ক'রে পুরানো উদ্যানে।
হায়! অদৃষ্টের কিবা পরিহাস।

[যেন উপবনে প্রবেশ করছেন এরূপ অভিনয় ক'রে ও চারদিক লক্ষ্য ক'রে]

এই কি সেই উপবন ?
সেই জমকালো রাজগৃহ ভগ্ন ইষ্টকস্তূপ !
সেই সুনির্মল বারিপূর্ণ স্বচ্ছ সরোবর শুষ্ক, জলহীন !
ফলভারে সদানত বৃক্ষকুল ফলশূন্য, পত্রপুষ্পহীন !
দুষ্ট লোক কুঠারের নির্মম আঘাতে
ছিন্ন করি নিয়ে গেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা
বেদনা-জর্জর দেহে করিছে ক্রন্দন
কপোতের তীক্ষ্ণ রবে, সর্পকুল আসি
নিয়েছে আশ্রয়, বাধিয়াছে অসংখ্য নির্মোক।
কীটদষ্ট শুষ্ককাণ্ড যেন শোকাহত।
উঃ সেই শ্যাম শোভা, সেই তারুণ্যের শ্রী
কালের অতল গর্ভে হয়েছে বিলীন !
মনে হচ্ছে—শ্মশানে চলেছে যেন !
জীবনের রূপ রস কোথায় মিলিয়ে গেছে !
নাঃ…বড় শ্রান্ত, বড় ক্লান্ত আমি !

এই যে! ভগ্ন পাষাণ খণ্ড! এই মোর
সুলভ আসন।
এখানেই করিব বিশ্রাম কিছুকাল। (উপবেশন)

[নেপথ্যে আনন্দ কোলাহল]

ওঃ, কীসের এই কোলাহল!
শঙ্খ ও ঢক্কার নাদে কীসের বিজয়বার্তা করিছে ঘোষণা?
শত্রুকুলে এ আনন্দ কীসের ইঙ্গিত?

[চিন্তার অভিনয় ক'রে]

ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ বুঝেছি।
মলয়কেতুর বন্ধনের সংবাদ এসেছে।
তাই মৌর্যকুলে এই হর্ষ, এই আনন্দের প্রকাশ।

[অশ্রুপাতের সঙ্গে]

হায়! কি হ'ল!
বুকের ভেতরটা যেন টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে!
বিধাতা নির্মম, কি নিষ্করুণ!
শত্রুর বিজয় আমাকে শুনিয়েছেন,
আমাকে দেখিয়েছেনও।
মনে হচ্ছে, নির্মম বিধি আমাকে এখন
তাদের মধ্যেই নিয়ে চলেছেন।

পুরুষ—এতক্ষণে ইনি বসেছেন। এবার মাননীয় চাণক্যের আদেশ পালন করতে হবে।

[রাক্ষসের দৃষ্টিপথে পড়ে এমন ভাবে খস্‌খস্‌ শব্দ ক'রে গলায় দড়ি দিতে লাগল]

রাক্ষস। (নিরীক্ষণ ক'রে, স্বগত) এই লোকটি যেন গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করতে চাইছে! নিশ্চয়ই, এ লোকটিও নিশ্চয়ই আমারই মত হতভাগ্য।

যাক, একে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি। (নিকটে গিয়ে প্রকাশ্যে) ওহে! ওহে! শোনো, শোনো, এ কি করছ?

পুরুষ। (অশ্রুপাত ক'রে) আর্য! কেন এসে আমাকে বাধা দিলেন? আমার মত হতভাগ্যের যা করা উচিত তাই করছি। যার অন্তরঙ্গ বন্ধুকে বিনা

অপরাধে মৃত্যুবরণ করতে হয়, তার আর বেঁচে থেকে লাভ কি ?

রাক্ষস। (স্বগত) যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। লোকটি আমারই মত দুর্ভাগ্য এবং শোকসাগরে মগ্ন। দেখি, কারণটা কি ?

(প্রকাশ্যে) ভদ্র! তোমারও আমারই মত বিপদ দেখছি। যদি একান্ত গোপনীয়ও না হয় বা খুব বড় না হয়, তাহ'লে তোমার এই আত্মহত্যার কারণটা জানতে চাইছি।

পুরুষ। (রাক্ষসের দিকে বিশেষ ভাবে নিরীক্ষণ করে) মহাশয়! আমার এ কারণ খুব গোপনীয় নয়, খুব বড়ও নয়। কিন্তু প্রিয় বন্ধুর বিনাশে আমি আর প্রাণ রাখতে পারছিনা।

রাক্ষস। (স্বগত) ওঃ, কি কষ্ট! আমি আমার বন্ধুর বিপদে নিতান্ত উদাসীন রয়েছি, তাই, এই ব্যক্তি আমাকে যেন পরিহাসের সঙ্গে ওর দল থেকে বার করে দিচ্ছে। (প্রকাশ্যে) ভদ্র! তোমার এই কারণটা আমায় জানাবে কি ?

পুরুষ। মহাশয়! আমার দুঃখের কথা জানাবার কি আশ্চর্য আগ্রহ আপনার। উপায় কি! বলছি। এই নগরে জিষ্ণুদাস নামে একজন মণিকার বৈশ্য আছেন।

রাক্ষস। (স্বগত) চন্দনদাসের পরম মিত্র জিষ্ণুদাস আছেন বটে। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ, তারপর ?

পুরুষ। তিনি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

রাক্ষস। (স্বগত) জিষ্ণুদাসের বন্ধু! তাহ'লে চন্দনদাসের সংবাদ এ নিশ্চয়ই জানে।

পুরুষ। (অশ্রুপাতের সঙ্গে) সম্প্রতি সেই জিষ্ণুদাস নিজের সমস্ত ধন সম্পত্তি দরিদ্রদের দান ক'রে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করবার ইচ্ছায় নগর থেকে বার হয়েছেন। যে পর্যন্ত সেই প্রিয়সখার প্রাণ ত্যাগের নিদারুণ সংবাদ কানে না আসে, তারই মধ্যে আমিও গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করব। এ জন্যই এই পুরানো বাগানে এসেছি।

রাক্ষস। ভদ্র! তোমার এই বন্ধুর আগুনে ঝাঁপ দেবার কারণ কি ? কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি ?

পুরুষ। আর্য! না, না, মোটেই তা নয়।

রাক্ষস। তাহ'লে কি অগ্নি ও বিষের তুল্য রাজরোষ ওর উপর পড়েছে ?

পুরুষ। আর্য! রাজরোষের কথা বলবেন না! এমন হতেই পারে না। কারণ, চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে নিষ্ঠুর ব্যবহার নেই।

রাক্ষস। তবে কি ইনি অপ্রাপ্য পরস্ত্রীকে ভালবেসেছিলেন ?

পুরুষ। (কানে আঙ্গুল দিয়ে) আর্য! ওকথা বলবেন না, ওকথা বলবেন না। সুশিক্ষিত বণিক সমাজে এ রকম বিষয় কারও কখনও মনেই আসতে পারেনা। বিশেষতঃ জিষ্ণুদাসের মত সচ্চরিত্র লোকের!

রাক্ষস। তাহ'লে এমন কি কারণ ঘটতে পারে, যার জন্যে শোকে, দুঃখে আত্মনাশ করতে হবে ? তবে, তোমারই মত সেও কি আত্মীয়-বন্ধু বিয়োগের বেদনায় কাতর হয়ে পড়েছে ?

পুরুষ। আর্য! হ্যাঁ, সেইটেই কারণ।

রাক্ষস। (আশঙ্কিত চিত্তে স্বগত) চন্দনদাস জিষ্ণুদাসের প্রিয়বন্ধু। আবার জিষ্ণুদাসের আত্মবিনাশের কারণ প্রিয়বন্ধুর বিনাশ!...হৃদয়! তুমি স্থির হও, এমন ভাবে বিহ্বল হয়ে পড়ো না। (প্রকাশ্যে) ভদ্র! তোমার সেই বন্ধুর কথা পুরাপুরি শোনাও। আমারও মন বড়ই ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

পুরুষ। আর্য! আর কি বলব ? আমার আত্মহত্যার আর বিঘ্ন ঘটাতে চাই না, আমি সঙ্কল্পে অটল।

রাক্ষস। ভদ্র! তুমি বিলম্ব করো না, আমিও বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠেছি।

পুরুষ। আর্য! বলতেই হবে ?...তাহ'লে বলছি, শুনুন।

রাক্ষস। ভদ্র! বল, বল। আমার হৃদয়ের এ জ্বালা শান্ত কর।

পুরুষ। আর্য! আপনি নিশ্চয়ই জানেন, এই নগরে চন্দনদাস নামে একজন মণিকার বৈশ্য আছেন।

রাক্ষস। (বিষণ্ণ হয়ে স্বগত) পরম সুহৃৎ চন্দনদাস! বিধি! তুমি আমার মৃত্যুর দ্বার উদ্ঘাটন করছ! মন! প্রস্তুত হও! (প্রকাশ্যে) ভদ্র! শুনেছি তিনি সাধু প্রকৃতির এবং বন্ধুবৎসল। তাঁ'র কি হয়েছে ?

পুরুষ। তিনি আমার বন্ধু জিষ্ণুদাসের প্রিয় সখা।

রাক্ষস। (স্বগত) হৃদয়! শান্ত হও। বজ্রপাতের জন্য প্রস্তুত হও।

পুরুষ। জিষ্ণুদাস বন্ধুর যা কর্তব্য সেই কথাই আজ চন্দ্রগুপ্তকে বলেছিলেন।

রাক্ষস। বল, কি কথা ?

পুরুষ। তিনি বলেছিলেন, মহারাজ! আমার ঘরে পর্যাপ্ত ধন-সম্পদ রয়েছে। সেই ধন-সম্পদ গ্রহণ ক'রে আমার প্রিয় সখা চন্দনদাসকে ছেড়ে দিন।

রাক্ষস। (স্বগত) সাধু জিষ্ণুদাস। সাধু! তোমার এই বন্ধুপ্রীতি সত্যই ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে!

আজকাল প্রায়ই তো দেখা যাচ্ছে, পুত্র পিতাকে, পিতা পুত্রকে, সখা সখাকে ধনলোভে শত্রুর ন্যায় প্রতারণা ক'রে স্নেহ মায়া মমতা বিসর্জন দেয়। আর তুমি! সেই ধন-সম্পদই পরিত্যাগ ক'রে বন্ধুর প্রাণ রক্ষায় সচেষ্ট হয়েছ! তুমি ধন্য! জিষ্ণুদাস তুমি ধন্য!

পুরুষ। আর্য! জিষ্ণুদাসের এই অনুরোধের উত্তরে চন্দ্রগুপ্ত তা'কে বললেন—"ভদ্র জিষ্ণুদাস! আমি ধনের জন্য বণিক চন্দনদাসকে বন্ধন করিনি। উনি অমাত্য রাক্ষসের পরিবারবর্গকে গোপন করেছেন, আমরা অনেক অনুরোধ করলেও তা'দের দেন নি। যদি উনি অমাত্য রাক্ষসের পরিবারবর্গকে দেন তাহ'লেই ওঁকে মুক্তি দিতে পারি, নইলে প্রাণদণ্ড ওঁকে ভোগ করতেই হবে। আর, ওঁ'র এই প্রাণদণ্ড দেখে অন্য লোকেও এরকম কাজে প্রবৃত্ত হবেনা।" চন্দ্রগুপ্ত এই কথা বলে চন্দনদাসকে বধ্যস্থানে নিয়ে যাবার আদেশ দিয়েছেন। তারপর, "যে পর্যন্ত প্রিয়বন্ধু চন্দনদাসের মৃত্যুর সংবাদ না শুনি তার মধ্যেই আত্মনাশ করব" এই সঙ্কল্প ক'রে জিষ্ণুদাস নগরের বাইরে চলে গিয়েছেন। আর আমিও স্থির করেছি, জিষ্ণুদাসের মৃত্যুসংবাদ শুনবার আগেই উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করব। এজন্যই এই পুরানো বাগানে এসেছি।

রাক্ষস। চন্দনদাসকে মেরে ফেলে নি তো?

পুরুষ। আর্য! এখনও মেরে ফেলে নি। এখনও চন্দ্রগুপ্তের লোকেরা বার বার তাঁর কাছে অমাত্য রাক্ষসের পরিজনদের চাইছে। কিন্তু তিনি অস্বীকার করছেন। এজন্যই প্রাণদণ্ডের বিলম্ব ঘটছে।

রাক্ষস। (আনন্দের সঙ্গে স্বগত) সখা চন্দনদাস! তুমি আজ শরণাগত রক্ষায় পরম শ্রদ্ধেয় শিবি রাজাকেও যেন ছাড়িয়ে গিয়েছ। তোমার যশ, তোমার খ্যাতি অমর হয়ে থাকবে। (প্রকাশ্যে) ভদ্র! ভদ্র! শীঘ্র যাও, আগুনে ঝাঁপ দেবার আগেই জিষ্ণুদাসকে থামাও। আর আমিও চন্দনদাসকে মৃত্যু থেকে বাঁচাই।

পুরুষ। আপনি কি ভাবে চন্দনদাসকে বাঁচাবেন?

রাক্ষস। (তরবারি নিষ্কোশিত ক'রে) যুদ্ধে পরমবন্ধু এই তরবারির সাহায্যে। এই শানিত তরবারি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েই রয়েছে। শত্রুরা বহুবার আমার বল পরীক্ষা ক'রে দেখেছে—এবারও তা'রা দেখবে। আমি আজ জড় হয়ে গেলেও বন্ধুর জন্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হব।

পুরুষ। আর্য! এভাবে চন্দনদাসের জীবন হয়ত রক্ষা পেতে পারে। কিন্তু বিপদ এখন যে অবস্থায় পৌঁছেছে তা'তে নিশ্চয় ক'রে কিছুই বলা যায় না। [নিরীক্ষণ ক'রে চরণে পতিত হয়ে] আর্য! প্রাতঃস্মরণীয় অমাত্য রাক্ষসই কি আপনি? আমার এই সন্দেহের নিরসন করুন, আর্য!

রাক্ষস। ভদ্র! যে ব্যক্তি প্রভুর বংশ বিনাশ প্রত্যক্ষ করেছে, সেই অসৎপ্রকৃতি, বন্ধু-বিনাশের কারণ অমাত্য রাক্ষসই আমি।

পুরুষ। (আনন্দের সঙ্গে পুনরায় চরণযুগলে পতিত হয়ে) আর্য! দয়া করুন। আজ কৃতার্থ হলাম।

রাক্ষস। ভদ্র! ওঠ, ওঠ—এখন আর বিলম্বের প্রয়োজন নেই। জিষ্ণুদাসকে গিয়ে বল, রাক্ষস চন্দনদাসকে মুক্ত করছেন। শত্রুরা আবার দেখবে—এই শানিত তরবারির শক্তি কতখানি!

[তরবারি আকর্ষণ ক'রে মঞ্চের উপর ক্রুদ্ধ পাদচারণা]

পুরুষ। [রাক্ষসের চরণযুগলে পতিত হয়ে] অমাত্য রাক্ষস! প্রসন্ন হোন। দুরাত্মা চন্দ্রগুপ্ত এই নগরে প্রথমে মাননীয় শকটদাসের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেয়। সেই সময় কোনও ব্যক্তি শ্মশানভূমি থেকে শকটদাসকে অপহরণ ক'রে অন্য দেশে নিয়ে যায়। তখন দুরাত্মা চন্দ্রগুপ্ত স্থির করল—"ঘাতকেরা অসাবধান হবার ফলেই এই ঘটনা ঘটেছে। সুতরাং শকটদাসের পরিবর্তে ঘাতকদেরই হত্যা করা হোক।" সেই থেকে ঘাতকেরা এখন সাবধান হয়ে গিয়েছে। সামনে বা পিছনে কোনও অস্ত্রধারী লোককে দেখতে পেলে তা'রা সেই লোক অগ্রসর হবার আগেই দণ্ডিত লোককে বধ ক'রে ফেলে।

তাই বলছি, আপনি যদি অস্ত্রগ্রহণ ক'রে এ ভাবে সেখানে যান তাহ'লে চন্দনদাসের বধ অবিলম্বেই হয়ে যাবে। আর্য! আমি যাচ্ছি, জিষ্ণুদাসকে বারণ করি গে। আপনি চন্দনদাসের জীবন রক্ষার চেষ্টা করুন।

[প্রস্থান]

রাক্ষস। (স্বগত) কি আশ্চর্য! এই চাণক্যবটুর নীতিপদ্ধতি বোঝা বড়ই কঠিন।

যদি চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের মতানুসারেই সিদ্ধার্থক শকটদাসকে আমার কাছে নিয়ে গিয়ে থাকে তাহ'লে চন্দ্রগুপ্ত ক্রোধে ঘাতকদেরই হত্যা করল কেন? আবার সিদ্ধার্থক যদি দৈববশতঃই আমার বন্ধু হয়ে থাকবে তাহ'লে সেই জাল পত্রখানা নিয়ে আমাকে এ ভাবে বিপর্যস্ত করল কেন?

নাঃ, কিছুই যেন আর বুঝতে পারছিনা। কেমন যেন সব ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে!

কিন্তু এখন? এখন কি করতে পারি?
কোন পথে রক্ষা পাবে সুহৃদের প্রাণ?
যদি করি অস্ত্রধারণ,
ঘাতকের অভিঘাত হইবে সত্বর,
বাঁচিবেনা পরম সুহৃৎ।
উদ্ভাবন করি যদি অন্য কোনও নীতি,
সময়-সাপেক্ষ হেতু আসন্ন বিপদে ফল ফলিবেনা।
তাহ'লে…তাহ'লে থাকিব কি উদাসীন, নীরব, নিষ্ক্রিয়?
না—না—কিছুতেই না,
বন্ধুর বিপৎকালে থাকিতে পারিনা উদাসীন।
হ্যাঁ, শুধু একমাত্র পথ
বন্ধুর প্রাণের বিনিময়ে ঘাতকের হাতে
আপনার দেহ সমর্পণ।
হ্যাঁ, সেই পথ! সেই পথ!

[নিষ্ক্রান্ত]

ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত

"সপ্তম অঙ্ক"

[চণ্ডালবেশী বজ্রলোম নামধারী সিদ্ধার্থকের প্রবেশ]

বজ্রলোম। হে আর্যগণ! পথ থেকে সরে যান! পথ থেকে সরে যান! হে মাননীয়গণ! আপনারাও সকলে পথ ছাড়ুন, পথ ছাড়ুন! হে পুরবাসিগণ! আপনারা যদি আপন আপন ধন-সম্পদ, বংশ, স্ত্রী এবং প্রাণ রক্ষা করতে চান তাহ'লে সযত্নে রাজকোপ থেকে দূরে থাকুন, রাজার বিরুদ্ধাচরণ পরিত্যাগ করুন।

হে পুরবাসিগণ!

অখাদ্য ভোজন করলে শুধু ভোজনকারী ব্যক্তিরই রোগ বা মৃত্যু হয়। কিন্তু যা'রা রাজার বিরুদ্ধাচরণ রূপ অখাদ্য ভোজন করে, তা'রা সবংশেই বিনষ্ট হয়!

হে পুরবাসিগণ!

আপনারা যদি আমার একথা বিশ্বাস করতে না চান, তবে আসুন—দেখুন রাজার বিরুদ্ধাচরণকারী মণিকার বণিক চন্দনদাসের অবস্থা! স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে তা'কে এখন শ্মশানভূমিতেই আনা হয়েছে!

[মঞ্চ থেকে সম্মুখস্থ দর্শকবৃন্দের দিকে লক্ষ্য ক'রে]

আর্যগণ!

আপনারা কি বলছেন—"চন্দনদাসের কি মুক্তির উপায় নেই?" বলুন, এই পাপিষ্ঠের মুক্তির উপায় কি ক'রে থাকবে? তবে হ্যাঁ, এখনও হয়ত উপায় থাকলেও থাকতে পারে। অমাত্য রাক্ষসের পরিবারবর্গকে চন্দনদাস লুকিয়ে রেখেছে বলেই এই প্রাণদণ্ডের আদেশ। চন্দনদাস যদি এখনও রাক্ষসের পরিবারবর্গকে রাজার হাতে ছেড়ে দেয়, তাহ'লে তা'র মুক্তি হতে পারে।

[পুনরায় মঞ্চ থেকে সম্মুখস্থ দর্শকবৃন্দের দিকে লক্ষ্য ক'রে]

হ্যাঁ, কি বললেন, কি বললেন?

"বণিক চন্দনদাস শরণাগতবৎসল? তাই উনি নিজের জীবন রক্ষার জন্য এরূপ অকার্য করবেন না।" এই কথা? আর্যগণ! তবে জেনে রাখুন, বন্দী চন্দনদাসের শূলে আরোহণ কেউ ঠেকাতে পারবে না। আপনারা আর

কি উপকার করবেন ?

[তদনন্তর স্কন্ধে শূল নিয়ে বধ্যবেশে চন্দনদাসের প্রবেশ, সঙ্গে অপর একজন চণ্ডালবেশী বেনুবর্তক নামধারী সমিদ্ধার্থক]

স্ত্রী কুটুম্বিনী। (নেপথ্যে) হায় ! হায় ! ভগবান্! এই কি ধর্ম ! আমরা সর্বদাই ধর্ম-ভয়ে ভীত, সর্বদাই সৎকাজ ক'রে থাকি। তথাপি আমাদের মত লোকদের এই বিপদ কেন ? হায় ভগবান্ ! এ ভাবে আমার স্বামীর চোরের মত মৃত্যু ঘটালে কেন ? অপরাধ না করেও আমার স্বামী ঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে চলেছেন কেন ?

ভগবান্ ! তুমি চিরকাল নিরপরাধকেই শাস্তি দেবে ? নইলে, যে হরিণগণ মৃত্যু ভয়ে কখনও মাংস না খেয়ে কেবল ঘাস খেয়েই বেঁচে থাকে, সেই সরল স্বভাব হরিণগণকে বধ করবার জন্য ব্যাধগণের এত আগ্রহ কেন ?

জিষ্ণুদাস ! আমার কথার জবাব দিচ্ছ না কেন ? ভগবানের মত পাষণ্ড কি আর আছে ? কেন, কেন তা'কে ডাকব ? কেন, কেন সেই নিষ্ঠুর বিধির কাছে প্রার্থনা করব ? জিষ্ণুদাস ! জবাব দাও, জবাব দাও।

চন্দনদাস। (অশ্রুপাতের সঙ্গে) হায় গৃহিণী ! তুমি বিলাপ করছ। কিন্তু এখন আর কিইবা করবে। শোক পরিত্যাগ কর। ও: ঐ জিষ্ণুদাস চোখের জল মুছতে মুছতে গৃহিণীর সঙ্গে সঙ্গে আসছেন। আমার প্রাণরক্ষার জন্য এর ত্যাগ অতুলনীয় !

চণ্ডালদ্বয়—মাননীয় চন্দনদাস ! আপনি বধ্যস্থানে এসে গেছেন, এখন পরিজনদের বিদায় করুন।

চন্দনদাস। গৃহিণী ! ছেলের সঙ্গে বাড়ী ফিরে যাও। এবার বধ্যস্থানে প্রবেশ করেছি, আর তোমার আসা উচিত নয়।...আর্যে ! বন্ধুর কার্যে আমার মৃত্যু হচ্ছে, কোনও অপরাধের জন্য নয়। এই আনন্দের সময়ে তুমি রোদন করছ কেন ?

স্ত্রী কুটুম্বিনী। (নেপথ্যে) আর্য ! তবু আমি ফিরে যেতে পারি না। আমি কুলবধূ, আমাকে আপনার চরণ অনুসরণের অনুমতি দিন।

চন্দনদাস। গৃহিণী ! তোমার এ কাজ মোটেই ভাল নয়। শিশুটি আজও এ সংসারে কিছুই জানে না। তার জন্যেই তোমাকে প্রাণধারণ করতে হবে।

স্ত্রী কুটুম্বিনী। (নেপথ্যে) দয়াময় কুলদেবতা এর প্রতি অনুগ্রহ করবেন। বৎস !

তোমার পিতা আর ফিরবেন না। তাঁর চরণে প্রণাম কর।

[পুত্রের প্রবেশ]

পুত্র। (পিতার চরণ যুগলে পতিত হয়ে) পিতা! আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। আমি এখন কি করব ?

চন্দনদাস। পুত্র! যে দেশে চাণক্য থাকবে না, সেই দেশে গিয়ে বাস করবে।

বজ্রলোম। মাননীয় চন্দনদাস! শূল পোতা হয়েছে, এখন মরণের জন্য প্রস্তুত হোন্।

চন্দনদাস। ভদ্র প্রধান! একটু কাল বিলম্ব কর, আমি এই পুত্রটিকে আলিঙ্গন ক'রে নিই! (পুত্রকে আলিঙ্গন ও মস্তক আঘ্রাণ করে) বৎস! মৃত্যু একদিন হবেই। সুতরাং বন্ধুর কার্য করেই মৃত্যু বরণ করি। এই মৃত্যুই শ্রেষ্ঠ!

পুত্র। পিতা! আপনি বলুন, এইভাবে মৃত্যুই আমাদের বংশের নিয়ম ? (পুনরায় পিতার চরণে পতিত হ'ল। চন্দনদাস পুত্রকে ভূমি থেকে তুলে পুনরায় আলিঙ্গন ও মস্তক আঘ্রাণ করল।)

দ্বিতীয় চণ্ডাল। ওরে! বজ্রলোম! ধর, ধর। ও'র স্ত্রীপুত্রেরা নিজেরাই তাহ'লে চলে যাবে।

বজ্রলোম। (চন্দনদাসের দেহ জড়িয়ে ধ'রে) ওরে! বেণুবর্ত্তক! এই ধরছি।

পুত্র। বাবা! বাবা! ওগো! কে আছ কোথায়, আমার বাবাকে বাঁচাও, আমার বাবাকে বাঁচাও!

(রাক্ষসের প্রবেশ)

রাক্ষস। বৎস! ভীত হয়ো না, ভীত হয়ো না। ওহে! ওহে! সেনাপতি! চন্দনদাসকে হত্যা কোরো না। কারণ, যার জন্যে আজ এই সচ্চরিত্র, বন্ধুবৎসল চন্দনদাসের প্রাণ হরণে তোমরা উদ্যত হয়েছো, আমিই সেই রাক্ষস। আমারই কণ্ঠে যমলোকের পথস্বরূপ এই বধ্যের মালা পরিয়ে দাও। দাও, দাও, পরিয়ে দাও।

চন্দনদাস। (নিরীক্ষণ ক'রে অশ্রুপাতের সঙ্গে) হায়! হায়! এ কি করলেন, অমাত্য ? এ ভাবে আত্মপ্রকাশ করলেন কেন ?

রাক্ষস। বন্ধো! চন্দনদাস! কোনও গুণই আমার নেই। তোমার গুণগুলির মধ্যে একটিকেই মাত্র অনুসরণের চেষ্টা করছি।

চন্দনদাস। অমাত্য! আমার সব কাজই নিষ্ফল হয়ে গেল! আপনার এই আত্মপ্রকাশ আমার কাছে মোটেই আনন্দের নয়।

রাক্ষস। মূর্খে! আর আমায় তিরস্কার কোরো না। কারণ, জীবলোকের স্বার্থই প্রধান।

ভদ্র শ্রেষ্ঠ সেনাপতি! যাও, এক্ষুণি গিয়ে দুরাত্মা চাণক্যকে এই বিষয়টা জানাও।

চণ্ডালদ্বয়। আজ্ঞে, কোন্ বিষয়?

রাক্ষস। এই দুষ্ট কলিযুগে যিনি নিজের প্রাণের বিনিময়ে অন্যের প্রাণ রক্ষা ক'রে পুরাকালের যশস্বী শিবিরাজার যশকেও ম্লান ক'রে দিয়েছেন, নির্মল হৃদয়, অহিংসা এবং সচ্চরিত্র দিয়ে যিনি পরমপুরুষ বুদ্ধদেবের আচরণকেও অতিক্রম করেছেন, সম্মানের যোগ্য সেই চন্দনদাস যাহার জন্য আজ বধ্যভূমিতে আনীত হয়ে তোমাদের হস্তে প্রাণ বিসর্জনে প্রস্তুত হয়েছেন, আমিই সেই রাক্ষস।

বজ্রলোম। ওরে বেণুবর্ত্তক! তুই বণিক চন্দনদাসকে নিয়ে এই গাছের ছায়ায় একটু কাল থাক। আমি মাননীয় চাণক্যের কাছে খবরটা দিয়ে আসি, অমাত্য রাক্ষসকে ধরেছি।

বেণুবর্ত্তক। ওরে বজ্রলোম! তাই কর, তাই কর।

[চন্দনদাস ও তার পুত্র সহ দ্বিতীয় চণ্ডালের প্রস্থান]

বজ্রলোম। (রাক্ষসের সঙ্গে পাদক্ষেপ ক'রে) দৌবারিকদের মধ্যে এখানে কে কে আছ হে! নন্দবংশের বজ্রস্বরূপ আর চন্দ্রগুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাপক মাননীয় চাণক্যের নিকট জানাও যে—

রাক্ষস। (স্বগত) হায়! পরিশেষে একথাও রাক্ষসকে শুনতে হ'ল।

বজ্রলোম। বল, "আপনারই নীতিকৌশলে যাঁর বুদ্ধি ও পুরুষকার বদ্ধ হয়েছিল, সেই অমাত্য রাক্ষসকে আমরা ধরেছি।

[তদনন্তর অবগুণ্ঠনে আবৃত এবং মুখমাত্রই দেখা যায় এই অবস্থায় চাণক্যের প্রবেশ]

চাণক্য। বল, বল—

অত্যুচ্চ লেলিহান শিখায় পিঙ্গলবর্ণ অগ্নিকে কোন ব্যক্তি কাপড়ের আঁচল দিয়ে বন্ধন করেছে? কোন ব্যক্তি বেগবান্ বায়ুর গতিবেগ হঠাৎ বন্ধ ক'রে দিল? কোন ব্যক্তি মদমত্ত সিংহকে পিঞ্জরে আবদ্ধ করল? কোন ব্যক্তি হিংস্র কুম্ভীর

ও মকরে পরিপূর্ণ উত্তাল সমুদ্রকে আপন বাহুবলে অতিক্রম করল ?

বজ্রলোম। নীতিনিপুণ আপনার বুদ্ধিতেই এই দুঃসাধ্য কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

চাণক্য। ভদ্র ! না, না, ওকথা বলো না। বল—নন্দকুলদ্বেষী দৈবই এ কাজ করেছে।"

রাক্ষস। (চাণক্যের দিকে তাকিয়ে স্বগত) ওঃ, এই সেই দুরাত্মা অথবা মহাত্মা, চাণক্য। সমুদ্র যেমন রত্নের আকর, ইনিও তেমনি সমস্ত শাস্ত্রের আকর। আমরা এর প্রতি বিদ্বেষী হয়েও এর অশেষ গুণের প্রশংসা না ক'রে পারি না।

চাণক্য। (রাক্ষসের দিকে তাকিয়ে স্বগত) অহো ! ইনিই সেই রাক্ষস। এই মহাত্মাই বহুকাল যাবৎ আমাদের নিদ্রাহীন ক'রে রেখেছিলেন, চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যকে এবং আমার বুদ্ধিকে বহুকাল কষ্ট দিয়েছেন ! (হস্ত দ্বারা অবগুণ্ঠন উন্মোচন ক'রে নিকটে গিয়ে)

অমাত্য রাক্ষস ! বিষ্ণুগুপ্তের নমস্কার গ্রহণ করুন।

রাক্ষস। (স্বগত) আমার এই অবস্থায় "অমাত্য" বিশেষণটি লজ্জার কারণই বটে। (প্রকাশ্যে) মাননীয় চাণক্য ! ঘাতক স্পর্শে আমি অস্পৃশ্য হয়েছি, সুতরাং আমাকে স্পর্শ করা আপনার উচিত নয়।

চাণক্য। অমাত্য রাক্ষস ! এঁরা কেউ ঘাতক নন। ইনি সিদ্ধার্থক, এঁকে আপনি পূর্বেই দেখেছেন। আর ঐ যিনি চন্দনদাসকে নিয়ে চলে গেলেন তিনি সমিদ্ধার্থক নামে আর এক রাজপুরুষ। আর বেচারি শকটদাসও জানত না যে, আমি তাঁকে দিয়ে কপটভাবে পত্র লিখিয়েছিলাম।

রাক্ষস। (স্বগত) যাক্, শকটদাসের প্রতি আমার সন্দেহ চাণক্যই দূর করল।

চাণক্য। এ ব্যাপারে বেশী কিছু কি বলব ? সংক্ষেপে আপনাকে জানাচ্ছি— সেই যে ভদ্রভট প্রভৃতি, সেই তাদৃশ পত্র, সেই সিদ্ধার্থক, সেই তিনখানা অলঙ্কার, আপনার মিত্র সেই ভদন্ত, জীর্ণোদ্যানস্থিত সেই আত্মহত্যায় উদ্যত দুঃখিত লোকটি এবং চন্দনদাসের সেই কষ্ট, হে বীর ! এ সমস্তই আপনার সঙ্গে মিলিত হবার ইচ্ছায় আমার—(এ পর্যন্ত বলবার পর লজ্জা অভিনয় ক'রে) চন্দ্রগুপ্তের কৌশল।

অতএব এই চন্দ্রগুপ্ত আপনাকে দেখতে আসছে, আপনি তার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

রাক্ষস। (স্বগত) আর উপায় কি ? (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, দেখছি।

[সেবকগণ সহ মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ]

রাজা। (স্বগত) বিনা যুদ্ধেই মাননীয় চাণক্য দুর্জয় শত্রু সৈন্যকে পরাজিত করেছেন। এতে আমি লজ্জাই পেয়েছি, কারণ শত্রুসংহারে সমুদ্যত আমার বাণগুলি লক্ষ্যশূন্য হয়ে শোকবশতঃই যেন আধামুখ হয়ে আপন তূণীরে অবস্থান করছে! এতে আমি মোটেই তৃপ্তি পাই নি। তবে এটা ঠিক, আমার তুল্য কোন রাজা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হলেও রাজকার্যে গুরুজন যদি সাবধান থাকেন তাহ'লে তিনি গুণশূন্য ধনুর্দ্ধারী হলেও জগতে শত্রুজিৎ হতে পারেন।

(চাণক্যের নিকটে গিয়ে) আর্য! চন্দ্রগুপ্তের প্রণাম গ্রহণ করুন। (পদধূলি গ্রহণ)।

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত! তোমাকে যে যে আশীর্বাদ করেছিলাম, তা সমস্তই ফলেছে। অতএব, এখন মাননীয় মন্ত্রী রাক্ষসকে প্রণাম কর। ইনি তোমার পৈতৃক মন্ত্রীদিগের মধ্যে প্রধান।

রাক্ষস। (স্বগত) লোকটা কম নয়! চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গেও আমার সম্বন্ধ ঘটিয়ে দিচ্ছে!

রাজা। (রাক্ষসের নিকটে গিয়ে) আমি চন্দ্রগুপ্ত, আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

রাক্ষস। (চন্দ্রগুপ্তের দিকে তাকিয়ে) এই সেই চন্দ্রগুপ্ত!

যখন এ শিশু ছিল, তখনই এর দিকে তাকিয়ে লোকে এর গুরুতর উন্নতির কথা বলত। হস্তিশাবক যেমন ধীরে ধীরে হস্তিযূথের নেতৃত্ব লাভ করে, সেই শিশু তেমনি আজ পূর্ণ যৌবনে উপনীত হয়ে রাজত্ব লাভ করেছে।

(প্রকাশ্যে) রাজা! আপনি বিজয়ী হোন।

রাজা। আর্য! গুরুদেব চাণক্য আর মাননীয় আপনি এই দুই জনই আমার রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে সতর্ক থাকলে আমি জগতে কি—না—জয় করলাম। একবার ভেবে দেখুন—।

রাক্ষস। (স্বগত) চাণক্যের শিষ্য আমাকে ভৃত্যভাবে স্পর্শ করছে, না, নম্রভাবেই স্পর্শ করেছে। এর প্রতি আমার বিদ্বেষও যেন চলে যাচ্ছে! চাণক্য যে যশস্বী হয়েছে, তা সঙ্গতই হয়েছে। উপযুক্ত প্রভু হলে নির্বোধ মন্ত্রীরও নিশ্চয়ই যশোলাভ ঘটে থাকে, আর প্রভু অনুপযুক্ত হ'লে নির্দোষ নীতিশালী মন্ত্রীও ভগ্নাশ্রয় হয়ে ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় পতিত হন।

চাণক্য। অমাত্য রাক্ষস! আপনি চন্দনদাসের জীবন ইচ্ছা করেন কি?

রাক্ষস। মাননীয় চাণক্য! সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

চাণক্য। অমাত্য রাক্ষস? আপনি অমাত্যপদের এই দণ্ড গ্রহণ না করলে চন্দ্রগুপ্তের প্রতি আপনার অনুগ্রহ করা হয় না; এই কারণেই সন্দেহ। তবে যদি সত্যই চন্দনদাসের জীবন ইচ্ছা করেন, তা'হলে এই দণ্ড গ্রহণ করুন।

রাক্ষস। চাণক্য! না, না, ওকথা বলবেন না। কারণ, আমি এই দণ্ড গ্রহণের অযোগ্য। বিশেষতঃ যে দণ্ড আপনার হাতে, সেই দণ্ড গ্রহণে ত অবশ্যই অযোগ্য।

চাণক্য। অমাত্য রাক্ষস! আমি যোগ্য আর আপনি অযোগ্য—এভাবে কথা বলছেন কেন? আপনি গর্বিত শত্রুর গর্ব খর্ব ক'রে থাকেন, তাই আপনার ক্ষমতা অপরিসীম। আপনার সেই ক্ষমতার জন্যই আজও পর্যন্ত চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে শান্তি আসে নি। ঘোড়াগুলির মুখে সর্বদাই লাগাম যুক্ত থাকায় তা'রা ইচ্ছানুসারে না খেতে পেয়ে ক্ষীণ হয়ে গেছে, হস্তীগুলির পৃষ্ঠে সর্বদাই সৈন্য অবস্থান করছে, ফলে তাদেরও স্নানাহার নেই। আপনি একবার এই অবস্থাটা প্রত্যক্ষ করুন।

আপনাকে তর্ক ক'রে বোঝাতে চাই না। জেনে রাখুন, আপনি অমাত্যপদের দণ্ড গ্রহণ না করলে চন্দনদাসের জীবন রক্ষিত হবে না।

রাক্ষস। (স্বগত) মহারাজ নন্দের স্নেহকণাগুলি এখনও আমার হৃদয়স্পর্শ করছে! অথচ আমি তাঁর শত্রুদেরই বশ্যতা স্বীকার করছি। আমার হাতের জল দিয়ে যে বৃক্ষগুলিকে সিক্ত করেছিলাম, সেই বৃক্ষগুলিকে নিজেকেই ছেদন করতে হবে। ক্রুদ্ধ হয়ে বন্ধুগণের শরীরেই অস্ত্রপ্রয়োগ করতে হবে। বিধির কি অপূর্ব খেলা! (প্রকাশ্যে) মাননীয় চাণক্য! সুহৃৎ চন্দনদাসের জীবন আমাকে রক্ষা করতেই হবে। অমাত্যপদের দণ্ড আনয়ন করুন, এই আমি প্রস্তুত হয়েছি।

চাণক্য। (আনন্দের সঙ্গে দণ্ড সমর্পণ ক'রে) চন্দ্রগুপ্ত! অমাত্য রাক্ষস দণ্ড গ্রহণ ক'রে তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তোমার ভাগ্যরবি আজ থেকে সমুদিত হল।

রাজা। গুরুদেব! আপনার অনুগ্রহে চন্দ্রগুপ্ত এটা অনুভব করতে পারছে।

(কোন পুরুষের প্রবেশ)

পুরুষ। আর্যের জয় হোক! আর্যের জয় হোক! ভদ্রভট ও ভাগুরায়ণ প্রভৃতি

কুমার মলয়কেতুর হস্তপদ বন্ধন ক'রে দ্বারদেশে এনে স্থাপন ক'রে মাননীয় চাণক্যের আদেশের অপেক্ষা করছেন।

চাণক্য। ভদ্র! অমাত্য রাক্ষসকে জানাও, এখন ইনিই উহা জানেন।

রাক্ষস। (স্বগত) কৌটিল্য আমাকে দাস বানিয়ে এখন ঐ বিষয়ে আদেশ দেবার জন্যে আমার কাছেই বলতে বলছে! কিন্তু উপায় কি! (প্রকাশ্যে) রাজন্! চন্দ্রগুপ্ত! জানেন যে, আমি কিছুকাল কুমার মলয়কেতুর কাছে বাস করেছিলাম। অতএব মলয়কেতুর প্রাণ রক্ষা করুন।

রাজা। (চাণক্যের মুখের দিকে দৃষ্টি করলেন।)

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত! অমাত্য রাক্ষসের এই প্রথম প্রার্থনা সম্মানের সঙ্গে রক্ষা কর। (আগন্তুক পুরুষের দিকে তাকিয়ে) ভদ্র! আমার এই কথা তুমি ভদ্রভট প্রভৃতিকে বল গিয়ে যে, অমাত্য রাক্ষসের প্রার্থনা অনুসারে রাজা চন্দ্রগুপ্ত মলয়কেতুকে তাঁ'র পৈতৃক রাজ্যই দান করলেন। অতএব তোমরা মলয়কেতুর সঙ্গে যাও, মলয়কেতুকে আপন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রে পুনরায় ফিরে আসবে।

পুরুষ। আর্য যা আদেশ করেন। (এই বলে প্রস্থানোদ্যত হ'ল)

চাণক্য। ভদ্র! দাঁড়াও, দাঁড়াও। আরও দুর্গপালকে বলবে যে, চন্দ্রগুপ্ত অমাত্য রাক্ষসকে লাভ করায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে এই আদেশ দিচ্ছেন যে, বণিক চন্দনদাসকে রাজ্যের সমস্ত নগরে বাণিজ্যাধ্যক্ষের পদে স্থাপন কর। আর হস্তী ও অশ্ব ভিন্ন সকলকেই বন্ধনমুক্ত কর। না, না, দাঁড়াও। অমাত্য রাক্ষস পরিচালক থাকলে আমাদের এখন আর হস্তী ও অশ্ব দিয়েই বা কি প্রয়োজন? সুতরাং হস্তী ও অশ্ব সহ সকলেরই বন্ধন মুক্ত ক'রে দাও।

প্রতিজ্ঞা সাগর থেকে সমুত্তীর্ণ হয়েছি বলে আমিই কেবল এই শিখা বন্ধন করি।

[এই বলে চাণক্য মস্তকে হাত দিয়ে শিখা বন্ধন করলেন।]

পুরুষ। আর্য যা আদেশ করেন। (প্রস্থান)

চাণক্য। রাজন্ চন্দ্রগুপ্ত! অমাত্য রাক্ষস! বলুন আপনাদের আর কি প্রিয় কার্য করব?

রাজা। এর পরে আর কি প্রিয় থাকতে পারে?

আপনি রাক্ষসের সঙ্গে আমার মিত্রতা সম্পাদন করেছেন, আমাকে রাজার

পদে আরোপিত করেছেন, সমস্ত নন্দবংশ ধ্বংস করেছেন। এর অতিরিক্ত আর কি প্রিয় করবেন !

রাক্ষস। তথাপি একথা বলা যাক—

[এই সময়ে চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের দক্ষিণে এবং রাক্ষস বামে থাকবেন। নাট্যোল্লিখিত সমস্ত ব্যক্তি পশ্চাতে থাকবেন]

সকলে মিলিত কণ্ঠে। রাজা চন্দ্রগুপ্ত চিরকাল পৃথিবীকে রক্ষা করুন আর তাঁর সহযোগী বন্ধুগণ ভৃত্যগণ অভ্যুদয়শালী হোন। (দুইবার মিলিত কণ্ঠে উচ্চারণ)

জয়, মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয়।

জয়, মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয়।